সূচীপত্র

[ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয়] ৭৪

রুশী সংস্করণের ভূমিকা

ভারত এমন একটি ঔপনিবেশিক দেশ যেখানে ঔপনিবেশিক শাসন ও লুণ্ঠন নানা রূপে এবং পদ্ধতিতে চলে এসেছে, এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারতের অধ্যয়ন মার্কস সমনোযোগে করতে শুরু করেন গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে। ভারতে তাঁর আগ্রহের আর একটি কারণ — আদিম গোষ্ঠী সমাজের বিশেষ যে সব সম্পর্ক তার কিছুটা তখনো এ দেশে বর্তমান। 'ভারতের অতীতের রাজনৈতিক দিকটা যতোই পরিবর্তনশীল দেখাক না কেন, এর সামাজিক দিকটা বহুপ্রাচীন কাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল,' ১৮৫৩-এ মার্কস লেখেন ('ভারতে ব্রিটিশ শাসন', **সংকলিত রচনাবলী**, প্রথম খণ্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)।

মার্কসের **কালপঞ্জীর** মধ্যে স্থান পেয়েছে ভারতীয় ইতিহাসের সহস্রাধিক বছর — সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি: প্রথম মুসলিম আক্রমণ থেকে ১৮৫৮-এর ২রা অগস্ট পর্যন্ত, যখন এ দেশকে ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারত বিল গ্রহণ করে। গোড়াকার পর্যায়, যার অবসান ঘটে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি, **কালপঞ্জীর** এক-তৃতীয়াংশেরও কম স্থান অধিকার করেছে। পাণ্ডুলিপির বাকিটা ইংরাজদের ভারত বিজয় সংক্রান্ত।

যে সব মুসলিম রাজবংশ উত্তর ভারতে, সিন্ধুনদ এবং গঙ্গার উপত্যকায় শাসন চালায় এবং সেখান থেকে দক্ষিণে রাজ্যবিস্তার করে তাদের তালিকা মার্কস দিয়েছেন। আরো বিশদভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন মুঘল সাম্রাজ্যের, যার উদ্ভব হয় ১৫২৬-এ বাবরের আক্রমণের পর, যে বাবর নিজেকে তৈমুরলঙ্গ এবং চেঙ্গিস খাঁ'র বংশধর বলতেন।

ব্রিটিশদের ভারত বিজয় ইতিহাসের প্রসঙ্গে আসার আগে মার্কস আর একবার ম্যাসিডনের আলেকজান্ডার থেকে শুরু করে ভারতে নানা বিদেশী আক্রমণের সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছেন, এবং বিভিন্ন ভারতীয় রাষ্ট্রের খতিয়ান দিয়েছেন।

জীবনের শেষ কয়েক বছরে মার্কসের লেখা নানা পাণ্ডুলিপির মধ্যে **ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী'র** সবিশেষ স্থান। **মার্কস ও এঙ্গেলস আর্কাইভসের** (৫—৮ খণ্ড) অংশ হিসেবে প্রকাশিত বিশ্ব ইতিহাসের **কালপঞ্জীর** একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুপূরক এটি।

ভারতে ভূমি বন্দোবস্তের পরিবর্তনশীল নানা রীতি অধ্যয়নের সময়ে মার্কস কালপঞ্জী প্রস্তুত করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের বিরাট এলাকায় ইতিহাসের প্রত্যক্ষ গতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা। শুধু যে ভূমি বন্দোবস্তের রূপ নিয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন তা নয়, সমগ্র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটিকে প্রত্যক্ষভাবে অধ্যয়ন করার প্রয়াস তিনি করেন। যেমন, কী অবস্থায় মুসলিম আইন ভারতীয় ভূমি বন্দোবস্তের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে সামন্ত প্রথার বিকাশ কী ভাবে হয় এবং কী ভাবে ইংরাজরা ভারত জয় করে নিপীড়ন চালায়, তাও তিনি দেখান।

পরে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রসার তিনি ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে পুঁজিপতি, সওদাগর এবং অভিজাতবর্গের হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালনায় ভারত বিজয় চলে। ভারতে ব্রিটিশরা প্রশাসনের যে সব সাম্রাজ্যবাদী উপায় ও পদ্ধতি ব্যবহার করে তা উদ্ঘাটিত করেছেন মার্কস এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের একটি দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়েছেন।

'শেষ যুগ, ১৮২৩ — ১৮৫৮ (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবসান)' এই নাম দিয়ে মার্কস এই ভাগে ভারতে এবং আশেপাশের দেশে ইংরাজরা যে সব রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধ একটার পর একটা চালায় তার তালিকা দিয়েছেন।

মার্কসের **কালপঞ্জী** দেখিয়েছে কী ভাবে ভারতীয়দের নির্মম শোষণের ফলে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটে, এবং এদের উপর

ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ফলাফলের উপর তিনি জোর দিয়েছেন।

কালপঞ্জী প্রস্তুত করার জন্য বহুসংখ্যক বই পড়েন মার্কস। ভারতীয় ইতিহাসের গোড়ার পর্যায় প্রসঙ্গে — সপ্তম শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি তিনি প্রধানত সাহায্য নেন এলফিনস্টোনের **ভারতের ইতিহাস'এর** (Elphinstone, The History of India)। ব্রিটিশদের ভারত বিজয়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের কালপঞ্জীর জন্য তিনি ব্যবহার করেন রবার্ট সিউয়েলের **ভারতের অ্যানালিটিকাল ইতিহাস** (Robert Sewell, The Analytical History of India, London, 1870)।

ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী প্রকাশনের জন্য প্রস্তুত করার সময়ে যেখানে সাধারণত গৃহীত এবং অবিসংবাদিত তথ্যের সঙ্গে পাণ্ডুলিপির গরমিল আছে সেখানে না-করলেই-নয় এমন সংশোধন কয়েকটি করা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রামাণিক গবেষণার ফলে এমন তথ্য পাওয়া গেছে যার সঙ্গে মার্কসের দেওয়া তারিখ মেলে না, সে ক্ষেত্রে লেখক ও বই'এব উল্লেখ করে অন্য তারিখ পাদটীকায় দেওয়া হয়েছে।

পাদটীকা সবকটি সম্পাদকদের। টেকস্টের ভিতরে সম্পাদকীয় সন্নিবেশ গুরু [ ] বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির
কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে
মার্কসিজম্-লেনিনিজম্ ইনস্টিটিউট

ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী
(৬৬৪-১৮৫৮)

[মুসলমানদের ভারত বিজয়]

ভারতে আরবদের প্রথম প্রবেশ ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে (হিজরা সন ৪৪)। সে বছর মুহল্লাব মুলতানে ঢোকেন।

৬৩২ মহম্মদের মৃত্যু।

৬৩৩ আবু বকরের অধিনায়কত্বে আরবদের **সিরিয়া** আক্রমণ; **পারস্য** আক্রমণ করে **৬৩৮-এ** তারা [সে দেশকে] পরাজিত করে **পারস্যের শাহকে** তাড়িয়ে দেয় আমু-দরিয়ার ওপারে; প্রায় একই সময়ে **খলিফার একজন** শাসনকর্তা, **আমরু মিশর** জয় করেন।

৬৫০ পারস্যের শাহ নিজের দেশ পুনরাধিকারের চেষ্টা করে পরাজিত ও নিহত হন; আমু-দরিয়া পর্যন্ত সমস্ত দেশ আরবদের অধীনে চলে আসে। **পারস্য ও ভারতের মধ্যে** তখন শুধু **উত্তরে কাবুল, দক্ষিণে বেলুচিস্তান** ও মাঝখানে **আফগানিস্তানের ব্যবধান।**

৬৬৪ কাবুলে [পৌঁছয়] **আরবেরা।** এই বছরে আরব সেনাপতি **মুহল্লাব** ভারতে **হামলা** করে **মুলতান** পর্যন্ত অগ্রসর হন।

৬৯০ আবদুর রহমান কর্তৃক **কাবুল বিজয়** সম্পূর্ণ। তাঁকে সেনাপতি হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন পারস্য উপসাগরে [শাত-আল-আরব নদীর মুখে] অবস্থিত **বসরার** শাসনকর্তা **হেজাজ।**

৭১১ সিন্ধুদেশ মহম্মদ কাসিমের (হেজাজের ভ্রাতুষ্পুত্র) করতলগত (তিনি নৌপথে আসেন **বসরা থেকে**)।

৭১৪ ঈর্ষান্বিত **খলিফা ওয়ালিদ কর্তৃক মহম্মদ কাসিমের** হত্যা। এর থেকে **শুরু হয় সিন্ধুদেশে মুসলমানদের পতন। তিরিশ বছর পরে সেখানে একটি**

মাত্র আরব রইল না। —মুসলিম ধর্ম **হিন্দুদের** চেয়ে **পারসীকদের** মধ্যে ঢের বেশী তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়, কারণ পারস্যের পুরোহিতরা ছিল শ্রেণী হিসেবে অত্যন্ত নীচ ও অধঃপতিত; ভারতের পুরোহিত শ্রেণী কিন্তু ছিল রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিমান রাজনৈতিক বাহন (**এলফিনস্টোন**)।

(১) খোরাসানে মুসলমান রাজবংশাবলী

৭১৩ আমু-দরিয়ার ওপারে* আরবরা প্রতিষ্ঠিত। (**৬৭০-এ তারা** আমু-দরিয়া **পার হয়,** কিছু কাল পরে **তুর্কমানদের** কাছ থেকে **বুখারা** ও **সমরখন্দ** নেয় ছিনিয়ে); সে সময় নববিজিত এই এলাকায় **খলিফার** পদ নিয়ে কঠিন সংঘাত চলেছিল **ফাতিমার** (মহম্মদের ভগিনী) ও **আব্বাসের** (মহম্মদের খুল্লতাত) **পরিবারবর্গের** মধ্যে; জয়লাভ করে **আব্বাসের পরিবার,** এ বংশের **পঞ্চম খলিফা হারুন-আল-রশিদ।** তাঁর মৃত্যু হয় —

৮০৯—একটি বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে আমু-দরিয়ার ওপারে যাবার পথে; তাঁর সন্তান **মামুন** খোরাসানে আরব শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে পরে **বাগদাদে** পিতার **খলিফা সিংহাসনে** আরোহণ করেন। তাঁর একজন মন্ত্রী, **তাহির,** বিদ্রোহ করেন এবং —

৮২১—**নিজেকে খোরাসানের স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা করলেন,** সেখানে তাঁর বংশ শাসন চালায় —

৮২১ — ৮৭০ — **তাহিরিদ বংশ** হিসাবে; পরে **সাফারিদ** বংশের লোক কর্তৃক এ বংশ সিংহাসনচ্যুত হন। ✓

৮৭২ — ৯০৩ সাফারিদ বংশ; এ বংশের শেষ প্রতিনিধি **ইয়াকুব সামানি বংশের** কাছে হেরে যান।

৯০৩ — ৯৯৯ সামানিদ বংশ। এ বংশের নানা প্রতিনিধিরা — আমু-দরিয়ার ওপারে ভূমিখণ্ড তাঁদের স্বাধীন দখলে ছিল — আমু-দরিয়া পার হয়ে

* আধুনিক ইতিহাসবিদরা এ অঞ্চলের আরব নাম — মাওয়ারান্নাহ্‌র — ব্যবহার করেন।

পারস্যে বেশ বড়ো অঞ্চল অধিকার করে, কিন্তু তখন বাগদাদের **খলিফাত** যে বংশের হাতে সেই **বুইয়া বংশ** (তাদের আর একটি নাম **দেইলেমাইট**) তাদের আবার তাড়িয়ে দেয় খোরাসানে। সেখানেই থেকে যায় তারা।

৯৬১ সামানিদ বংশের পঞ্চম রাজা **আব্দ্-আল-মালিকের** আমলে একটি **তুর্কী ক্রীতদাস, আল্প্তেগিন**, প্রথমে বিদূষক হিসেবে দরবারে ঢুকে শেষ পর্যন্ত **খোরাসানের** শাসনকর্তা নিযুক্ত হন; কিছুদিনের মধ্যে আব্দ্-আল-মালিকের মৃত্যু ঘটলে নূতন রাজার সঙ্গে বনিবনাও না হওয়াতে **আল্প্তেগিন** বাছাই করা একদল লোক সঙ্গে **গজনী'তে** পালিয়ে গিয়ে নিজেকে শাসনকর্তা ঘোষণা করলেন।

আল্প্তেগিনের একটি ক্রীতদাস, **সাবুক্তেগিন** আল্প্তেগিনের পর খোরাসান দরবারের নেকনজরে পড়েন। ভারতের **সীমান্ত** থেকে **গজনী** মাত্র দুশ' মাইল দূরে। এত কাছে **একটি** মুসলমান রাজত্ব থাকাতে **লাহোরের রাজা জয়পাল** অস্বস্তি বোধ করেন, এবং **গজনীর বিরুদ্ধে** অভিযান চালান। সন্ধি হয়, রাজা তা মানেননি; তাই সুলেমান পাহাড় পার হয়ে **সাবুক্তেগিন** ভারত আক্রমণ করলেন। **দিল্লী, কনৌজ ও কালিঞ্জরের রাজাদের** সঙ্গে সন্ধি সম্পাদন করে জয়পাল কয়েক লক্ষ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁর **পরাজয় ঘটে সাবুক্তেগিনের** কাছে; কিছুদিন পরে একটি **মুসলমান নায়ককে পাঞ্জাবে পেশোয়ারে শাসনকর্তা হিসেবে** রেখে সাবুক্তেগিন ফিরে চলে যান। ইতিমধ্যে সামানিদ বংশের সপ্তম রাজা **নু'র** বিরুদ্ধে তাতাররা বিদ্রোহ করে তাঁকে তাড়িয়ে দেয় আমু-দরিয়ার পারস্য তীরে। দ্রুতগতিতে তাঁর সাহায্যে গিয়ে সাবুক্তেগিন বিদ্রোহীদের হটিয়ে দিলেন; কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে নু **মামুদ'কে** (সাবুক্তেগিনের জ্যেষ্ঠ সন্তান) **খোরাসানের শাসকপদ** দেন। সাবুক্তেগিনের মৃত্যুর **সময় মামুদ** অনুপস্থিত ছিলেন, সে সুযোগে তাঁর **ছোট ভাই ইসমাইল** গজনীর সিংহাসন দখল করে নেন; কিন্তু মামুদের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি বন্দী হলেন। তখনকার সামানিদ রাজা **মনসুরের** কাছে দূত পাঠিয়ে

মামুদ দাবী করলেন যেন তাঁকে **গজনীর শাসনকর্তা বলে** মেনে নেওয়া হয়; সে দাবী অগ্রাহ্য হওয়াতে **মামুদ** নিজেকে **গজনীর স্বাধীন রাজা বলে** ঘোষণা করলেন; এর কিছুদিন পরে **মনসুর** সিংহাসনচ্যুত হন এবং —

৯৯৯ — **গজনীর মামুদ সুলতান** পদবী গ্রহণ করেন।

৯৯৯ — ১০৩০, ২৯শে এপ্রিল (মৃত্যু) — গজনীর মামুদ।

৯৯৯ সামানিদদের পতনের সুযোগ নিয়ে মনসুরের একটি সর্দার, **ইলেক-খাঁ বুখারা** তথা আমু-দরিয়ার ওপারে সমস্ত মুসলমান অধিকৃত ভূমি দখল করে নিলেন। মামুদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ।

১০০০ ইলেক-খাঁর সঙ্গে সন্ধি করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন মামুদ' এটা করার উদ্দেশ্য, ভারত অভিযানের সময় যেন কোনো বাধা না থাকে।

(২) গজনীর মামুদ ও তাঁর ভারত আক্রমণ; তাঁর বংশধরগণ, ৯৯৯—১১৫২, [বংশ] ১১৮৬ [পর্যন্ত]

১০০১ মামুদের প্রথম ভারত আক্রমণ। লাহোর। বিরাট বাহিনী নিয়ে সুলেমান পর্বত অতিক্রম করেন মামুদ; **পেশোয়ারের কাছে লাহোরের রাজা জয়পালকে** আক্রমণ; তারপর **শতদ্রু নদী** পার হয়ে **ভাটিণ্ডা** জয়; জয়পালের সন্তান **আনন্দ-পালকে** রাজা হিসেবে রেখে গজনীতে প্রত্যাবর্তন।

১০০৩* মামুদের দ্বিতীয় আক্রমণ। **ভাটিয়া।** যে সব সর্তে সন্ধি হয়েছিল সেগুলোর খেলাপ করেননি আনন্দ-পাল, কিন্তু আর একজন সন্ধিকারী, **ভাটিয়ার রাজা,** কর দিতে অস্বীকার করাতে মামুদ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করে তাঁকে পরাজিত করলেন।

* ১০০৪, Elphinstone, The History of India অনুসারে, লণ্ডন, ১৮৬৬।

১০০৫ মামুদের তৃতীয় আক্রমণ। মুলতান। মুলতানের আফগান সর্দার আবুল ফতে লোদীর বিদ্রোহ; মামুদ তাঁকে হারিয়ে **ভেট দিতে বাধ্য করেন।** মামুদের অনুপস্থিতিতে **ইলেক-খাঁ** বৃহৎ একটি তাতার বাহিনী নিয়ে আমু-দরিয়া পার হয়ে খোরাসান আক্রমণ করলেন। মামুদ (**ভারতীয়** হাতি সঙ্গে) দ্রুত **গজনী** থেকে খোরাসানে গিয়ে ইলেক-খাঁকে হটিয়ে দিলেন বুখারায়।

১০০৮ মামুদের চতুর্থ আক্রমণ। পাঞ্জাব। নগরকোটের মন্দির। মামুদের বিরুদ্ধে ভারতীয় নেতাদের একটি শক্তিশালী জোট খাড়া করলেন ভাটিণ্ডার **আনন্দ-পাল।** হিন্দুরা প্রাণপণে লড়ে; তাদের পরাজিত করে মামুদ নগরকোটের মন্দির লুণ্ঠন করেন।

১০১০ আফগান অধ্যুষিত ঘুর রাজত্ব জয় করে নিলেন মামুদ।

১০১০-এর শীতকাল: মামুদের পঞ্চম আক্রমণ। আবার মুলতান আক্রমণ, আবুল ফতে লোদীকে বন্দী করে গজনীতে আনয়ন।

১০১১ মামুদের ষষ্ঠ আক্রমণ। (যমুনাতীরবর্তী) **থানেশ্বর;** রাজারা সৈন্যবাহিনী জড়ো করার আগেই মামুদ এখানকার রত্ন মন্দির দখল করে নেন।

১০১৩ এবং ১০১৪ -- সপ্তম ও অষ্টম আক্রমণ। কাশ্মীরে দুটি লুঠতরাজী ও প্রাথমিক পর্যবেক্ষণী হামলা।

১০১৩ ইলেক-খাঁ'র মৃত্যু। ১০১৬-তে বুখারা ও সমরখন্দ দখল করে নিলেন মামুদ, **১০১৭-এ** ট্রান্সঅক্সিয়ানার বিজয় সম্পূর্ণ হল।

১০১৭-র শীতকাল: নবম আক্রমণ। মামুদের বিরাট অভিযান; **পেশোয়ার হয়ে কাশ্মীরে** প্রবেশ, সেখান থেকে **যমুনায়** গিয়ে নদী পার হন, (প্রাচীন নগরী) **কনৌজের** আত্মসমর্পণ; সেখান থেকে **মথুরা,** মথুরা নগরী ধ্বংস; **মহাবন ও মুঞ্জ** লুঠের পর প্রত্যাবর্তন।

১০২২ দশম ও একাদশ আক্রমণ। কনৌজ নগরী থেকে বিতাড়িত রাজাকে সাহায্যার্থে দুটি অভিযান। একটি অভিযানের সময়ে **লাহোরের চরম আত্মসমর্পণ।**

১০২৪ দ্বাদশ আক্রমণ। গুজরাট ও সোমনাথ। মামুদের শেষ বিরাট অভিযান; গজনী থেকে মুলতান যাত্রা, তারপর **সিন্ধু মরুভূমি পার হয়ে গুজরাট,** গুজরাটের রাজধানী **আনহালওয়ার'এর** পতন; পথে **আজমীরের রাজার এলাকায়** ধ্বংসলীলা; রাজপুত সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অসীম সাহসে রক্ষিত **সোমনাথ মন্দির** দখল। তারপর আনহালওয়ার'এ ফিরে সেখানে এক বছর কাটালেন মামুদ। মরুভূমি [হয়ে] সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।

১০২৭ সেলজুকদের তুর্কী উপজাতির বিদ্রোহ; মামুদ কর্তৃক বিদ্রোহ দমন।

১০২৮ দেইলেমাইটদের হাত থেকে পারসীক **ইরাক** পুনর্বিজয়ের পর **সমগ্র পারস্যদেশ** মামুদের করতলগত।

১০৩০, ২৯শে এপ্রিল — গজনীর মামুদের মৃত্যু। কবি **ফিরদৌসী** থাকতেন তাঁর দরবারে। মামুদের বাহিনীর বেশীর ভাগ সৈন্য ছিল **তুর্কী**; তাদের মনে করা হত পারসীকদের দাস, তাদের দিয়ে **মামেলুক** (দাস) **রক্ষিবাহিনী** গড়ে তোলা হয়। **মেষপালকদের** অধিকাংশ ছিল তাতার। **ওমরাহ এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীর বেশীর ভাগ ছিল আরব**; তাদের হাতে ছিল **বিচার এবং ধর্মসংক্রান্ত** সমস্ত **ক্ষমতা; বেসামরিক প্রশাসনের** ভার ন্যস্ত ছিল যাদের হাতে তারা বেশীর ভাগ **পারসীক।**

মামুদ তিনটি পুত্র রেখে যান: **মহম্মদ, মাসুদ** এবং **আবুল রশিদ**; মৃত্যুর সময় তিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান **মহম্মদকে** সুলতান নিয়োগ করে যান, কিন্তু সে বছরেই (১০৩০) সৈন্যদের প্রিয়পাত্র **মাসুদ** বড়োভাইকে গ্রেপ্তার ও **অন্ধ** করে বন্দীদশায় রেখে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১০৩০—১০৪১ সুলতান প্রথম মাসুদ। তাঁর আমলে আমু-দরিয়া নদীর ওপারে সেলজুক তুর্কীরা বিদ্রোহ করে; মাসুদ তাদের হটিয়ে দেন নিজেদের দেশে।

১০৩৪ প্রথম মাসুদ ভারতে [যান] লাহোরে বিক্ষোভ দমনের জন্য, তারপর সেলজুকদের বিরুদ্ধে অভিযান।

১০৩৪ — ১০৩৯ সেলজুকদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ; **মের্‌ভের কাছে সেন্দেগানে** [দন্দনকান] ভীষণভাবে হেরে তিনি ভারতে পালান;

সেনাপতিদের বিদ্রোহ; সিংহাসনে তারা বসায় মহম্মদের পুত্র **আহ্‌মেদকে**। আহ্‌মেদ কাকার পিছনে লোক পাঠিয়ে তাঁকে ধরে —

১০৪১ — **প্রাণদণ্ড দেন। সুলতান আহ্‌মেদকে** [আক্রমণ করেন] নিহত সুলতানের পুত্র **মাওদুদ**। বাল্‌ক থেকে অভিযানে বেরিয়ে মাওদুদ আহ্‌মেদের মুখোমুখি হন লাঘমানে, তাঁকে হারিয়ে দিয়ে তাঁকে এবং তাঁর সমগ্র পরিবারকে হত্যা করে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করলেন।

১০৪১ — ১০৫০ **সুলতান মাওদুদ**। ট্রান্সঅক্সিয়ানার সেলজুকরা **তঘরুল বেগকে** নিজেদের দলপতি নির্বাচিত করে চারিদিকে রাজ্যলাভের জন্য হামলা চালাতে তাদের শক্তি বিক্ষিপ্ত হল, সেই সুযোগে আমু-দরিয়ার ওপারের অঞ্চল দখল করে নিতে সমর্থ হন মাওদুদ। — অন্যদিকে **দিল্লীর রাজা** বিদ্রোহ করে মুসলমানদের হাত থেকে থানেশ্বর, নগরকোট এবং শতদ্রুর ওপারে সমস্ত এলাকা ছিনিয়ে নিলেন, শুধু **লাহোর** ছাড়া। অল্পসংখ্যক মুসলমান নগররক্ষী সৈন্যদলের জন্য লাহোর হাতছাড়া হয়নি।

১০৪৬ সারা জীবন সেলজুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান **মাওদুদ**; সেলজুকদের বিরুদ্ধে **ঘুরের রাজা** তাঁর সাহায্য চাওয়াতে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন বটে, কিন্তু তা না করে নিজের মিত্রকে খুন করে **ঘুর** করায়ত্ত করে নিলেন; তিনি নিজে **মারা যান গজনীতে, ১০৫০-এ**; সিংহাসনে তখন অধিরোহণ করেন তাঁর ছোট ভাই —

১০৫০ — ১০৫১ — **সুলতান আবুল হাসান**; সারা দেশ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, হাতে রইল শুধু গজনী। তাঁর সেনাপতি **আলি-ইবন্‌-রাবিয়া** ভারতে গিয়ে নিজের হয়ে কয়েকটি জায়গা জয় করলেন। সমগ্র পশ্চিম আবুল হাসানের কাকা, সুলতান মামুদের কনিষ্ঠ সন্তান **আবুল রশিদের** পক্ষে [অস্ত্র ধারণ করল]; আবুল রশিদ আবুল হাসানকে গজনীর সিংহাসনচ্যুত করেন।

১০৫১ — ১০৫২ **সুলতান আবুল রশিদ**। বিদ্রোহী সর্দার **তঘরুল** কর্তৃক গজনীতে অবরুদ্ধ, আক্রমণে দুর্গ অধিকার, সুলতান ও ন'জন রাজকুমারের

হত্যা; ক্রুদ্ধ অধিবাসীগণ কর্তৃক তঘরুল নিহত, তঘরুলের দল নির্বাসিত। **সাবুক্তেগিন** বংশের রাজকুমারটির সন্ধান করে লোকে শেষ পর্যন্ত পেল **দুর্গে** বন্দী **ফারুখজাদকে**, তাঁকে মুক্ত করে সিংহাসনে বসাল।

১০৫২ — ১০৫৮ সুলতান ফারুখজাদ। শান্তিপূর্ণ আমল; স্বাভাবিক মৃত্যু; তাঁর পরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তাঁর ভাই —

১০৫৮ — ১০৮৯ — সুলতান ইব্রাহিম (ধর্মভীরু)। তাঁর আমলে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন **তাঁর সন্তান** —

১০৮৯ — ১১১৪ — সুলতান দ্বিতীয় মাসুদ; গঙ্গা পেরিয়ে তিনি নিয়ে যান মুসলমান সৈন্যবাহিনীকে। মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তাঁর সন্তান —

১১১৪ — ১১১৮ — সুলতান আর্‌স্‌লান; নিজের সমস্ত ভাইকে তিনি বন্দী করে কারাগারে আবদ্ধ রাখলেন, শুধু **বৈরাম** বাদে, তিনি রেহাই পান **সেলজুকদের** কাছে পালিয়ে গিয়ে। তারা তাঁর পক্ষ নিয়ে আর্‌স্‌লানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়, তাঁকে পরাজিত করে বৈরামকে বসায় সিংহাসনে।

১১১৮ — ১১৫২ সুলতান বৈরাম। কয়েক বছর রাজত্বের পর তিনি **ঘুরের** বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধিয়ে একটি রাজকুমারকে প্রাণদণ্ড দেন; মৃত রাজকুমারের ভাই, **সইফ-উদ-দিন**, বৈরামের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়; গজনী দখল করে নেয় ও বৈরামকে বিতাড়িত করে পাহাড়ে। **বৈরাম ফিরে এসে** সইফ-উদ-দিনকে ধরে ফেলে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেন; সইফ-উদ-দিনের ভাই, **আলা-উদ-দিন**, ঘুরীয় সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে এসে গজনীকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিলেন, শুধু তিনটি দালানে তিনি হাত দেননি — মামুদ, প্রথম মাসুদ ও ইব্রাহিমের সমাধিমন্দির। **লাহোরে পালিয়ে গেলেন বৈরাম,** শেষ হল **গজনভীদের বংশ। লাহোরে** আরো **চৌত্রিশ বছর (১১৮৬ পর্যন্ত)** রাজত্ব করার পর **গজনভীদের রাজবংশ** বিলোপ পেল। নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করার (৯৯৯-এ) **১৮৭ বছর** পরে এ ভাবে অবসান হল **গজনীর মামুদের রাজবংশ।**

(৩) সাবুক্তেগিন রাজবংশের পতনের পর গজনীতে ঘুর বংশের প্রতিষ্ঠা, ১১৫২—১২০৬

১১৫২—১১৫৬ আলা-উদ-দিন। আর্‌স্‌লানকে এড়িয়ে সেলজুকদের কাছে পালিয়ে গিয়ে বৈরাম কথা দিয়েছিলেন যে, তারা তাঁকে সিংহাসনে ফিরে বসালে তিনি **কর** দেবেন; নির্বাসিত না হওয়া পর্যন্ত কর দিয়েছিলেন। **আলা-উদ-দিন** নিজেকে গজনীর রাজা বলে ঘোষণা করার **সঙ্গে সঙ্গে** সেলজুক সর্দার, **সাঞ্জার,** দাবী জানালেন যে, আগেকার মতো **কর চাই।** আলা-উদ-দিন অসম্মতি জানাতে সাঞ্জার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে বন্দী করেন; কিন্তু তবু তাঁকে সিংহাসনে **পুনর্বহাল** করলেন।

১১৫৩ ওঘুজের তাতার উপজাতিরা সাঞ্জার ও আলা-উদ-দিন, উভয়ের অধিকৃত ভূমি ছেয়ে ফেলে। আলা-উদ-দিনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁর পুত্র —

১১৫৬—১১৫৭ — **সইফ-উদ-দিন;** একজন ওমরাহের হাতে [তাঁর] মৃত্যু ঘটে; এই ওমরাহটির ভাইকে তিনি খুন করেছিলেন। **আলা-উদ-দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল দুটি -- গিয়াস-উদ-দিন ও সাহাব-উদ-দিন।**

১১৫৭—১২০২ গিয়াস-উদ্‌-দিন সিংহাসনে আরোহণ করে নিজের ভাই সাহাবকে সেনাপতি পদ দিয়ে হাত মেলালেন তাঁর সঙ্গে। দুই ভাই **সেলজুকদের কাছ থেকে খোরাসান** জয় করে নেন; মিলেমিশে কাজ তাঁরা করে চলেন।

১১৭৬ লাহোরে [গিয়ে] **সাহাব মামুদের বংশের শেষ প্রতিনিধি দ্বিতীয় খসরুকে** পরাজিত করলেন।

১১৮১ সিন্ধু জয় করেন সাহাব; খসরুকে বন্দী করলেন **১১৮৬-তে;** তারপর তাঁর নজর গেল হিন্দুস্থানের শক্তিশালী **রাজপুত রাজত্বগুলির** দিকে; **দিল্লী** আক্রমণ করাতে সে সময় দিল্লী ও আজমীরের মহান অধিপতি **পৃথ্বীরাজের** হাতে পরাজয় ঘটল; সাহাব গজনীতে **প্রত্যাবর্তন করলেন।**

১১৯৩ আবার ভারত আক্রমণ করে **সাহাব** পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করলেন, **আজমীরের শাসনকর্তা হিসেবে রেখে গেলেন কুতব-উদ-দিনকে।** কুতব-উদ-দিন দাস থেকে ওমরাহ হন।* কুতব-উদ-দিন **দিল্লী দখল করে** সেখানে শাসনকর্তারূপে রয়ে গেলেন এবং পরে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন। **দিল্লীর প্রথম মুসলমান রাজা তিনি।**

১১৯৪ **সাহাব কনৌজ ও বারাণসী** অধিকার করলেন (**কনৌজের রাজা** [নিহত] **ও তাঁর পরিবার** বিতাড়িত হয় **মাড়বারে,** সেখানে তাঁরা একটি রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন); **গোয়ালিয়রও** গ্রাস করেন, ওদিকে **কুতব-উদ-দিন গুজরাট, অযোধ্যা, উত্তর বিহার ও বঙ্গ** ছারখার করে দেন।

১২০২ **গিয়াসের মৃত্যু;** তাঁর স্থানে বসলেন তাঁর ভাই —

১২০২ — ১২০৬ — **সাহাব-উদ-দিন; খোরেজ্‌ম্‌** জয়ের চেষ্টায় পরাজিত হয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে হল তাঁকে।

১২০৬ **খোরেজ্‌মে তাঁর দ্বিতীয় অভিযান;** দেহরক্ষীদের কাছ থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়াতে কয়েকটি **কাকরের** (একটি দস্যু উপজাতি) **হাতে** সাহাব প্রাণ দিলেন; তাঁর জায়গায় এলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র —

১২০৬ — **মামুদ;** আভ্যন্তরীণ বিরোধ থেকে রাজত্ব বাঁচাতে অসমর্থ হন তিনি; একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল রাজত্ব; বিভিন্ন অংশ চলে গেল সাহাবের প্রিয় দাসদের হাতে। **সুলতানৎ বিভাগ: কুতব-উদ-দিন** দিল্লী এবং ভারতে [অন্যান্য] অধিকৃত জায়গা নিলেন। (একটি **ক্ষুদ্র নগণ্য** রাজত্বের রাজধানী ছিল **দিল্লী বারো শ বছর ধরে**)। **গজনী** দখল করলেন **ইলদিজ** নামে একটি দাস, কিন্তু খোরেজমের রাজা কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে দিল্লীতে পালান তিনি। **নাসির-উদ-দিন** নামে আর **একটি দাস** নিজেকে **মুলতান ও সিন্ধুর** প্রভু ঘোষণা করেন।

---

* প্রাচ্যের শাসনকর্তাদের দাসেরা (মামেলুক) প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় **থাকতেন** দরবারে। মাঝে মাঝে দরবারী রদবদলী **ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব** তাঁরা **করতেন।**

(৪) দিল্লীর দাস (মামেলুক) রাজারা, ১২০৬—১২৮৮

১২০৬—১২১০ কুতব-উদ-দিন; মৃত্যুর পর তাঁর স্থানে এলেন তাঁর পুত্র—

১২১০—**আরাম, পরের বছর** [তাঁকে] সিংহাসনচ্যুত করে সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর শ্যালক—

১২১১—১২৩৬ — সামস-উদ-দিন আল্‌তাম্‌স।

১২১৭ চেঙ্গিস খাঁ'র-(জন্ম ১১৬৪*) **নেতৃত্বে বিরাট মুঘল সৈন্যবাহিনী** তুরান থেকে এসে **খোরেজম আক্রমণ করে।** অসীম সাহসে দেশ রক্ষা করতে করতে [শাহের পুত্র] **জালাল** সিন্ধুনদ তীর পর্যন্ত হটে আসেন। **মুঘলদের** ভয়ে কোনো রাজা তাঁকে সাহায্য না করাতে তিনি এক দল কাকর সংগ্রহ করে চারিদিকে লুঠতরাজ চালান।

এরপর **চেঙ্গিস খাঁ** একটি বৃহৎ সৈন্যবাহিনী নাসির-উদ-দিনের অধিকৃত **মুলতান ও সিন্ধুতে** পাঠিয়ে দেশটা ছারখার করে দিলেন; সিন্ধুনদ পার হয়ে মুঘলরা চলে গেলে দেশের এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে **সামস-উদ-দিন আল্‌তাম্‌স দেশ আক্রমণ করে জয় করেন ও নিজের জমির অন্তর্ভুক্ত করেন।**

১২২৫ বিহার ও **মালব** জয় করলেন **সামস-উদ-দিন** এবং—

১২৩২ — তাঁকে **সমগ্র খাস হিন্দুস্থানের** রাজা বলে মেনে নেওয়া হয়; **ক্ষমতার** সর্বোচ্চ শিখরে উঠে তাঁর মৃত্যু হয় **১২৩৬-এ,** তাঁর জায়গা নিলেন—

১২৩৬ — তাঁর পুত্র রুকন-উদ-দিনী; এই বছরেই তাঁর **বোন!** তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

১২৩৬—১২৩৯ সুলতানা রাজিয়া; আবিসিনীয় দাসের সঙ্গে তাঁর প্রণয়লীলায় দরবারের ওমরাহেরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে; **ভাটিণ্ডার শাসক, আলতুনিয়া,** বিদ্রোহ করে তাঁকে বন্দিনী করলেন; রাজিয়া তাঁর প্রেমে

* শ্লোসার থেকে মার্কসের 'কালপঞ্জীতে' চেঙ্গিস খাঁ'র জন্ম-বৎসর দেওয়া হয়েছে ১১৫৫ (মার্কস ও এঙ্গেলস আর্কাইভ্‌স্‌, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২১৯)। এই তারিখ এখন সাধারণত মেনে নেওয়া হয়।

পড়ে তাঁকে বিয়ে করেন; তারপর আলতুনিয়া সসৈন্যে দিল্লী অভিযান করেন; ওমরাহদের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে, রাজিয়ার প্রাণদণ্ড হল। তাঁর জায়গায় সিংহাসনে বসলেন **তাঁর ভাই** —

১২৩৯—১২৪১ — **মুইজ-উদ-দিন বাহ্‌রাম**, ভয়ঙ্কর স্বৈরাচারী; তাঁকে হত্যা করা হয়; সিংহাসনে আরোহণ করেন **রুকন-উদ-দিনের** পুত্র —

১২৪১—১২৪৬ — **আলা-উদ-দিন মাসুদ**; তিনি নিহত হন। তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেন **সামস-উদ-দিন আল্‌তামসের** একটি পৌত্র **এবং মুইজ-উদ-দিন বাহ্‌রামের পুত্র** —

১২৪৬—১২৬৬ — **নাসির-উদ-দিন মামুদ। গিয়াস-উদ-দিন বলবন** নামের একটি ক্রীতদাস তাঁর অমাত্য ছিলেন; এই বলবন **মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সীমান্তে একটি শক্তিশালী জোট গঠন করেন**; অনেক ছোটখাট হিন্দুরাজা তাঁর হাতে পরাভূত হয়।

১২৫৮ পাঞ্জাবের উপর আর একটি মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করলেন বলবন।

১২৬৬ অপুত্রক **নাসির-উদ-দিন মামুদের** মৃত্যু; সিংহাসনে আসীন হলেন তাঁর **মন্ত্রী** —

১২৬৬—১২৮৬ — **গিয়াস-উদ-দিন বলবন**; তাঁর দরবার [তখন] ভারতে একমাত্র **মুসলমান দরবার**;

১২৭৯ বঙ্গদেশে বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি অভিযানে নামলেন; তাঁর অনুপস্থিতিতে **দিল্লীর শাসনকর্তা**, **তুঘরুল**, বিদ্রোহ করে নিজেকে নগরীর সার্বভৌম রাজা বলে ঘোষণা করলেন; ফিরে এসে তাঁকে হারিয়ে তাঁকে এবং একলক্ষ বন্দীকে হত্যা করেন **গিয়াস; ১২৮৬-তে তাঁর মৃত্যু ঘটে; সিংহাসন পেলেন** তখনো জীবিত **তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বঘ্‌রা খাঁ নন (প্রথম** পুত্রের মৃত্যু হয় আগেই), বঘ্‌রা খাঁ'র **পুত্র** —

১২৮৬—১২৮৮ — **কায়কোবাদ** (বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদেরও একটি **পুত্র** ছিল, **কাই-খসরু**; তিনি **মুলতানের শাসনকর্তা** নিযুক্ত হন)।

১২৮৭ [কায়কোবাদ] তাঁর কুচক্রী উজীর **নিজাম-উদ-দিনকে** বিষ খাওয়ালেন

(নিজাম-উদ-দিন প্রথমে **কাই-খসরুর** সঙ্গে চক্রান্ত করে পরে তাঁকে মৃত্যুমুখে ফেলেন; তাঁরি কুপরামর্শে একটি ভোজসভার সময়ে **তাঁর দরবারের সমস্ত মুঘলকে** বেইমানী করে হত্যা করেছিলেন কায়কোবাদ)। উজীরের মৃত্যুর পর দরবারে বিশৃংখলা। সে সময় (১২৮৭) দিল্লী দরবারে প্রধান দল ছিল **খিলজিদের প্রাচীন গজনভী বংশ; ১২৮৮-তে** তারা কায়কোবাদকে হত্যা করে —

১২৮৮— **দিল্লীর সিংহাসনে** বসাল তাদের নেতা **জালাল-উদ-দিন খিল্‌জিকে।**

(৫) খিলজি বংশ, ১২৮৮—১৩২১

১২৮৮—১২৯৫ জালাল-উদ-দিন খিলজি; নরম আমলের প্রবর্তন তিনি করেন; গিয়াস-উদ-দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র, বিদ্রোহী নেতা একজনকে তিনি মার্জনা করেন: **একটি মুঘল আক্রমণ** পরাভূত করে সমস্ত বন্দীদের তিনি মুক্তি দেন।

১২৯৩ তিন হাজার মুঘল তাঁর দলে যোগ দিয়ে দিল্লীতে বসবাস করতে থাকে।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, **আলা-উদ-দিন,** অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে **দাক্ষিণাত্য আক্রমণের** সংকল্পে **ইলিচপুর** হয়ে **দেবগিরিতে** (বর্তমানে **দৌলতাবাদ**) পেঁাছিয়ে যে হিন্দু রাজা শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁর ওপর আচমকা চড়াও হলেন, তাঁর নগরী ও ধনরত্ন লুণ্ঠন করে আশেপাশের জায়গাগুলি থেকে শাস্তিস্বরূপ ক্ষতিপূরণ আদায় করলেন; **রাজা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করাতে** তিনি ফিরে গেলেন **মালবে;** সেখান থেকে **দিল্লীতে** ফিরে এসে খুল্লতাত রাজা যখন তাঁকে আলিঙ্গন করছিলেন সে সময়ে তাঁর বুকে ছোরা বসিয়ে দেন।

১২৯৫—১৩১৭ আলা-উদ-দিন খিলজি (অত্যন্ত হিংস্র ও রক্তপিপাসু)। খুল্লতাতের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা কাকীমা এবং পুত্রদের তিনি হত্যা করেন। এতে বিদ্রোহ দেখা দিল; বিদ্রোহীদের সমস্ত নারী ও শিশুকে হত্যা করে বিদ্রোহ দমন করেন তিনি।

১২৯৭ **গুজরাট** জয়। কিছুকাল পরে একটি **মুঘল আক্রমণ,** প্রতিহত করলেন **আলা-উদ-দিন।**

১২৯৮* শিকারের সময় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ **সুলেইমান** তাঁকে জখম করে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যান। দিল্লীতে [গিয়ে] **সুলেইমান** সিংহাসন দাবী করেন, কিন্তু আরোগ্য লাভ করে **আলা-উদ-দিন** সৈন্যবাহিনীর সামনে উপস্থিত হন, তাদের **অধিকাংশই** তাঁর পক্ষ নেয়। **সুলেইমান ও আরো দুটি ভ্রাতুষ্পুত্রের গর্দান** গেল; ফলে আবার জনগণের বিদ্রোহ, অত্যন্ত নৃশংসভাবে দমন।

১৩০৩ ভারতের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ পর্বত-দুর্গ, **মেবারের চিতোর,** বিদ্রোহী একটি **রাজপুতের** কাছ থেকে জয় করে নিলেন **আলা-উদ-দিন;** সেই বছরে **মুঘল আক্রমণ।**

১৩০৪ হিন্দুস্থানে প্রবেশের **তিনটি পৃথক চেষ্টা করে মুঘলেরা;** প্রত্যেকবার প্রতিহত হয়; **ফিরিস্তার** মতে, এ তিনবার **যত মুঘল বন্দী অবস্থায় শিবিরে আসে** তাদের সবাইকে হত্যা করা হয় নির্বিকারভাবে।

১৩০৬ জালাল-উদ-দিন কর্তৃক আরোপিত কর দিতে **দেবগিরির রাজা** অস্বীকার করাতে **আলা-উদ-দিন** তাঁর পূর্বতন ক্রীতদাস **খোজা মালিক কাফুরের** নেতৃত্বে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠান। রাজাকে পরাজিত করে আনা হয় দিল্লীতে, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকতে হয় তাঁকে।

১৩০৯ আবার দক্ষিণে পাঠানো হল **মালিক কাফুরকে,** এবারে **তেলেঙ্গানায়।** সেখানে জয়ী হয়ে তিনি ওয়ারঙ্গলের শক্তিশালী দুর্গ দখল করেন।

১৩১০ **মালিক কাফুর কর্ণাট** এবং **কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব উপকূল** জয় করে রত্নসম্ভার নিয়ে ফিরে এলেন দিল্লীতে; দিগ্বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কুমারিকা অন্তরীপে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। **তামিল ভূমিতে এই প্রথম মুসলমান আক্রমণ।** দিল্লীর বাসিন্দা পোনেরো হাজার মুঘলদের সবাইকে হত্যা করলেন **আলা-উদ-দিন।**

* ১২৯৯, Elphinstone অনুসারে।

সিংহাসন লাভের চক্রান্ত করতে লাগলেন **মালিক কাফুর**; আলা-উদ-দিনের হিংস্রতায় ও স্বৈরাচারে জনগণের মধ্যে নিদারুণ অসন্তোষ, ফলে দেশে প্রবল বিশৃংখলা।

১৩১৬ একবার ভীষণ ক্রোধের আতিশয্যে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে 'স্বৈরাচারীর' মৃত্যু হল; তখন সিংহাসন দখলের চেষ্টা করলেন কাফুর, কিন্তু তাঁকে 'খতম' করা হয়, সিংহাসনে এলেন আলা-উদ-দিনের সন্তান —

১৩১৭ — ১৩২০ —**মুবারক খিলজি**; শুরুতেই তিনি তাঁর তৃতীয় ভাইকে অন্ধ করে দিলেন এবং সিংহাসনলাভে যে দুটি সেনাপতি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের জান নিলেন; তারপর সমস্ত বাহিনী ভেঙে দিয়ে একটি ক্রীতদাস, **খসরু খাঁকে উজীর** বানিয়ে নীচতম লাম্পট্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন।

১৩১৯ মালাবার বিজয় করে **খসরু** ফিরে এলেন —

১৩২০ — দিল্লীতে, রাজা **মুবারককে** হত্যা করে **খিলজিদের** সবাইকে শেষ করে তাদের হাত থেকে মুক্ত করলেন দেশকে; তারপর সিংহাসন দখল করে নিলেন; কিন্তু —

১৩২১ — পাঞ্জাবের শাসনকর্তা **গিয়াস-উদ-দিন তুঘলক** একটি বৃহৎ সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে **দিল্লীর সামনে** হাজির হলেন পাঞ্জাব থেকে; **দিল্লী** লুণ্ঠিত, খসরুর ভবলীলা সাঙ্গ, পূর্বতন শাসনকর্তা তখন রাজা হয়ে **তুঘলক** রাজবংশের পত্তন করেন; এই বংশ দিল্লীতে শাসন করে একশ বছরের বেশী। **নাসির-উদ-দিন মামুদের** উজীর এবং পরে রাজা **(একদা ক্রীতদাস) গিয়াস-উদ-দিন বলবনের একটি ক্রীতদাসের সন্তান** হলেন **গিয়াস-উদ-দিন তুঘলক।**

(৬) তুঘলক বংশ, ১৩২১—১৪১৪

১৩২১—১৩২৫ প্রথম গিয়াস-উদ-দিন তুঘলক; অত্যন্ত নরম আমল।

১৩২৪ তিনি অভিযানে যান **বঙ্গদেশে**, নিজের ছেলে **জুনা খাঁর** হাতে শাসনভার দেন। ফিরে এসে —

১৩২৫ -- দরবারী উৎসবের সময়ে একটি তোরণ ভেঙে পড়ায় তাঁর মৃত্যু ঘটে; সিংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁর ছেলে **জুনা খাঁ** —

১৩২৫—১৩৫১ — **মহম্মদ তুঘলক** নামে; তাঁর কালের সবচেয়ে প্রতিভাবান রাজা তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় সুদূর প্রসারী নানা পরিকল্পনার ফলে নিজের সর্বনাশ ঘটান। **তাঁর প্রথম কাজ** — পয়সা দিয়ে তিনি মুঘলদের বশে এনে তাদের এত তোয়াজ করলেন যে, তাঁর শাসনকালে তারা একবারও হামলা করেনি। তারপর তিনি **দাক্ষিণাত্যকে বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করেন**। তারপর একটি বিশ্ব সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা [মাথায় ঢুকল তাঁর]।

(পারস্য জয় করার জন্য) এত বিরাট একটি '**পারস্য বাহিনী**' [তিনি] বানালেন যে, তার জন্য অর্থ জোগাবার সামর্থ্য আর রইল না; তারপর তিনি ঠিক করলেন **চীন** জয় করতে হবে; হিমালয় হয়ে একটি পথের সন্ধানে পাঠালেন একলক্ষ লোককে: **তরাই** জঙ্গলে তাদের প্রায় সবাই প্রাণ হারাল। কোষাগার শূন্য, তাই **প্রজাদের উপর দুর্বহ করভার চাপালেন; এত দুর্বহ সে করভার** যে, গরিবেরা পালাল বনে; বনগুলি **সৈন্য দিয়ে ঘেরাও করে** পলাতকদের পশুর মতো খেদিয়ে বধ করা হয়, তাতে তিনিও যোগ দিয়ে অশ্বপদদলিত করেন লোককে। ফলে — **নিদারুণ শস্যহানি** ও **ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ**। দেশের সব জায়গায় বিদ্রোহ: **মালব ও পাঞ্জাবের** বিদ্রোহ সহজে দমন করা গেল, কিন্তু —

১৩৪০ -- **বঙ্গদেশের বিদ্রোহ সফল হল। করমণ্ডল উপকূল** (কৃষ্ণা নদী থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত ভারতের পূর্ব উপকূল) বিদ্রোহ করে স্বাধীন হল। সফল হল **তেলেঙ্গানা** ও **কর্ণাটের** বিদ্রোহ। **পাঞ্জাব ছারখার করে দিল আফগানেরা,** গুজরাটে বিদ্রোহ, চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। গুজরাটের বিরুদ্ধে [যাত্রা করেন] রাজা, সমস্ত প্রদেশটিকে উৎসন্ন করে দিলেন, তারপর দেশের এদিকে ওদিকে তাড়াহুড়া, একের পর এক বিদ্রোহ দমনের চেষ্টায় ঘুরতে লাগলেন; এ কার্যের সময়ে —

১৩৫১ — তিনি **সিন্ধুর তাত্তায়** জ্বরে মারা যান। ('হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া'য় **এলফিনস্টোন** লিখেছেন: **'প্রাচ্যে কোনো খারাপ রাজাকে চিরতরে সরাবার বিষয়ে দ্বিধা সাধারণত এত কম যে, একজনের কুশাসনে এতটা কুফল হওয়াটা অত্যন্ত বিরল ঘটনা।'**) তাঁর পর সিংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র —

১৩৫১—১৩৮৮ — **ফিরোজ তুঘলক; বঙ্গ পুনর্বিজয়ের** নিষ্ফল প্রয়াসের পর তিনি এই **প্রদেশ** ও **দাক্ষিণাত্যের স্বাধীনতা** মেনে নিলেন; তাঁর আমলে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি, ছোটখাটো বিদ্রোহ ও সামান্য যুদ্ধ বিগ্রহ।

১৩৮৫ বার্ধক্যের দরুন শাসনে অক্ষমতাবশত একটি উজীর তিনি নিয়োগ করেন।

১৩৮৬ নিজের সন্তান **নাসির-উদ-দিনকে** তিনি শাসনভার দেন; কিন্তু পূর্বতন রাজার **ভ্রাতুষ্পুত্ররা** —

১৩৮৭ — নাসিরকে দিল্লী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন যে, ফিরোজ নিজের পৌত্র **গিয়াস-উদ-দিনের** জন্য সিংহাসন ত্যাগ করেছেন; ১৩৮৮-তে নব্বই বছর বয়সে **ফিরোজের** মৃত্যু ঘটে।

১৩৮৮-১৩৮৯ **দ্বিতীয় গিয়াস-উদ-দিন তুঘলক**; কাল বিলম্ব না করে তিনি ঝগড়া বাধালেন সেই সব পিতৃব্যপুত্রদের সঙ্গে যারা সিংহাসনলাভে তাঁকে সাহায্য করেছিল; কিছুদিনের মধ্যে তারা সিংহাসনচ্যুত করল তাঁকে; রাজা হলেন **তাঁর ভাই** —

১৩৮৯—১৩৯০ — **আবু বক্‌র্ তুঘলক**; তাঁর খুল্লতাত নাসির বৃহৎ বাহিনী নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করে তাঁকে বন্দী করেন।

১৩৯০—১৩৯৪ চার বছর শাসনের পর **নাসির-উদ-দিন তুঘলকের** মৃত্যু ঘটে; তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র **হুমায়ুন সুরাপান ইত্যাদিতে এত মত্ত হয়ে পড়লেন** যে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে **তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হল**; শাসন নিলেন **তাঁর ভাই** —

১৩৯৪—১৪১৪ — **মামুদ তুঘলক**। বিদ্রোহ, দলাদলি, যুদ্ধ। **মালব, গুজরাট ও খান্দেশ** সঙ্গে সঙ্গে বশ্যতা অস্বীকার করল। এমন কি **দিল্লীতে**

পর্যন্ত ক্রমাগত মারামারি ও বিক্ষোভ চলতে লাগল নানা দলের মধ্যে। সে সময়—

১৩৯৮— [ঘটল] **তৈমুরের (তৈমুরলঙ্গের) প্রথম আক্রমণ** (চেঙ্গিস খাঁ'র প্রায় গোটা সাম্রাজ্য, তারপর **পারস্য, ট্রান্সঅক্সিয়ানা, তাতারিয়া ও সাইবেরিয়া** দখল করেছিলেন)। **কাবুল** হয়ে [ভারতে] প্রবেশ করেন তৈমুর, ইতিমধ্যে তাঁর পৌত্র **পীর মহম্মদ মুলতান** আক্রমণ করলেন। দুটি বাহিনী শতদ্রুতে একত্র হয়ে **দিল্লীর দিকে অগ্রসর হল**, পথিমধ্যে সমস্ত জায়গা বিধ্বস্ত করে। **গুজরাটে** পালিয়ে গেলেন **মামুদ তুঘলক; দিল্লী** লুণ্ঠিত ও দগ্ধ হল, অধিবাসীরা নিহত হল। তারপর মুঘলেরা **মিরাট দখল** করে —

১৩৯৯ — কাবুল হয়ে ফিরে গেল ট্রান্সঅক্সিয়ানায় সঙ্গে লুণ্ঠিত ধনদৌলত নিয়ে। মামুদ তখন দিল্লীতে ফিরে এলেন, সেখানে তাঁর **মৃত্যু ঘটে ১৪১৪-তে**। শাসনকর্তা হিসেবে যাঁকে তৈমুরলঙ্গ রেখে গিয়েছিলেন সেই **খিজির খাঁ** নিজেকে সার্বভৌম শাসক বলে ঘোষণা করে **'সৈয়দ'** নাম নিলেন, অর্থাৎ **হজরৎ মহম্মদের খাস বংশোদ্ভূত**; শব্দটি হল **'সেইদ'** বা **'সিদি'র** সমার্থ, যে **আরব শব্দের** মানে হল 'প্রভু'; একই অর্থ হল **'সিদের'** — এই গৌরবময় পদবী তাঁরা ব্যবহার করেন যাঁরা নিজেদের মহম্মদের বংশধর বলে পরিচয় দেন; **ইশমায়েলাইটরা** সকলেই এ পদবীতে ভূষিত করে নিজেদের।'

(৭) সৈয়দদের শাসন, ১৪১৪—১৪৫০

১৪১৪—১৪২১ সৈয়দ খিজির খাঁ; নগরী ও আশেপাশে একটি ক্ষুদ্র এলাকা ছাড়া দিল্লী রাজ্যের কিছু বাকি ছিল না, আলা-উদ-দিন খিলজির সমস্ত লব্ধ হস্তচ্যুত হয়। তৈমুরের প্রতিনিধিত্ব ছাড়া আর কিছু ভূমিকা নেই এমন ভান করলেন খিজির খাঁ, বাস্তবিক তিনি ছিলেন ক্ষুদে নগণ্য

একটি রাজা। **রোহিলখন্দ ও গোয়ালিয়র থেকে** তিনি **কর** আদায় করতেন; মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র —

১৪২১—১৪৩৬ — **সৈয়দ মুবারক**। পাঞ্জাবে সবিশেষ বিক্ষোভ, কিন্তু তিনি নির্বিকার। **১৪৩৬-এ উজীরের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে**; রাজা হলেন তাঁর পুত্র —

১৪৩৬—১৪৪৪ — **সৈয়দ মহম্মদ; মালবের রাজা** কর্তৃক দিল্লী অঞ্চলে প্রবেশ; পাঞ্জাবের শাসনকর্তা **বাহ্‌লল খাঁ লোদীকে** সাহায্যে ডেকে সৈয়দ মহম্মদ আক্রমণ পরাস্ত করেন; তাঁর পর সিংহাসনে বসলেন তাঁর পুত্র —

১৪৪৪—১৪৫০ — **সৈয়দ আলা-উদ-দিন**; তিনি গঙ্গার ওপারে **বুদাওনে** শাসনপীঠ নিয়ে গেলেন; **পাঞ্জাবের শাসনকর্তা বাহ্‌লল খাঁ লোদী** দিল্লী অধিকার করেন।

(৮) লোদী বংশ, ১৪৫০—১৫২৬

১৪৫০—১৪৮৮ **বাহ্‌লল লোদী; দিল্লী ও পাঞ্জাবকে মিলিত করেন তিনি। ১৪৫২-এ জৌনপুরের রাজা দিল্লী অবরোধ করেন, তার ফলে যুদ্ধ চলে ছাব্বিশ বছর** (এটি গুরুত্বপূর্ণ; সাবেকী মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে [সংগ্রাম করার মতো] শক্তি সঞ্চয় করেছিল ভারতের স্থানীয় রাজারা, এটি তার প্রমাণ), শেষে চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে রাজার, **দিল্লীর সঙ্গে মিলিত হল জৌনপুর**। আরো কয়েকটি জায়গা জয় করেন বাহ্‌লল; তাঁর মৃত্যুকালে **রাজ্যের প্রসার ছিল যমুনা থেকে হিমালয় পর্যন্ত, পূর্বে বারাণসী ও পশ্চিমে বুন্দেলখণ্ড।** তাঁর উত্তরাধিকারে এলেন তাঁর পুত্র —

১৪৮৮—১৫০৬ — **সিকন্দর লোদী, বিহার আবার দখলে আনলেন তিনি;** সক্ষম ও শান্তিপ্রিয় রাজা; তাঁর পর সিংহাসনে এলেন তাঁর পুত্র —

১৫০৬—১৫২৬ — **ইব্রাহিম লোদী**; হিংস্রপ্রকৃতির লোক; **দরবারের সমস্ত ওমরাহদের হত্যা করেন; পাঞ্জাবের শাসনকর্তাকে** তাই করার চেষ্টা করাতে তিনি **বাবরের নেতৃত্বে মুঘলদের সাহায্যে ডাকেন।**

১৫২৪ **বাবরের ভারত আক্রমণ;** সাহায্যপ্রার্থী পাঞ্জাবের শাসনকর্তাকে বন্দী করে বাবর **লাহোর** দখল করলেন; সেখানে **দিল্লীর ইব্রাহিমের ভাই আলা-উদ-দিন** তাঁর সঙ্গে যোগ দেন, **তাঁর অধীনে মুঘল বাহিনীকে পাঠানো হল দিল্লী** জয়ে। ইব্রাহিম তাঁকে হারিয়ে দেন একেবারে; তখন স্বয়ং বাবর এলেন; দুটি বাহিনী মুখোমুখি হল **পাণিপথে (যমুনার** কাছে, **দিল্লীর উত্তরে)।**

১৫২৬ **পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ।** ইব্রাহিমের পরাজয়, তিনি নিজে এবং ৪০,০০০ হিন্দু যুদ্ধে প্রাণ দেন।
দিল্লী ও আগ্রা দখল করে নিলেন বাবর।

. . . .

রবার্ট সিউয়েল (মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিস) তাঁর **'অ্যানালিটিকাল হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া'য় (১৮৭০)** বলেন:

এশিয়ায় তিনটি বৃহৎ জাতি: (১) **তুর্কী** (তুর্কমান), তাদের আস্তানা **বুখারার** চারদিকে এবং পশ্চিমে **ক্যাস্পিয়ন সাগর** পর্যন্ত; (২) **তাতার,** সাইবেরিয়া ও রাশিয়ার কিয়দংশে বসতি, তাদের প্রধান উপজাতিগুলি থাকত **আস্ত্রাখান** ও **কাজানে, তুর্কী উপজাতিদের উত্তরে** সমগ্র এলাকায় তারা ছড়িয়ে ছিল; (৩) **মুঘল অথবা মঙ্গোল, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ও মাঞ্চুরিয়া** ছিল তাদের দখলে; সব কটি **জাতির পেশা মেষপালন। পশ্চিমী মুঘল অথবা কালমিকরা** এবং **পূর্বদিকের মুঘলরা** অনেক উপজাতিতে বা **উলুসে** বিভক্ত হয়। এই সব **উলুস** অথবা **গোষ্ঠী** প্রায়ই কোনো একটি নেতার অধীনে একধরনের মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হত।

১১৬৪ **চেঙ্গিস খাঁ'র জন্ম;** তিনি ছিলেন খিতান তাতারদের করদ একটি নগণ্য গোষ্ঠীর নেতা; তাতারদের উচিত শিক্ষা দেবার পর তারা তাঁর বাহিনীতে যোগ দেয় এবং তাদের সৈন্যসংখ্যা মুঘলদের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায়। এই বাহিনীর সাহায্যে **চেঙ্গিস খাঁ** পূর্ব **মঙ্গোলিয়া** ও **উত্তর চীন** বিজয় করলেন, তারপর ট্রান্সঅক্সিয়ানা ও খোরাসান; তুর্কী দেশ, **অর্থাৎ**

বুখারা, খোরেজম ও পারস্য দখল করে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন। **সে সময়** তাঁর সাম্রাজ্য **ক্যাম্পিয়ন** সাগর থেকে **পিকিং** পর্যন্ত বিস্তৃত, দক্ষিণে ভারত **সমুদ্র** ও হিমালয় পর্যন্ত, আর পশ্চিম সীমা — আস্ত্রাখান ও কাজান। তাঁর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য চার ভাগে বিভক্ত হয়: **কিপচাক, ইরাণ, জাগতাই, আর চীনসমেত মঙ্গোলিয়া**; প্রথম তিনটির শাসক ছিল খাঁরা; শেষটির প্রাধান্য ছিল বলে এর শাসক ছিলেন **সর্বোচ্চ অর্থাৎ মহান খাঁ।**

১৩৩৬ সমরখন্দের অদূরে **জাগতাই'এর কেশ'এ তৈমুরের জন্ম; তিনি —**

১৩৬০ — **খুল্লতাত 'সইফ-উদ-দিনের** উত্তরাধিকার পেলেন জাগতাই'এর খাঁ **তুঘলক-তৈমুরের** শাসনাধীনে **কেশ'এর রাজা** এবং বেরলাস উপজাতির সর্দার হয়ে।

১৩৭০ এই খাঁর রাজ্য ইত্যাদি দখল করে নিলেন তৈমুরলঙ্গ; **১৪০৫-এ** তাঁর দেহাবসান হয়। মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিল পুত্রেরা; সবচেয়ে বড়ো অংশ যায় তৈমুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের দ্বিতীয় সন্তান **পীর মহম্মদের** কাছে।

একই লেখকের **(সিউয়েল)** মতে. তুর্কীদের প্রধান উপজাতিগুলি ছিল **অটোমান** (তারা চতুর্দশ শতাব্দীতে পশ্চিম দিকে গিয়ে **ফ্রিজিয়ায়** নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে, সেখান থেকে কখনো বিতাড়িত হয়নি); **সেলজুক** (প্রধানত **পারস্যে,সিরিয়ায়** এবং **ইকোনিয়ায়**), এবং **উজবেক (উত্থান ১৩০৫-এ)**; এরা ছিল **কিপচাক তুর্কী,** খাঁর নাম থেকে এদের **'উজবেক'** নাম, এ খাঁর **জন্ম ১৩০৫ সালে। বাবরের*** কালে এদের বিপুল প্রতিপত্তি ছিল।

* রবার্ট সিউয়েলের বই'তে কয়েকটি ভুলভ্রান্তি আছে। প্রথম, তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, সাইবেরীয় তাতার ও মুঘলরা দুটি বিভিন্ন জাতি। দ্বিতীয়, চেঙ্গিস খাঁ'র জন্মতারিখ ২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তৃতীয়, তৈমুরের মৃত্যুর পর খোরাসান, সিইস্তান ও মাজানদেরানের শাসক তাঁর সন্তান শাহরুদ-ই সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করেন, পীর মহম্মদ, যাঁর কথা সিউয়েল বলেছেন, তিনি নয়। চতুর্থ, মধ্য এশিয়া থেকে এশিয়া মাইনরে অটোমান তুর্কীদের দেশান্তর নিয়ে অনেক ইতিহাসবিদদের সন্দেহ আছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে অটোমানরা ক্ষমতা লাভ করে বুরসার কাছাকাছি অঞ্চলে, সেখান থেকে

১৫২৬ বাবর — তৈমুর'এর (তৈমুরলঙ্গ) অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ, ফেরগানার (অধুনা কোকন্দের একটি প্রদেশ) রাজা ওমর শেখ মির্জার সন্তান। তিনিই একমাত্র **মুঘল রাজা** যিনি **আত্মজীবনী** লেখেন; এটি অনুবাদ করেন **লেডেন ও এরস্কিন** (১৮২৬-এ)। **জন্ম — ১৪৮৩, মৃত্যু — ১৫৩০।**

. . . . . .

বাবরের আগমনকালে ভারতের নানা রাজ্য

১৩৫১ মহম্মদ তুঘলকের দিল্লী রাজ্য খণ্ড খণ্ড হতে হতে কয়েকটি নূতন রাজ্যের উদ্ভব হয়।

১৩৯৮ নাগাদ (তৈমুরের আক্রমণের সময়) দিল্লীর আশেপাশে মাত্র কয়েক মাইল বাদ দিয়ে, সারা ভারত মুসলমান আধিপত্য থেকে মুক্ত ছিল; প্রধান ভারতীয় রাষ্ট্রগুলি:

(১) **দাক্ষিণাত্যের বাহ্মনী রাজবংশ**; এর প্রতিষ্ঠাতা **গাঙ্গু বাহ্মনী** নামের একটি দরিদ্র লোক; **গুলবর্গায়** স্বাধীনতা লাভ করেন।

১৪২১ বাহমনী অধিপতি **তেলেঙ্গানার** [রাজাকে] **ওয়রঙ্গল** থেকে হিন্দু বিতাড়িত করেন (তেলেঙ্গানার অন্তর্ভুক্ত ছিল উত্তর **সরকার, হায়দরাবাদ— বালাঘাট, কর্ণাটক প্রদেশ।** Langue telinga* এখনো **গঞ্জাম ও পুলিকটের** মধ্যবর্তী জায়গায় চালু); তারপর দখল করেন **রাজমহেন্দ্রী, মসুলিপটনম ও কাঞ্চীপুরম।** কিছুকাল পর **শিয়া সুন্নী,** এই দুই ধর্মসম্প্রদায়ের [রেষারেষির] ফলে অন্তর্বিশৃঙ্খলা; [শিয়ারা] **ইসুফ আদিলের** নেতৃত্বে **বিজাপুরে** গিয়ে একটি রাজ্য স্থাপন করল, নেতার নাম দিল রাজা **আদিল শাহ।**

(২) **বিজাপুর — আহ্মদনগর।**

আশেপাশের দেশে চলে তাদের প্রভুত্ববিস্তার। পঞ্চম, উজবেকদের প্রসঙ্গে সিউয়েল উল্লেখ করেছেন উজবেক খাঁ'র, যিনি ১৩১৩ থেকে ১৩৪০ পর্যন্ত 'স্বর্ণ বাহিনী'র উপর আধিপত্য করেন। জুচি উপজাতিগুলির একটি অংশ তাঁর চাপে ইসলামে দীক্ষা নেয়, তারাই উজবেক নামটি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিল।

* তেলিঙ্গা বা তেলুগু ভাষা।

১৪৮৯—১৫৭৯* এই বংশের রাজ্যশাসন কাল। এই ক্ষুদ্র রাজ্যে উদ্ভব
হিন্দু ঘটে **মারাঠাদের;** জনৈক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজের শিষ্যদের নিয়ে এ স্থান পরিত্যাগ করে **আহ্‌মদনগর** রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে।

(৩) **গোলকুণ্ডা** ** — **বেরার** — **বিদর।** প্রায় একই ভাবে এই তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ঘটে; **ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি পর্যন্ত টিকে থাকে।**

(৪) **গুজরাট (১৩৫১—১৩৮৮)। ফিরোজ তুঘলকের আমলে মুজফ্‌ফর শাহ নামে একটি রাজপুত** এর **শাসনকর্তা** নিযুক্ত হন; তিনি এটিকে স্বাধীন
হিন্দু রাজ্যে পরিণত করেন। পরে তাঁর বংশধররা কঠোর যুদ্ধে (১৫৩১-এ) **মালব** অধিকার করে। রাজ্যটি টিকে ছিল **১৩৯৬ থেকে ১৫৬১ পর্যন্ত***।**

(৫) **মালব** গুজরাটের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন হয়; শাসন চালায় **ঘুরীয় বংশ ১৫৩১ পর্যন্ত;** সে সময় গুজরাটের **বাহাদুর শাহ** বরাবরের মতো দখল করে নেন এটিকে।

(৬) **খান্দেশ; ১৩৯৯-এ** স্বাধীন রাজ্য হয়, **১৫৯৯-এ** আকবর ফের দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

(৭) **রাজপুত রাজ্যগুলি।** মধ্যভারতে বর্বর পার্বত্য কয়েকটি উপজাতি, বীর
হিন্দু যোদ্ধাদের দ্বারা গঠিত কয়েকটি রাজপুত রাজ্য; এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: **চিতোর, মাড়বার** (বা **যোধপুর**), **বিকানীর, জয়সলমীর, জয়পুর।**

* এ রাজবংশের শেষ প্রতিনিধির রাজত্ব শুরুর তারিখ দিয়েছেন মার্কস। এঁর আমল শেষ হয় ১৫৯৫-এ।

** ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে গোলকুণ্ডা প্রকৃতপক্ষে বিজাপুরের উপর নির্ভরশীল ছিল, এর রাজনৈতিক গুরুত্ব সবিশেষ কমে যায়। শুধু ১৬৩৬-এ এটি মুঘল সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যে পরিণত হয় এবং ১৬৮৭-তে একেবারে তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

*** এ রাজবংশের শেষ প্রতিনিধির রাজত্ব শুরুর তারিখ দিয়েছেন মার্কস। এঁর আমল শেষ হয় ১৫৭২-এ।

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য, ১৫২৬—১৭৬১*

(২৩৫ বছর স্থায়ী)

(১) বাবরের রাজত্ব

১৫২৬—১৫৩০ বাবরের রাজত্ব।

১৫২৬ কয়েক মাসের মধ্যেই বাবরের **জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন** ইব্রাহিম লোদীর সমস্ত অঞ্চল দখল করে নিলেন।

১৫২৭ মেবারের রাজা — রাজপুত সংগ্রাম সিংহ, যিনি **আজমীর ও মালব** নিজের করায়ত্ত করেছিলেন এবং যাঁকে **মাড়বার ও জয়পুরের করাধিকারী সামন্ত বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল,** একটি বৃহৎ বাহিনী নিয়ে দিল্লী রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালান; **আগ্রার** কাছে **বিয়ানা** জয় করে বাবরের একটা বাহিনীকে [তিনি] পরাজিত করলেন। **সিক্রীর যুদ্ধ ('ভারতীয় হেস্টিংস')****। বাবরের মহাজয়, ভারতে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করলেন

* তথাকথিত **মুঘল সাম্রাজ্যের** প্রতিষ্ঠা বাবর করেন ১৫২৬-এ, এটি ১৭৬১ পর্যন্ত টেকে। বাবর নিজেকে বলতেন 'মুঘল' ('মঙ্গোলের' বিকৃত রূপ), অর্থাৎ বিখ্যাত তৈমুরলঙ্গ থেকে (অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ) এবং মায়ের দিক থেকে চেঙ্গিস খাঁ'র বংশধর বলে যাঁকে ধরা হয়। বাস্তবপক্ষে, পারস্য থেকে আগত তিনি বা তাঁর বাহিনী, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল তুর্কী, পারসীক ও আফগান, কেউই মঙ্গোল নয়। মুঘল সাম্রাজ্যের সরকারী ভাষা ছিল পারসীক। ১৭০৭-এ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর প্রকৃতপক্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়, যদিও মুঘল-ই-আজম বা সম্রাট সমস্ত ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন ১৮৫৭ পর্যন্ত।

**এই যুদ্ধে মুসলমান মুঘল সৈন্যরা হিন্দু সৈন্যদের হারিয়ে দিয়ে ভারত জয় করে।

তিনি। (পরের যুদ্ধগুলিতে বাবর তীরধনুকের সঙ্গে সঙ্গে বারুদ ব্যবহার করেন; বাবর তাঁর **কামান, গাদাবন্দুকধারী** এবং **তীরন্দাজদের** কথা উল্লেখ করেছেন; তিনি নিজে সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন)।

১৫২৮ চন্দেরী (চেন্দারী; সিন্ধিয়া); রাজপুত রাণার এই দুর্গ অধিকৃত হল মহারক্তক্ষয়ে, দুর্গরক্ষীর সবাই নিঃশেষে মারা যায়। একই সময়ে অযোধ্যায় আফগানরা পরাজিত করে **হুমায়ুনকে**; চন্দেরী থেকে বাবর তাঁর সাহায্যে যাত্রা করে গিয়ে শত্রুকে হারিয়ে ফিরে গেলেন দিল্লীতে। কিছুকাল পরে **সংগ্রাম সিংহ'এর** [পুত্র] **রনতম্ভর** দুর্গ সমর্পণ করেন।

১৫২৯ মামুদ লোদী বিহার দখল করেছেন শুনে **বাবর** তাঁর বিরুদ্ধে যাত্রা করে তাঁকে হারিয়ে **তাঁর অধিকৃত অঞ্চলগুলি আত্মসাৎ করলেন**; এরপর **গোগরা নদী চড়ায় বঙ্গাধিপতিকে** (উত্তর **বিহার** যাঁর হাতে ছিল) পরাভূত করেন; অভিযান সম্পূর্ণ করেন লাহোর দখল করা **একটি অর্ধ-বর্বর আফগান উপজাতিকে** কঠোরভাবে ধ্বংস করে।

১৫৩০, ২৬শে ডিসেম্বর জ্বরের প্রকোপে দিল্লীতে **বাবরের** মৃত্যু, তাঁর ইচ্ছানুসারে **কাবুলে** সমাধি। সমাধিস্থান তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন; এখন পর্যন্ত **পরবের দিনে এই জায়গায় যায় কাবুলের অধিবাসীরা** (বার্নস্ দ্রষ্টব্য)।

(২) হুমায়ুনের প্রথম ও দ্বিতীয় রাজত্বকাল; মধ্যবর্তী সময়ে সুর বংশের শাসন, ১৫৩০—১৫৫৬

১৫৩০ বাবর চারজন পুত্রসন্তান রেখে যান: হুমায়ুন — সম্রাট (তাঁর উত্তরাধিকারী); **কামরান,** সে সময়ে **কাবুলের** শাসনকর্তা, পিতার মৃত্যুর পর নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; **হিন্দাল, চম্বলের শাসনকর্তা;** এবং **মেওয়াটের মির্জা আশকারি,** নির্ভীক যোদ্ধা। **হুমায়ুনের প্রথম** কাজ হল **জৌনপুরের** (চানপুর) বিদ্রোহ দমন করা; তারপর **যুদ্ধ**

চালালেন **গুজরাটের** বিরুদ্ধে. গুজরাটের রাজা **বাহাদুর শাহ** বাবরের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। **পাঁচ বছরের মধ্যে** অর্থাৎ —

১৫৩৫ — পর্যন্ত **হুমায়ুন গুজরাটের বাহিনী** ধ্বংস করেন; তারপর তিনি **চম্পানীর** জয় করলেন — সেই দুর্গে **বাহাদুর** আশ্রয় নিয়েছিলেন।

১৫৩৬ অচিরেই দুর্গ বিজিত হল, বাহাদুর প্রতারণার জন্য হুমায়ুনের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

১৫৩৭ বঙ্গ আক্রমণকারী শের খাঁ'র বিরুদ্ধে **হুমায়ুন** সবিশেষ ব্যস্ত থাকাতে **বাহাদুর শাহ** আবার **গুজরাট** জয় করে **মালব আক্রমণ করলেন।**

১৫৩৭—১৫৪০ শের খাঁ'র বিরুদ্ধে হুমায়ুনের যুদ্ধ।

শের খাঁ, ওরফে **শের শাহ, ছিলেন দিল্লীর ঘুর রাজবংশের লোক।**

১৫২৭ লোদীদের পরাজিত করে তিনি **বাবরের সৈন্যদলে** অফিসার হিসাবে যোগ দিয়ে সুনাম অর্জন করেন, বাবর তাঁকে বিহারের ভার দেন।

১৫২৯ মামুদ লোদী বিহার দখল করাতে শের খাঁ তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন; মামুদের মৃত্যুর পর তিনি **বিহারের** কর্তা হলেন।

১৫৩২ হুমায়ুন যখন গুজরাটে তখন **শের শাহ** বঙ্গে প্রবেশ করেন, তাই —

১৫৩৭—**হুমায়ুন** সসৈন্যে যাত্রা করলেন তাঁর বিরুদ্ধে; সেখানে দু'পক্ষেরই নানা ফিকির সত্ত্বেও —

১৫৩৯—গঙ্গাতীরে শিবিরে অবস্থিত **হুমায়ুনকে হঠাৎ আক্রমণে একেবারে নাজেহাল করে দিলেন** শের খাঁ; পালাতে বাধ্য হলেন হুমায়ুন, আর **শের খাঁ,** ওরফে **শের শাহ,** বঙ্গ দখল করে নিলেন।

১৫৪০ কনৌজে অভিযান করে হুমায়ুন আবার উদ্যোগী হলেন; আবার পরাজয়, পলায়নের সময়ে আর একটু হলে সলিলসমাধি হত গঙ্গায়; পিছু ধাওয়া করলেন **শের খাঁ লাহোর** পর্যন্ত; **সিন্ধুতে** পালিয়ে গেলেন হুমায়ুন; দু'একটি ব্যর্থ অবরোধের পর হুমায়ুন পালালেন **মাড়বারে** (যোধপুর), কিন্তু রাজা তাঁকে থাকতে না দেওয়াতে তিনি **জয়সলমীর**

মরুভূমিতে ঘুরতে লাগলেন, সেখানে তাঁর এবং তাঁর অল্পসংখ্যক লস্করের **তাঁবু** বারবার আক্রান্ত হতে থাকে: সেখানে —

১৫৪২, ১৪ই অক্টোবর — তাঁর হারেমের একটি অতিসুন্দরী **নর্তকী, হামিদার** গর্ভে জন্ম হয় **সুপ্রসিদ্ধ আকবরের;** মরুভূমিতে আঠারো মাস ইতস্তত ভ্রমণের পর তাঁরা পেঁছিলেন **ওমরকোটে (উমেরকোট)**, সেখানে সাদর আতিথেয়তায় তাঁদের গ্রহণ করা হয়।

সিন্ধু বিজয়ের আর একটি নিষ্ফল প্রয়াসের পর **হুমায়ুনকে কান্দাহারে** যেতে অনুমতি দেওয়া হয়; গিয়ে দেখলেন প্রদেশটি তাঁর ভাই **মির্জা আশকারির** অধীনে, তিনি তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হলেন না। **হুমায়ুন** পালিয়ে গেলেন **হিরাটে (পারস্যে)।** পারস্যে তাঁর সঙ্গে **বন্দীর মতো** ব্যবহার করা হল, **শাহ তামাস্প্** তাঁকে বাধ্য করলেন **'সাফাভি' ধর্ম** গ্রহণ করতে। (**সাফাভিদ** বা **সুফী** রাজাদের উদ্ভব **শিয়া সম্প্রদায়ের** সন্ত-দরবেশদের একটি বংশে, যাঁরা সার্বভৌমত্ব লাভ করে নিজেদের নামে একটি ধর্ম-ব্যবস্থার পত্তন করেন; এটি পারস্যের ধর্মে পরিণত হয়।) যাই হোক —

১৫৪৫—তামাস্প হুমায়ুনকে ১৪,০০০ ঘোড়সওয়ার দিয়ে সাহায্য করলেন। **আফগানিস্তানে** প্রবেশ করে হুমায়ুন **কান্দাহার** ছিনিয়ে নিলেন নিজের ভাই **মির্জা আশকারির** কাছ থেকে, তাঁর প্রাণ কিন্তু নিলেন না, নিজের সেনাপতিদের প্ররোচনা সত্ত্বেও। তারপর তিনি **কাবুল** অধিকার করলেন; সেখানে **হিন্দাল,** বাবরের তৃতীয় পুত্র, যোগ দেন তাঁর সঙ্গে।

১৫৪৮ হুমায়ুনের তৃতীয় ভ্রাতা **কামরান,** যিনি [তাঁর বিরুদ্ধে] বিদ্রোহ করেছিলেন, [এখন] হাত মেলালেন তাঁর সঙ্গে। (আবার বিদ্রোহ করার পর তাঁকে পরাজিত করা হয় ১৫৫১-তে; ১৫৫৩-তে পুনরায় গণ্ডগোল হওয়াতে তাঁকে বন্দী করে **অন্ধ করে দেওয়া হয়)।**

এ ভাবে পরিবারবর্গের শীর্ষে আবার এলেন **হুমায়ুন; কাবুলে দিন কাটতে লাগলে**

মধ্যবর্তীকালের দিল্লীতে সুর বংশের রাজত্ব, ১৫৪০—১৫৫৫

১৫৪০—১৫৪৫ দিল্লীতে শের শাহ।

১৫৪০ দিল্লীরাজ্য করায়ত্ত করে [তিনি] **শের খাঁ'র** পরিবর্তে নিজের নামকরণ করলেন **শের শাহ**; হুমায়ুনের সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল তিনি দখল করেন।

১৫৪১ তিনি **মালব** জয় করেন; **১৫৪৩-এ রায়সিনের** [দুর্গ] দখল এবং **১৫৪৪-এ মাড়বার বিজয়।**

১৫৪৫ চিতোর অবরোধ; সহরের একটি কামান গোলায় অতর্কিতে মৃত্যু। সিংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁর **কনিষ্ঠ পুত্র** —

১৫৪৫—১৫৫৩—জালাল খাঁ। সেলিম শাহ সুর নামে তিনি দিল্লীর শাহ হন। শের শাহের **জ্যেষ্ঠ** পুত্র, **আদিল,** নিজের অধিকার দাবী করতে গিয়ে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। **সেলিম শাহ সুরের আমলে চমৎকার বাস্তুকর্ম** (public works)।

১৫৫৩ সেলিম শাহ সুরের মৃত্যু; সিংহাসন অধিকার করলেন তাঁর বড়ো ভাই **আদিল।**

১৫৫৩—১৫৫৪ মহম্মদ শাহ সুর আদিল; তাঁর অল্পবয়স্ক ভাইপো, সেলিম শাহের পুত্রকে হত্যা করলেন তিনি; আমোদ প্রমোদে তাঁর সময় কাটত; অবিলম্বে নিজেরি পরিবারের **ইব্রাহিম সুরের** নেতৃত্বে **বিদ্রোহ;** ইব্রাহিম সুর তাঁকে বিতাড়িত করে **দিল্লী ও আগ্রা** দখল করলেন। **পাঞ্জাব, বঙ্গ ও মালব সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অধীনতা পরিহার করল।** এ সমস্ত বিশৃংখলার কথা শুনে —

১৫৫৪ — হুমায়ুন সৈন্য সংগ্রহ করে কাবুল থেকে এলেন নিজের সিংহাসন দাবী করতে।

১৫৫৫, জানুয়ারী; কাবুল থেকে যাত্রা করে **পাঞ্জাবে** প্রবেশ করলেন **হুমায়ুন**, অনায়াসে দখল করে নিলেন **লাহোর, দিল্লী ও আগ্রা।**

১৫৫৫, জুলাই; হুমায়ুন তাঁর পূর্বেকার সমস্ত ক্ষমতা ফিরে পেলেন।

১৫৫৬, জানুয়ারী; মসৃণ মার্বেলে পা হড়কে পড়ে **হুমায়ুনের মৃত্যু**; সে সময় **তাঁর পুত্র আকবর (তেরো বছর বয়স)** ছিলেন পাঞ্জাবে পিতার মন্ত্রী **বৈরাম্ খাঁ'র** সঙ্গে; বৈরাম খাঁ কাল বিলম্ব না করে তাঁকে নিয়ে এলেন দিল্লীতে।

(৩) আকবরের রাজত্ব, ১৫৫৬ — ১৬০৫

১৫৫৬ প্রথমে প্রকৃত শাসনক্ষমতা স্বভাবতই ছিল **বৈরাম্ খাঁ'র হাতে**; কিন্তু দিল্লী শাসন ব্যবস্থার ফয়সালা করতে যখন তিনি ব্যস্ত, তখন **বাদাখশানের রাজা, মির্জা সুলেইমান, কাবুল** দখল করে নেন, এবং শাহ্ আদিলের মন্ত্রী **হিমু** সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ: হিমু **আগ্রা** দখল করাতে বৈরাম্ তাঁর বিরুদ্ধে রওনা হলেন; **পাণিপথে** মুখোমুখি হল দুটি বাহিনী; **হিমুর পরাজয়**, বৈরাম্ স্বহস্তে তাঁকে হত্যা করলেন, এ ভাবে অবসান হল **শের খাঁ'র বংশ**। আত্মম্ভরী হয়ে বৈরাম্ দিল্লীতে ফিরে এসে যারা তাঁর বিরোধী হবার সাহস পায় তাদের অনেকের 'প্রাণ নিলেন' বিশেষ করে **আকবরের** বন্ধুদেরও; তাই —

১৫৬০ — আকবর নিজের হাতে শাসনভার নিলেন; বৈরাম্ গেলেন রাজপুতানার **নগরে**, এবং তাঁর পদ থেকে সরকারিভাবে আকবর তাঁকে সরিয়ে দিতেই **বিদ্রোহ করলেন**। আকবর প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর কাছে তিনি পরাজিত হলে তাঁকে মার্জনা করলেন আকবর; কিন্তু তাঁর মৃত্যু ঘটল একটি ওমরাহ [সন্তানের] হাতে, যে ওমরাহকে তিনি বেইমানি করে হত্যা করেছিলেন। **আকবরের** তখন বয়স আঠারো; **তাঁর এলাকা সীমাবদ্ধ ছিল দিল্লী ও আগ্রার আশেপাশের অঞ্চলে এবং পাঞ্জাবে**। সিংহাসনে আরোহণ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি **আজমীর, গোয়ালিয়র** এবং **লক্ষ্ণৌ** জয় করলেন; তারপর তিনি —

১৫৬১ — বিদ্রোহী শাসনকর্তা **আবদুল্লা খাঁ'র** হাত থেকে **মালব পুনর্বিজয় করে** তাঁকে নির্বাসিত করেন। এই খাঁ ছিলেন **উজবেক**, অতএব —

১৫৬৪ — তাঁর নির্বাসনের ফলে **উজবেক জাতির বিদ্রোহ হয়; ১৫৬৭-তে আকবর** স্বয়ং এ বিদ্রোহ দমন করেন।

১৫৬৬ আকবরের ভাই হাকিম কাবুল দখল করেন, সহরটা অনেকদিন নিজের হাতে রাখেন।

১৫৬৮ — ১৫৭০ রাজপুত রাজ্যগুলি।

১৫৬৮ আকবর **চিতোর** অবরোধ করলেন; দুঃসাহসী প্রতিরোধের পর, তীরবিদ্ধ হয়ে এর নেতার মৃত্যু ঘটাতে দুর্গের পতন। অবশিষ্ট [প্রধানেরা পালিয়ে গেলেন] **উদয়পুরে**; সেখানে তাঁদের দলপতির বংশ হিন্দু একটি নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল, সেখানে **এখন পর্যন্ত তাঁরা** [আছেন]। এরপর **জয়পুর** ও **মাড়বারের** সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য **আকবর দুটি রাজপুত রাজকন্যাকে বিবাহ করেন।**

১৫৭০* রনতম্ভর ও কালিঞ্জর, আরো দুটি রাজপুত [দুর্গ] দখল করেন **আকবর।**

১৫৭২—১৫৭৩ গুজরাট। সেখানে বিশৃংখলা (তিনটি দল, তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হল **মির্জারা****, তৈমুরলঙ্গের বংশধর, সুতরাং আকবরের আত্মীয় যারা। **১৫৬৬-তে** তারা **চমনলে** বিদ্রোহ করে পরাজিত হয়ে গুজরাটে পালিয়ে যায়)। শাসনকর্তা **ইতিমাদ খাঁ** জোর দিয়ে বললেন আকবর না এলে চলবে না।

১৫৭৩ গুজরাটে [গিয়ে] আকবর **অঞ্চলটিকে সরাসরি সম্রাটের শাসনে এনে** মির্জাদের পরাজিত করে ফিরে গেলেন **আগ্রায়।** মির্জারা আবার বিদ্রোহ করল; আকবর তাদের চূড়ান্ত দমন করলেন।

* ১৫৬৯, Burgess অনুসারে, The Chronology of Modern India, এডিনবরা, ১৯১৩।

** বাবরের সঙ্গে যিনি ভারতে আসেন সেই মির্জা (রাজকুমার) মহম্মদ সুলতানের বংশধর এবং আত্মীয়স্বজন। তাঁরা হলেন উলুঘ মির্জা, শাহ মির্জা এবং ইব্রাহিম হুসেন মির্জা; সিংহাসন দখলের চেষ্টা তাঁরা করেন।

১৫৭৫ বঙ্গ। সেখানে **নৃপতি দাউদ বশ্যতা অস্বীকার করলেন (কর দেওয়া বন্ধ করলেন** ইত্যাদি)। আকবর বঙ্গে [গিয়ে] দাউদকে তাড়িয়ে দিলেন **উড়িষ্যায়;** তিনি ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দাউদ আবার অগ্রসর হয়ে নিজের **অঞ্চল দখল** করে নিলেন; প্রবল **যুদ্ধে** আকবর তাঁকে পরাজিত করলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন দাউদ।

১৫৭৫—১৫৯২ বিহার: ১৫৩০ থেকে **শের খাঁ'র বংশ** কর্তৃক শাসিত, **১৫৭৫-এ** [আকবর কর্তৃক] পুনর্বিজিত। এর কিছুদিন পরে বিহার ও বঙ্গে বাদসাহী সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়, তিন বছরে ঠিকমত দমিত হয়নি সেটা। সেজন্য বিহার থেকে বিতাড়িত **আফগানরা উড়িষ্যা প্রদেশ** জয় করে কিছুকাল নিজেদের কবলে রাখে।

১৫৯২ আকবরের একটি সেনাপতির হাতে উড়িষ্যায় আফগানদের চূড়ান্ত পরাজয় হল।

১৫৮২ নৃপতি **হাকিম** কাবুল থেকে **পাঞ্জাবে** প্রবেশ করাতে **আকবর** তাঁকে তাড়িয়ে কাবুল দখল করলেন, নিজের ভাই হাকিমকে মার্জনা করে দিল্লীর সম্রাট হিসেবে নিজের **অধীনে** তাঁকে কাবুল প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তা করলেন।

১৫৮২—১৫৮৫ শান্তি; **সাম্রাজ্য কায়েম করতে লাগলেন আকবর।** ধর্ম-ব্যাপারে নিস্পৃহ বলে তিনি উদারচেতা ছিলেন; ধর্ম ও সাহিত্যের ব্যাপারে তাঁর প্রধান উপদেশদাতা ছিলেন **ফৈজী** ও **আবুল ফজল।** ফৈজী প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করেন, তাদের মধ্যে **রামায়ণ ও মহাভারত,** (পরে, **গোয়া থেকে** একটি রোমান ক্যাথলিক পোর্তুগীজ পাদরীকে আকবর আনার পর **ফৈজী** সুসমাচার অনুবাদ করেন)। **হিন্দুদের প্রশ্রয় দান;** তিনি শুধু **সতীদাহপ্রথা** ইত্যাদি **তুলে দেবার জন্য জিদ করেন। জিজিয়া, অর্থাৎ মুসলিম সরকারকে প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য দেয় মাথাপিছু কর,** তিনি **তুলে দেন।**

আকবরের রাজস্ব নীতি (প্রবর্তক অর্থমন্ত্রী **রাজা টোডরমল**); **কৃষিজীবীদের কাছ থেকে কর সংগ্রহের** জন্য —

(১) পরিমাপের একই মানদন্ড এবং পরে **নিয়মিত জরিপ ব্যবস্থা** চালু।

(২) **প্রতি বিঘার উৎপন্ন** এবং তদভিত্তিতে **সরকারকে কতটা দেয় ঠিক করবার জন্য উর্বরতা অনুসারে** জমিকে **তিন শ্রেণীতে** ভাগ করা **হয়।** তারপর **প্রতি শ্রেণীর গড়পড়তা উৎপাদন অনুসারে** প্রতি **বিঘার পরিমাণ ধার্য করা হয়, ভূমিজাত শস্যের একতৃতীয়াংশ সামগ্রীতে দেয় রাজস্ব** হিসাবে **গৃহীত হত।**

(৩) **টাকায় এর তুল্য কর কতটা দিতে হবে ঠিক করার জন্য উনিশ বছরে সারা দেশে মূল্যের হেরফের বিচার করে তার গড়পড়তা হার মুদ্রায় দেয় বলে ধার্য হল।**

নিম্নশ্রেণীর রাজকর্মচারী **কর্তৃক ক্ষমতার** অপব্যবহারের **অবসান করা হল; রাজস্বের পরিমাণ** কমে গেল, কিন্তু **আদায়ের খরচা হ্রাস পাওয়াতে মোট রাজস্ব সমান থাকল। থোক** টাকার বিনিময়ে রাজস্ব **আদায়ের ঠিকা অন্যের ওপর ছেড়ে দেওয়ার প্রথার অবসান করেন আকবর, এ প্রথা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও জবরদস্তির কারণ হয়েছিল।**

সমগ্র সাম্রাজ্যকে পোনেরোটি সুবায় বিভক্ত করা হল; প্রতি সুবার প্রধান রাজকর্মচারীকে **সুবাদার** বলা হত।

ন্যায় বিচার: আইনের প্রতিভূ ছিল **কাজীরা,** শুনানির পর তারা তাদের বক্তব্য জানাত; **মির-ই-আদল** (সর্বপ্রধান বিচারক), সম্রাটের **ক্ষমতার** প্রতিভূ যিনি, **সে বক্তব্য শুনে রায় দিতেন। অংশত মুসলিম প্রথা** এবং **অংশত মনুসংহিতার** উপর ভিত্তি করে **দন্ডবিধির** সংস্কার করেন আকবর।

সৈন্যবাহিনী: বাহিনীতে মাইনের ব্যবস্থায় সবিশেষ বিশৃংখলা ছিল; **রাজকোষ থেকে সৈন্যদের নিয়মিত মাইনে দিয়ে এবং প্রত্যেকটি রেজিমেণ্টে কতজন সৈন্য আছে তার তালিকা রেখে** আকবর দুর্নীতির অবসান ঘটালেন।

দিল্লীকে তদানীন্তন পৃথিবীর সবচেয়ে বিরাট ও সবচেয়ে **সুন্দর** নগরীতে পরিণত করেন তিনি।

১৫৮৫—১৫৮৭ কাশ্মীর; ১৫৮৫-তে উজবেক আক্রমণের আতঙ্কে কাবুলে গণ্ডগোল; বড় সৈন্যদল পাঠিয়ে গণ্ডগোল থামান আকবর।

১৫৮৬ কাশ্মীর বিফল আক্রমণ; **১৫৮৭-তে সফল হয়ে** [আকবর] **কাশ্মীর নিজের অধিকারভুক্ত করে নিলেন।**

১৫৮৭ পেশোয়ার এবং আশেপাশের উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলি। এগুলি যাদের অধীনে ছিল সেই শক্তিশালী আফগান উপজাতি, **ইউসুফজাইরা** ধর্মান্ধ **রাওশানী** সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত; কাবুলকে তারা এত উত্ত্যক্ত করে যে, আকবর তাদের বিরুদ্ধে **রাজা বীরবল** এবং **জৈন খাঁর** অধীনে দুটি বাহিনী পাঠালেন। দুটি বাহিনীই প্রায় সমূলে উৎপাটিত হয়; সম্রাটের বাহিনীর যারা টিকে ছিল তারা পালাল **অ্যাটকে।** আর একটি বাহিনী পাঠিয়ে আকবর আফগানদের তাড়িয়ে দেন তাদের পাহাড়ে; **এদের বিরুদ্ধে** এই **তাঁর একমাত্র সাফল্য।**

১৫৯১ সিন্ধু; আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের ছুতোয় আকবর [সিন্ধুতে] প্রবেশ করে নিজের **রাজত্বভুক্ত করে নিলেন।**

১৫৯৪ কান্দাহার: হুমায়ুনের মৃত্যুর পর **পারসীকরা** সেটি দখল করেছিল; [আকবর] আবার [সেটি] নিজের করায়ত্ত করলেন।

এইভাবে ১৫৯৪-এ ভারতের সারা উত্তর অঞ্চল মুঘলদের আওতায় এল।

দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ, ১৫৯৬—১৬০০

১৫৯৬ স্বনামধন্যা **সুলতানা চাঁদের** অধিকৃত **আহমদনগর** আক্রমণ করল· **রাজকুমার মুরাদ** (আকবরের দ্বিতীয় পুত্র) এবং **মির্জা খাঁর** অধীনে দুটি বাহিনী; অবরোধ এবং আক্রমণ বিফল হল; একমাত্র **বেরার** কবলিত করতে পারলেন আকবর।

১৫৯৭ আবার সংঘাত; **খান্দেশের রাজা** বশ্যতা স্বীকার করে আকবরের বাহিনীতে যোগ দেওয়াতে **আকবরের** শক্তিবৃদ্ধি; গোদাবরী তীরে মুরাদের আক্রমণ অমীমাংসিত; **আকবর** নর্মদায় তাঁর বাহিনীর সঙ্গে মিললেন।

*১৬০০ কনিষ্ঠ পুত্র **দানিয়েলকে** আহ্মদনগর অবরোধে আগে পাঠিয়ে পরে নিজে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন, **নগররক্ষী সৈন্যরা বীরাঙ্গনা সুলতানাকে খুন করে** মুঘলদের হাতে নগরী **সমর্পণ** করল। **সেলিমের বিদ্রোহের** দরুন হিন্দুস্থানে ফিরে আসতে হল আকবরকে; পিতার অনুপস্থিতিতে সেলিম **অযোধ্যা ও বিহার** দখল করে নেন; তাঁকে মার্জনা করে আকবর **বঙ্গ ও উড়িষ্যা** দিলেন; সেলিমের নিষ্ঠুর প্রশাসন, আকবর আবার তাঁর বিরোধিতায় উদ্যত, আগ্রায় ক্ষমাভিক্ষা করলেন সেলিম।

১৬০৫ দুই ছেলে **মুরাদ ও দানিয়েলের** আকস্মিক মৃত্যুতে আকবরের **নিজের মৃত্যু ঘনিয়ে এল,** [তখন] তাঁর বয়স ৬৩। তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র, **সেলিম,** সম্রাট হয়ে জাহাঙ্গীর ('পৃথিবী বিজয়ী') উপাধি গ্রহণ করলেন।

(৪) জাহাঙ্গীরের রাজত্ব, ১৬০৫—১৬২৭

১৬০৫ জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের সময় হিন্দুস্থান চুপচাপ, কিন্তু **দাক্ষিণাত্যে** গণ্ডগোল এবং **উদয়পুরের বিরুদ্ধে** যুদ্ধ চলেছিল। পিতার সমস্ত প্রধান কর্মচারীদের নিজেদের পদে বহাল রাখেন জাহাঙ্গীর; **মুসলিম ধর্মকে** রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে **আবার চালু** [তিনি] **করলেন;** ঘোষণা করলেন যে, **আগেকার মতো আইন রক্ষা** তিনি **করবেন।** জাহাঙ্গীর যখন আগ্রায় ছিলেন তখন তাঁর পুত্র যুবরাজ **খসরু** দিল্লী এবং লাহোরে বিদ্রোহের ধ্বজা তোলেন, তাঁকে **পরাজিত এবং বন্দী করলেন। খসরুর** ৭০০ অনুচরকে শূলে চাপিয়ে সেই বীভৎস দুই সারির মাঝখান দিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন।

১৬১০ দাক্ষিণাত্যে একটি এবং **উদয়পুরে** আর একটি বাহিনী পাঠালেন জাহাঙ্গীর। প্রথমটির বিষয়ে - - **আহ্মদনগরের** রাজধানী **ঔরঙ্গাবাদে** স্থানান্তরিত হয়, এই **আহ্মদনগরের** নবীন **রাজার** মন্ত্রী **মালিক অম্বর** ১৬১০-এ **আহ্মদনগর** পুনরায় জয় করে নিয়েছিলেন (যে **মুঘল**

সৈন্যদলকে আকবর সেখানে রেখে যান তারা পরাজিত হয়) এবং মাত্র —

১৬১৭—মালিক অম্বরের বিরুদ্ধে প্রেরিত বাহিনী তাঁকে **পরাজিত করতে সফল হয়,** তাও সম্মুখ সমরে নয়, তাঁর মিত্রেরা তাঁকে ত্যাগ করায়।

১৬১১ জাহাঙ্গীর বিবাহ করলেন **নুরজাহানকে** (পারস্য থেকে আগত একটি লোকের কন্যা); তিনি তাঁকে একেবারে বশে এনে আগের পক্ষের সন্তানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালালেন।

১৬১২ রাজকুমার খুরম (পরে **শাহ্‌জাহান**) **উদয়পুর** জয় করলেন, এবং **মাড়বারকে বশ্যতা স্বীকার করালেন।**

১৬১৫ স্যার টমাস রো, দিল্লীর দরবারে প্রথম ইংরাজ, সদ্যোজাত **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির** ব্যাপারে দূত হিসেবে তাঁকে পাঠান **প্রথম জেমস। জাহাঙ্গীর খুরমকে** (তৃতীয় পুত্র) [নিজের] **উত্তরাধিকারী বলে** ঘোষণা করে (জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু হাজতে থাকেন, মারা যান **১৬২১-এ;** দ্বিতীয় পুত্র **পরভিজকে** জাহাঙ্গীর অকর্মণ্য বিবেচনা করতেন) **গুজরাটের শাসনকর্তা** বানিয়ে তাঁকে পাঠালেন **মালিক অম্বরের** বিরুদ্ধে, যিনি আবার বিদ্রোহ করেছিলেন।

১৬২১ নুরজাহান জাহাঙ্গীরকে বুঝিয়ে খুরমকে (শাহ্‌জাহান) কান্দাহারে পাঠিয়ে দিতে রাজী করালেন, উদ্দেশ্য দিল্লী থেকে তাঁকে সরিয়ে নিজের প্রিয় পুত্র পরভিজকে সিংহাসনে বসানো। এর ফলে বিদ্রোহের কয়েকটি ব্যর্থ চেষ্টার পর **শাহ্‌জাহান** —

১৬২৪ — দিল্লীতে ফিরে এলেন অনুতপ্ত ভাবে। কিছুকাল পরে **মহব্বৎ খাঁ,** যাঁকে পাঠানো হয়েছিল শাহজাহানের বিরুদ্ধে, **নুরজাহানের** নেকনজর থেকে বিচ্যুত হওয়াতে দাক্ষিণাত্য থেকে [তাঁকে] ফিরিয়ে আনা হল, দিল্লীতে তাঁর প্রতি ব্যবহার অত্যন্ত নিস্পৃহ। **জাহাঙ্গীর** তখন কাবুলে রওনা হতে চলেছেন, তিনি **মহব্বৎকে** সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে এত কর্কশ ব্যবহার করলেন যে, সম্রাটের সৈন্যরা সবাই যখন **হাইডাস্পিস (ঝিলম,**

পশ্চিম থেকে পূবে পাঞ্জাবের পঞ্চ নদের দ্বিতীয়টি) পার হয়েছে **তখন** সুযোগ পেয়ে মহব্বৎ জাহাঙ্গীরকে বন্দী হিসেবে নিয়ে গেলেন নিজের শিবিরে। **নূরজাহান** নদী পার হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মহব্বৎকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু ভীষণ হেরে হটে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে বন্দী জাহাঙ্গীরের সঙ্গে থেকে গেলেন। মহব্বৎ সঙ্গে করে নিয়ে চললেন রাজকীয় বন্দীদের, তাঁদের সঙ্গে তিনি সসম্মানে ব্যবহার করতেন; এদিকে তাঁরি বাহিনীতে নিজের লোক সংগ্রহ করতে লাগলেন নূরজাহান।

১৬২৭ নূরজাহানের উপদেশে বিরাট একটি কুচকাওয়াজের সময়ে মহব্বৎকে পরিবৃত করা দল থেকে অশ্বারোহী জাহাঙ্গীর সরে গিয়ে হাজির হলেন তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত একটি বাহিনীর কাছে, **তারা উদ্ধার করল** তাঁকে। মহব্বৎকে মাফ করে **পাঠানো হল শাহজাহানের বিরুদ্ধে,** কিন্তু তাঁর সঙ্গে দোস্তি করে নিলেন মহব্বৎ।

১৬২৭, ২৮শে অক্টোবর লাহোরের পথে **জাহাঙ্গীরের** মৃত্যু। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর শাসনকর্তা **আসফ খাঁ** শাহজাহানকে ডেকে পাঠান। কিছুদিন পরে মহব্বৎ খাঁর সঙ্গে তিনি এসে সগৌরবে আগ্রায় রাজমুকুট ধারণ করলেন; **নূরজাহান** সরকারী জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

(৫) শাহ্‌জাহানের রাজত্ব, ১৬২৭—১৬৫৮

১৬২৭* খান জাহান লোদীর বিদ্রোহ। রাজকুমার পরাভজের অন্যতম এই সেনাপতি মৃত মালিক অম্বরের পুত্রের বাহিনীতে যোগ দেন; [তাঁকে] ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে তিনি দিল্লীতে ফিরে আসেন, কিন্তু সন্দিহান হয়ে **চম্বল নদী** তীরে পালিয়ে গিয়ে সম্রাটের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেন, হেরে গিয়ে নদী পেরিয়ে বুন্দেলখণ্ড হয়ে **আহ্‌মদনগরে** পলায়ন করেন।

* ১৬২৮, Burgess অনুসারে।

১৬২৯ **শাহ্‌জাহান** নিজে গেলেন **দাক্ষিণাত্যে** তাঁর বিরুদ্ধে; **বুরহানপুরে** তাঁকে পেয়ে হটিয়ে দিলেন **আহ্‌মদনগরে; খাঁ জাহানের** বিশ্বাস ছিল **বিজাপুরে** বন্ধু, **মহম্মদ আদিল শাহের** পক্ষচ্ছায়ায় নিরাপত্তা মিলবে, কিন্তু তিনি তাঁকে ঢুকতে দিলেন না; খাঁ জাহান **মালবে** পালিয়ে বলক্রমে **বুন্দেলখণ্ডে** পেঁৗছবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর পরাজয় ও হত্যা ঘটল। সম্রাট তখন চললেন আহ্‌মদনগরে।

১৬৩০* সম্রাটের বাহিনী অবরোধ করেছে আহ্‌মদনগরকে; সে সময় আহ্‌মদনগরের রাজার মন্ত্রী **ফতে খাঁ** রাজাকে হত্যা করে **নগরটি সমর্পণ করলেন শাহ্‌জাহানের কাছে।** তারপর **বিজাপুর** দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করলেন শেষোক্তটি। **মহব্বৎ খাঁর** হাতে বিজাপুর অবরোধ ও দাক্ষিণাত্যে সেনাপতির কার্যভার দিয়ে ফিরে গেলেন দিল্লীতে।

১৬৩৪ বিজাপুরের বিফল অবরোধের পর মহব্বৎ খাঁকে ফিরিয়ে আনা হল।

১৬৩৫ **শাহ্‌জাহান** নিজে **বিজাপুর** অবরোধ করলেন, কিন্তু বৃথায়।

১৬৩৬ **শাহ্‌জাহান** তাই বিজাপুরের রাজা **মহম্মদ আদিল শাহের** সঙ্গে সন্ধি করে তাঁকে **আহ্‌মদনগরের অঞ্চলগুলি** দিয়ে দিলেন, **এই ভাবে এই স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যটির অস্তিত্বের অবসান হল। ছ' বছর ধরে আদিল সমগ্র মুঘল সৈন্যবাহিনীকে ব্যাহত করেছিলেন।**

১৬৩৭** **শাহ্‌জাহানের** [কাবুল] যাত্রা; সেখান থেকে বাল্কের বিরুদ্ধে তিনি সৈন্যবাহিনী পাঠালেন **আলি মর্দন খাঁ** (১৫৯৪-এ **পারসীকদের** কাছ থেকে আকবর কর্তৃক বিজিত নূতন মুঘল প্রদেশ, কান্দাহারের শাসনকর্তা) এবং নিজের সন্তান মুরাদের অধীনে।

১৬৪৬ দুজনেই সফল হওয়াতে **বাল্ক** রাজ্যভুক্ত করে সম্রাটের তৃতীয় **পুত্র আওরঙ্গজেবের** হাতে দেওয়া **হল।**

* ১৬৩১, Burgess অনুসারে।
** ১৬৪৪, Elphinstone অনুসারে।

১৬৪৭ উজবেকরা আওরঙ্গজেবকে অবরোধ করল বাল্ক'এ; **বিপুল ক্ষতি** স্বীকার করে [তিনি] ভারতে পালিয়ে গেলেন।

১৬৪৮ শাহ আব্বাসের অধীনে পারসীকরা কান্দাহার আবার জয় করে নিল; পুনরুদ্ধারের জন্য আওরঙ্গজেবকে প্রেরণ; শত্রুরা তাঁর রসদের পথ বিচ্ছিন্ন করাতে তিনি কাবুলে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

১৬৫২ কান্দাহার পুনর্দখলের নূতন চেষ্টা ব্যাহত: পুনরপি **১৬৫৩-এ,** সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র **দারা শিকো** তখন শেষ আক্রমণ করলেন। **মুঘলেরা** হটে গেল, **কান্দাহার আবার পারসীক।**

১৬৫৫ গোলকুণ্ডার রাজা আবদুল্লা খাঁ তাঁর উজীর **মীর জুমলার প্রাণ** নিতে উদ্যত হওয়াতে উজীর সাহায্যপ্রার্থী হন, [তাতে সাড়া দিয়ে] **মুঘল** বাহিনী পুনরায় দাক্ষিণাত্যে এল। **আওরঙ্গজেব** তখন **হায়দরাবাদ দখল** করে —

১৬৫৭ - **গোলকুণ্ডা** অবরোধ করলেন; **আবদুল্লা খাঁ** বশ্যতা স্বীকার করে **বছরে দশলক্ষ পাউণ্ড করের** প্রতিশ্রুতি দিলেন। **শাহ্‌জাহানের** অসুস্থতার খবর পেয়ে **আওরঙ্গজেব** তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন দিল্লীতে। শাহ্‌জাহানের চারটি পুত্র: **দারা শিকো, সুজা, আওরঙ্গজেব** ও **মুরাদ। দারা** তখন শাসনকর্তা; **সুজা** বঙ্গের সুবাদার, **মুরাদ** (কনিষ্ঠ সন্তান) **গুজরাটের সুবাদার।** হিসাবী এবং সাবধানী **আওরঙ্গজেব,** তৃতীয় সন্তান, ক্ষমতালিপ্সু ছিলেন, তিনি বুঝলেন যে, **সাম্রাজ্যের প্রধান চালিকা শক্তি হল ধর্ম**, তাই **ইসলামের সমর্থক** হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা তিনি করলেন।

অসুস্থ হয়ে শাসনের ভার **শাহ্‌জাহান** দেন **দারাকে; সুজা** বিদ্রোহী হয়ে বিহারে অগ্রসর হলেন, **মুরাদও** তেমনি করে **সুরাট** দখল করলেন। **দারা শিকো** এবং **সুজাকে** সংঘাতে পরস্পরের শক্তিক্ষয় করতে দিয়ে আওরঙ্গজেব নিজের সৈন্যবাহিনী নিয়ে গেলেন **মুরাদের** কাছে এই ছুতোয় যে, ফকির হয়ে সংসার থেকে অবসরগ্রহণের ইচ্ছা থাকলেও তিনি প্রথমে চান কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনলাভে সাহায্য করতে। **সুজাকে**

হারিয়ে **দারা শিকো** মুরাদ ও আওরঙ্গজেবের সঙ্গে লড়ে **পরাজিত** হলেন।

১৬৫৮ শাহ্‌জাহানের স্পষ্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার যুদ্ধে নামলেন **দারা শিকো**; আগ্রার কাছে **সামুগড়ে** সংঘর্ষ হল; মুরাদের সাহসের **ফলে** পরাজিত হয়ে [দারা শিকো] পালিয়ে গেলেন আগ্রায় **পিতার কাছে;** সেখানে গিয়ে **আওরঙ্গজেব** দুজনকেই প্রাসাদের একটি সুরক্ষিত জায়গায় বন্দী করলেন, তারপর বেইমানি করে **মুরাদকে** ধরে কারারুদ্ধ **করলেন** দিল্লীর উল্টোদিকে নদীতীরে **সেলিমগড়ে;** সেখান থেকে শেকলে **বেঁধে** পাঠিয়ে দিলেন **গোয়ালিয়র দুর্গে; শাহ্‌জাহানকে সিংহাসনচ্যুত করে আওরঙ্গজেব** নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন; **আলমগীর** পদবী তিনি গ্রহণ করেন।

(৬) আওরঙ্গজেবের রাজত্ব ও মারাঠাদের অভ্যুদয়, ১৬৫৮—১৭০৭

১৬৫৮ কারাগার থেকে **লাহোরে দারা শিকোর** পলায়ন (সেখানে তাঁর **পুত্র সুলেইমান** তাঁর সঙ্গে মেলবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পথে [তাঁকে] **ধরে** কাশ্মীরের রাজধানী **শ্রীনগরে** বন্দী রাখা হয়)। দারা তখন [গেলেন] সিন্ধুতে, এদিকে **সুজা** দিল্লীর দিকে যাত্রা করলেন, কিন্তু **খাজোয়ার** যুদ্ধে আওরঙ্গজেব তাঁকে হারিয়ে দেন, যদিও যুদ্ধের সময়ে **রাজা যশোবন্ত সিংহের অধীনে সম্রাটের একটা বাহিনী** দলত্যাগ করে; সুজার পরাজয়ের পর যশোবন্ত সিংহ পলায়ন করলেন **যোধপুরে।**

কিছুদিনের মধ্যে দারা শিকো আবার অভিযানে নামলেন, [পরাজিত হয়ে] পালিয়ে গেলেন **আমেদাবাদে,** [সেখান থেকে] **কচ, কান্দাহার এবং** অবশেষে সিন্ধুর **জুনে,** সেখান থেকে বেইমানি করে তাঁকে **সমর্পণ** করার পর দিল্লীতে এনে [তাঁর] **প্রাণদন্ড হল; দিল্লীবাসীদের মধ্যে বিদ্রোহ,** বলপ্রয়োগে দমন।

১৬৬০ রাজকুমার মহম্মদ সুলতান (আওরঙ্গজেবের পুত্র) এবং গোলকুন্ডার ভূতপূর্ব মন্ত্রী **মীর জুমলা সুজার** বিরুদ্ধে **বঙ্গে সফল হলেন। সুজা**

পালিয়ে গেলেন **আরাকানে***, তারপর তাঁর আর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। **মহম্মদ সুলতান** মীর জুমলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে [সুজার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন], তারপর আবার নিজের কাজে ফিরে আসেন। অনেক বছর ধরে আওরঙ্গজেব তাঁকে **কারাগারে রাখলেন,** জেলে তাঁর **মৃত্যু** হয়। **শ্রীনগরের রাজা** দারা শিকোর সন্তান **সুলেইমানকে** বন্দী অবস্থায় আগ্রায় আনেন, সেখানে **আওরঙ্গজেব কর্তৃক বিষপ্রয়োগে** অচিরেই তাঁর **মৃত্যু হয়**। একই সঙ্গে **মুরাদকে** হত্যা করা হয়। তখন থেকে **আওরঙ্গজেব** একচ্ছত্র প্রভু (শাহ্‌জাহান তখনো কারাগারে)।

মীর জুমলা উজীর নিযুক্ত হয়ে **আসামের** বিরুদ্ধে একটি অভিযানের সময়ে [১৬৬৩] **ঢাকাতে** মারা যান; তাঁর জায়গায় এলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ আমিন।

১৬৬০—১৬৭০ মারাঠা অভ্যুদয়।

মালিক অম্বরের একটি **সেনাপতি, মালোজী ভোঁসলার শাহজী** নামে একটি পুত্র ছিল; বাহিনীর উচ্চপদস্থ একটি কর্মচারী, **যদু রাও'এর** কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন; বিবাহের ফলে যে পুত্রটি হল তার নাম রাখা হয় **শিবাজী**; পিতার **জায়গীরের** (বিশেষ গুণের পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট কর্তৃক ব্যক্তিবিশেষকে প্রদত্ত জমিখণ্ড) কর্কশ সৈন্যদের সংস্পর্শে সবসময়ে থাকার ফলে দস্যুসুলভ নানা অভ্যাস তাঁর হয়, এবং অল্পবয়স থেকে অনুচরদের সঙ্গে তিনি এসব অভ্যাসের চর্চা করেন। নিজের পিতার এলাকা দখল করে অনেক দুর্গ কবলিত করলেন; তারপর সম্রাটের ধনরত্নবাহী একটি দল লুঠ করে **প্রকাশ্য বিদ্রোহ** শুরু করেন; তাঁর সেনানায়ক **কোঙ্কণের শাসনকর্তাকে** বন্দী করে রাজধানী **কল্যাণ** সমেত সমস্ত প্রদেশটি করায়ত্ত করে নিলেন। এই সাফল্যের পর **শিবাজী শাহ্‌জাহানের** সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন, তাঁর প্রস্তাবগুলি নেহাৎ হেলা করা হয়নি। তখন তিনি **দক্ষিণ কোঙ্কণ** অধিকার করে —

১৬৫৫ —নিজের আধিপত্য বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। মারাঠাদের দর্প চূর্ণ

* বর্মার পুরাতন নাম।

করার জন্য পাঠানো হল **আওরঙ্গজেবকে।** ষড়যন্ত্র ও তোষামোদ করে **শিবাজী** মার্জনা লাভ করলেন; সম্রাটের সৈন্যদল চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার **বিজাপুরে** আক্রমণ চালালেন। বিজাপুরের [সেনাপতি] **আফজল খাঁ শিবাজীর** সঙ্গে একলা সাক্ষাৎকারে রাজী হলেন, শিবাজী নিজের হাতে তাঁকে হত্যা করে খাঁ'র সন্ত্রস্ত বাহিনীকে পরাজিত করলেন। শিবাজীর অধুনা-বহুসংখ্যক অনুচর দলের বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরণের পর **বিজাপুরের নূতন সেনাপতি** —

১৬৬০ -- সসৈন্যে **মারাঠা দেশ** আক্রমণ করে **পরাজিত করলেন শিবাজীকে,** এবং —

১৬৬২—সুবিধাজনক সর্তে সন্ধি করলেন তাঁর সঙ্গে, কোঙ্কণের একটি জায়গীর তাঁকে দিয়ে সরিয়ে রাখলেন।

১৬৬২ আবার মুঘল এলাকা বিধ্বস্ত করতে লাগলেন **শিবাজী।** তাঁর বিরুদ্ধে **আওরঙ্গজেব** পাঠিয়ে দিলেন **শায়েস্তা খাঁ'**কে, তিনি **ঔরঙ্গাবাদ** থেকে গিয়ে **পুনা** দখল করলেন; সারা শীত কাটালেন শীতকালীন তাঁবুতে: একরাত্রে তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গোপনে সেখানে হাজির হন শিবাজী; খাঁ কিন্তু পরিত্রাণ পান। বর্ষার পর **শায়েস্তা খাঁ ঔরঙ্গাবাদে** যাওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে **সুরাট** লুণ্ঠন করলেন **শিবাজী।**

১৬৬৪ শিবাজীর পিতা **শাহজীর দেহাবসান হওয়াতে** উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি পেলেন [শাহজীর জায়গীর] ও **মাদ্রাজ** [কাছাকাছি একটি অঞ্চল], তাছাড়া **কোঙ্কণ,** যেটি তিনি নিজে জয় করেছিলেন। তখন **মারাঠাদের ছত্রপতি** পদবী গ্রহণ করে তিনি দেশের নানা দিকে লুঠতরাজ চালালেন।

১৬৬৫ সক্রোধে **আওরঙ্গজেব** দুটি বিরাট দলে তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালেন। **বশ্যতা স্বীকার করলেন শিবাজী;** তবু **সন্ধির** সর্ত অনুসারে এই ধূর্ত লোকটি আরো একটি **জায়গীর** আদায় করে নেন, **যে বত্রিশটি দুর্গ তিনি দখল করেছিলেন আশেপাশের** জায়গা **সমেত তার বারোটি** এর অন্তর্গত। তাছাড়া, **চৌথ,** অর্থাৎ **দাক্ষিণাত্যে সমস্ত মুঘল অধিকৃত জায়গার** উপর **একধরনের** ব্ল্যাকমেল তিনি পান; পরে **এই থেকে**

আশেপাশের সমস্ত জাতিদের সঙ্গে বিবাদ এবং তাদের অঞ্চলে প্রবেশ করার ছুতো [পায়] মারাঠারা।

১৬৬৬ **দিল্লীতে অতিথি হিসেবে শিবাজী**; তাঁর প্রতি ব্যবহার এত ঠাণ্ডা হল যে, (অত্যন্ত 'হিসেবী' হলেও আওরঙ্গজেব তাঁকে হত্যা করেননি, শুরু থেকে মারাঠাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার সাধারণত একেবারে 'গাধার' মতো) তিনি অচিরেই সক্রোধে ফিরে গেলেন দাক্ষিণাত্যে।

এই বছরেই বন্দীদশায় **মৃত্যু ঘটে শাহ্‌জাহানের।**

১৬৬৭ **সেয়ানা চক্রান্তের ফলে সন্ধিতে শিবাজীকে রাজা বলে স্বীকার করা** হল; এরপর **বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাকে** হুমকি দেখিয়ে তিনি তাদের কাছ থেকে কর আদায় করেন।

১৬৬৮ ও ১৬৬৯ **নিজের রাজত্ব কায়েম করলেন শিবাজী**; **রাজপুত এবং অন্যান্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুবিধাজনক** সর্তে **সন্ধি করলেন।**

১৬৬৯ এইভাবে স্বাধীন সার্বভৌমের অধীনে মারাঠারা পরিণত হল একটি জাতিতে।

১৬৭০ সন্ধির সর্ত **আওরঙ্গজেব** খেলাপ করেন; **শিবাজী** প্রথমেই আক্রমণ শুরু করলেন **পুনা** দখল করে নিয়ে, তারপর **সুরাট** ও **খান্দেশ** লুণ্ঠন করলেন; এদিকে আওরঙ্গজেবের পুত্র **মুয়েজ্জাম** ঔরঙ্গাবাদে নিষ্ক্রিয় হয়ে [রইলেন]। **মহব্বৎ খাঁকে** পাঠানো হল, শিবাজীর কাছে [তাঁর] ভীষণ পরাজয় ঘটে। **নিজের সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে এনে যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন আওরঙ্গজেব। এ সময় থেকে আওরঙ্গজেবের প্রভাব-হ্রাস**; সবকটি দলই তাঁর প্রতি বিরক্ত; মারাঠাদের বিরুদ্ধে বিফল অভিযানে তাঁর **মুঘল সৈন্যরা** আর **'জিজিয়া'র পুনঃপ্রবর্তনে এবং নানারকম অত্যাচারে হিন্দুরা ক্রুদ্ধ।**

১৬৭৮ অবশেষে ১৬৭৮-এ মৃত রাজপুত মহানায়ক **রাজা যশোবন্ত সিংহের বিধবা এবং সন্তানদের প্রতি** তাঁর **ব্যবহারে তাঁর বাহিনীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা** যারা সেই **রাজপুতরা বিরূপ হল।** রাজার পুত্র **দুর্গাদাস**

আওরঙ্গজেবের পুত্র **শাহজাদা আকবরের** সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে **সত্তর হাজার রাজপুত** সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লী অভিযান করেন। চক্রান্ত ও দল-ত্যাগের ফলে এ জোট ভেঙে গেল, যুদ্ধ করার আগেই ভেঙে গেল সৈন্যদল। সুপ্রসিদ্ধ **শিবাজীর** পুত্র **শাম্বাজীর** অধীনস্থ **মারাঠাদের** কাছে পালিয়ে গেলেন **আকবর** এবং **দুর্গাদাস।**

১৬৮১ দুই পক্ষের মধ্যে থেকে থেকে বিশৃঙ্খল সংঘাতের পর **মেবার** এবং **মাড়বারে** শান্তি। ইতিমধ্যে —

১৬৭৩—শিবাজী কোঙ্কণ দেশ জয় করে নিয়েছিলেন; ১৬৭৪-এ তিনি **মুঘল প্রদেশ খান্দেশ ও বেরার** বিধ্বস্ত করেন; সেই একই শিবাজী —

১৬৭৭—একের পর এক জয় করলেন **কুর্ণুল, কুদপ্পা** (মাদ্রাজের একেবারে কাছ ঘেঁষে যান, সেখানকার **ইংরাজি কুঠির** ব্যবসায়ীরা চোখে সর্ষে ফুল দেখে — **মে, ১৬৭৭, মাদ্রাজ** বিবরণী), **জিঞ্জি** এবং **ভেলোর।**

১৬৭৮ মহীশূর ও তাঞ্জোর দখল করলেন শিবাজী; **১৬৮০-তে** হঠাৎ **বিজাপুর** আক্রমণ করে মুঘল বাহিনীর রসদের পথ রোধ করে দেন তিনি; এবং —

১৬৮০—এই অভিযানের সময়ে **তাঁর** মৃত্যু ঘটে; তাঁর পুত্র **শাম্বাজী** মারাঠা সৈন্যদলের ভার নিজের হাতে নিলেন। নিষ্ঠুর ও ব্যভিচারী রাজকুমার ছিলেন **শাম্বাজী**; তাঁর শক্তি হ্রাস হতে দেরী হল না; মুঘলদের কোনো সুদক্ষ সেনাপতি থাকলে মারাঠা শক্তি চূর্ণ হত, কিন্তু 'গাধার' মতো ব্যবহার চালিয়ে গেলেন **আওরঙ্গজেব।**

১৬৮৩ কোঙ্কণে প্রেরিত শাহজাদা- **মুয়েজ্জামকে** পরাজিত করলেন **শাম্বাজী**; মুঘল বাহিনীর পিছনের এলাকা বিধ্বস্ত করল মারাঠারা, পুড়িয়ে দিল **বুরহানপুর** নগরী; তখন **মুয়েজ্জাম** হায়দরাবাদ লুঠ করে **গোলকুণ্ডার রাজার** সঙ্গে সন্ধি করলেন, এদিকে মারাঠারা উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়ে **বরোচ** লুঠ করল।

পরে **আওরঙ্গজেব** আর একটি বাহিনী নিয়ে গিয়ে **বিজাপুরের সহর ও রাজ**

ধ্বংস করলেন, বিনা কারণে **গোলকুণ্ডার** সঙ্গে সন্ধি খেলাপ করে সহর দখল করে নেন।

তখন থেকে **নিজের সন্তানদের ভয় করতে** এবং সবাইকে সন্দেহ করতে **শুরু করেন আওরঙ্গজেব**; তাঁর ভয় —

১৬৮৭ — প্রায় তাঁকে পাগল করে দিল; কোনো প্ররোচনা না থাকা সত্ত্বেও নিজের সন্তান **মুয়েজ্জামকে** তিনি কারাগারে বন্দী করে রাখলেন, শেষোক্তটি সেখানে [থাকেন] সাত বছর।

এই সময় থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু; দাক্ষিণাত্যে বিশৃঙ্খলা, **দেশীয় রাজ্যগুলি খণ্ডবিখণ্ড**; লুঠেরারা ছেয়ে ফেলল সারা দেশ; **মারাঠারা** তখন মহান শক্তিবান; **উত্তরের জাতিরা — রাজপুত ও শিখেরা** —বরাবরের জন্য তাঁর প্রতি বিরাগী।

১৬৮৯ একটি মুঘল সেনানায়ক **তোকারব খাঁ (ঘাটের কাছে কোলাপুরের** শাসনকর্তা) শুনতে পেলেন, কাছাকাছি শিকার করতে এসেছেন **শাম্বাজী**, তাঁকে কোনোক্রমে ধরে বন্দী অবস্থায় পাঠিয়ে দিলেন **আওরঙ্গজেবের** কাছে; সঙ্গে সঙ্গে **আওরঙ্গজেব** তাঁর গর্দান নিলেন।

শাহো (অথবা শাহু), শাম্বাজীর শিশুপুত্র, এল পিতার গদীতে, রাজপ্রতিনিধি [ছিলেন] সাহসী ও হুশিয়ার **রাজা রাম**।

১৬৯২ রাজপ্রতিনিধি **রাজা রাম** মারাঠা লুণ্ঠনকারী দলগুলিকে পুনর্গঠিত করে **শান্তাজী** ও **ধনাজী** [এই দুই] নেতার হাতে তার ভার দিয়ে তাদের পাঠালেন **মুঘল সৈন্যদলের** বিরুদ্ধে; কয়েকটি ছোটখাটো লড়াই, এ যুদ্ধ চলল প্রায় **পাঁচ বছর** — ১৬৯৪—১৬৯৯; এর তিন বছর কাটে **জিঞ্জি অবরোধে**, — শেষ কালে এ সহর এল মারাঠাদের হাতে।

১৬৯৪ আওরঙ্গজেব জিঞ্জি অবরোধে পাঠালেন **জুলফিকার খাঁকে**; আরো সৈন্য চেয়ে পেলেন না খাঁ; এর বদলে বাহিনীর সর্বাধিনায়কত্বের ভার নিতে পাঠানো হল **শাহজাদা কামবক্সকে; ক্রুদ্ধ খাঁ** অবরোধে অযথা কালক্ষেপ করে চললেন; মারাঠাদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ

ছিল; ফলে, তিন বছর ধরে **কামবক্স** সহরটা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

১৬৯৭ শাম্ভাজী অবরোধ ভেঙ্গে দিলেন; অবশেষে –

১৬৯৮—আওরঙ্গজেব অন্যথায় তাঁর হেনস্থা করবেন বুঝতে পেরে **জুলফিকার খাঁ মারাঠা নেতাকে পালাতে দিয়ে** বিনা প্রয়াসে দুর্গ দখল করে নিলেন। এরপর মারাঠাদের নিজেদের মধ্যে দলাদলি [শুরু হল]; নিজের হাতে **ধনাজী** হত্যা করলেন **শাম্ভাজীকে; আবার যুদ্ধ শুরু হল;** .বৃহৎ একটি সৈন্য বাহিনী নিয়ে এলেন স্বয়ং **রাজা রাম,** আর ওদিকে মুঘলদের চালনা করলেন **আওরঙ্গজেব** স্বয়ং।

১৭০০ সাতারা অধিকার করলেন **আওরঙ্গজেব** এবং --

১৭০৪—পর্যন্ত **অনেক মারাঠা দুর্গ জয় করলেন। রাজা রাম মারা গেলেন সেই বছরে** [১৭০০]। **আওরঙ্গজেবের** বয়স তখন [১৭০৪] ছিয়াশি। তাঁর জীবনের শেষ চার বছরে **সমস্ত** শাসনব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে; নিজেদের দুর্গগুলি **মারাঠারা** পুনরাধিকার করে নিতে শুরু করল, তাদের শক্তি বেড়ে গেল; ভীষণ দুর্ভিক্ষে সৈন্যবাহিনীর রসদ শেষ, কোষাগার শূন্য; বেতন না পাওয়ায় সিপাইদের বিদ্রোহ; মারাঠা আক্রমণে **আওরঙ্গজেব** অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে হটে গেলেন **আহ্মদনগরে;** সেখানে অসুস্থ হয়ে –

১৭০৭, ২১শে ফেব্রুয়ারী — মারা গেলেন উননব্বই বছর বয়সে ('কোনো ছেলেকে বিছানার পাশে আসতে দেননি')।

[ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের প্রবেশ]

১৪৯৭ ডিসেম্বর মাসে পোর্তুগীজ **ভাস্কো ড্য গামা উত্তমাশা অন্তরীপ** প্রদক্ষিণ করে—

১৪৯৮, মে — কালিকটে এসে পৌঁছুন। এরপর **গোয়া, বোম্বাই** এবং **সিংহলের** পয়েন্ট দ্য গল'এ **পোর্তুগীজ বণিকদের উপনিবেশ** স্থাপিত হয়।

১৫৯৫* **(এক শতাব্দী পরে) ওলন্দাজরা** বর্তমান **কলিকাতার** কাছে বসতির অধিকার পায়।

১৬০০ 'লণ্ডন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' — সিটি ব্যবসায়ীদের দল — [গঠিত]।

১৬০০, ৩০শে ডিসেম্বর প্রাচ্যের সঙ্গে **রেশম, সুতী এবং বহুমূল্য জহরতের ব্যবসা করার সনদ** দিলেন এলিজাবেথ। কোম্পানির কাজকর্ম পরিচালনার ভার '২৪ জন ডিরেক্টর ও একজন গভর্নরের' উপর।

১৬০১ কোম্পানির প্রথম জাহাজগুলির যাত্রা [ভারতে]। --**মুঘল-ই-আজম জাহাঙ্গীর** --

১৬১৩* --এই বণিকদের **সুরাটে** একটি বাণিজ্য বন্দর স্থাপনের ফরমান দিলেন এবং —

১৬১৫ —**স্যার টমাস রো'কে রাজদূত হিসেবে দিল্লী আগমনের** অনুমতি দেন।

১৬২৪ পার্লামেন্টের যে-কোনো হস্তক্ষেপ বিনাই **কোম্পানি প্রথম জেমসের কাছে আবেদন করে সামরিক এবং পৌর, উভয় আইন অনুসারে নিজেদের কর্মচারীদের শাস্তি দেবার অধিকার পেয়ে গেল,** অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে **'নাগরিকদের** জীবন **এবং সম্পত্তির উপর অসীম ক্ষমতা' (জেম্‌স্‌ মিল**)। রাজা কর্তৃক কোম্পানিকে প্রদত্ত বিচারাধিকার** এই **প্রথম**; সে ক্ষমতা শুধু **ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের উপর** প্রযোজ্য।

১৬৩৪ শাহ্‌জাহানের ফরমানে বঙ্গে প্রথম কুঠি প্রতিষ্ঠিত।

১৬৩৯ মাদ্রাজে ব্যবসা বাণিজ্য করতে দেওয়া হল ইংরাজদের।

১৬৫৪ পঞ্চাশ বছর ধরে ব্যবসা বাণিজ্যের একক অধিকার উপভোগের পর **কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার** বিপন্ন হল আর একটি কোম্পানির গঠনে — সমবায়ের নাম **'ভাগ্যান্বেষী বণিকেরা'।**

* ১৬১২, Burgess অনুসারে।

** Mill, The History of British India, প্রথম খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৫৮।

১৬৬১ ভারতীয় বাজারে যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হয় সেজন্য **পুরাতন কোম্পানি 'ভাগ্যান্বেষীদের' নিজের অন্তর্ভুক্ত হতে দেয়।**

১৬৬২ পোর্তুগালের রাজার কন্যার সঙ্গে দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহ; পোর্তুগীজ রাজকন্যা যৌতুক হিসেবে বাণিজ্য বন্দর বোম্বাই আনেন, সেটি এইভাবে ইংলণ্ডের **রাজার সম্পত্তি** হল কিন্তু —

১৬৬৮—'ফুর্তিবাজ রাজা' বোম্বাই বন্দর উপহার হিসেবে দিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে। এই বছর চা'এর (তখন চীনেদের মতো বলা হত **চায়) প্রথম ফরমায়েশ** যায় ইংলণ্ড থেকে **মাদ্রাজে।** এ সময়ে **দ্বিতীয় চার্লস** একটি **সনদ** দিলেন কোম্পানিকে, [সেটি হল] একচেটিয়া ধারার চূড়ান্ত: এর ফলে, **বিনা অনুমতিতে** নিজের হয়ে ব্যবসা করছে এমন **যে কোনো লোককে গ্রেপ্তার করে ইংলণ্ডে পাঠাবার** ইত্যাদি ক্ষমতা পেল **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির** ব্যবসায়ীরা।

১৬৮২ কোম্পানির ইংলণ্ডে অবস্থিত ডিরেক্টরদের কোর্ট বঙ্গকে একটি আলাদা প্রেসিডেন্সি করল (প্রেসিডেন্সির মানে তখন ছিল সারা প্রদেশে ইতস্তত ছড়ানো **কয়েকটি কুঠি আর বাজার**), [প্রেসিডেন্সির] গভর্নর এবং কাউন্সিল রইল **কলিকাতায়।**

১৬৮৮* কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা **চার্ণক** বঙ্গ থেকে মুঘলদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে প্রাণভয়ে অন্যান্য বিতাড়িত বণিকদের সঙ্গে নদী বেয়ে পলায়ন করলেন।

১৬৯০ আওরঙ্গজেবের অনুমতিক্রমে নির্বাসন থেকে ফিরে এল 'কুত্তারা'; **কলিকাতায় স্থায়ী বসতি প্রতিষ্ঠা করে চার্ণক কেল্লা বানাতে এবং রক্ষীসৈন্য সংস্থাপন করতে লাগলেন।**

১৬৯৮ 'কুত্তাদের' অর্থাৎ 'কোম্পানিকে' **কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর,** এই তিনটি গ্রাম খরিদ করার অনুমতি দেন **আওরঙ্গজেব;** এগুলিকে পরে মজবুত করা হয়। 'ওলন্দাজ মুক্তিদাতা'র নামে **নূতন দুর্গপ্রাকারাদির** নাম স্যার **চার্লস আয়ার**

* ১৬৮৭, Burgess অনুসারে।

দিলেন **'ফোর্ট উইলিয়ম'; এখনো সমস্ত সরকারী দলিলপত্রে ছাপ থাকে 'ফোর্ট উইলিয়ম, বঙ্গ'। এই বছরে, উইলিয়ম ও মেরির শাসনপর্বের ৯ নং এবং ১০ নং** বৎসরের **সনদ** অনুসারে নূতন একটি কোম্পানি ইংলণ্ডে গঠিত হল; তাতে যত খুসী লোকে জোট বেঁধে পূর্ব ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য করার অনুমতি পেল — **বিশ লক্ষ পাউণ্ড ঋণে শতকরা আটভাগ সুদে**; অর্থদাতারা ব্যবসা করতে পারবে কিন্তু **ঋণে যার যার ব্যক্তিগত অংশ যতটা তার বেশী মূল্যের রপ্তানী সেই সেই লোক করতে পারবে না**। এই কোম্পানির নাম **'ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'**।

১৭০০ স্যার উইলিয়ম নরিসের নেতৃত্বে প্রচুর অর্থব্যয়ে কিন্তু একেবারে নিষ্ফল দৌত্যে (আওরঙ্গজেবের কাছে) নূতন কোম্পানিটির লাটে ওঠার জোগাড়।

১৭০২ 'পুরাতন লণ্ডন কোম্পানি'র সঙ্গে যুক্ত হল **'নূতনটি'**; তখন থেকে শুধু একটি কোম্পানি অবস্থিত, তার নাম **The United Company of Merchants Trading to East India**। **এই বছরে* 'মুর্শিদ কুলি খাঁ'** পদবী দিয়ে জনৈক **মীর জাফরকে দেওয়ান** নিযুক্ত করেন **আওরঙ্গজেব**। (প্রদেশের **দেওয়ান** মুঘল শাসনকর্তার কর্মচারী; **রাজস্ব আদায়ের দেখাশোনা এবং প্রদেশের এলাকায় দেওয়ানী মামলা চালাবার ভার থাকত তার হাতে**।) [পরে জাফর খাঁ] হন **বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার**। (**প্রদেশের শাসনকর্তা** হল **সুবাদার**; প্রায় এ দুটো কাজ পালন করত একই ব্যক্তি।)
এই ভদ্র লোকটি ঘৃণা করতেন les agréables Anglais,** হস্তক্ষেপ করতেন তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে, ক্রমাগত তাদের উত্ত্যক্ত করতেন। (**১৭১৫-এ** তারা এঁর বিরুদ্ধে নালিশ করে **ফারুকশিয়ারের** কাছে,

* ১৭০৪ — Ramsbotham অনুসারে, Studies in the Land Revenue History of Bengal, কলিকাতা, ১৯২৬।

** অমায়িক ইংরাজ।

তিনি ইংরাজ বণিকদের **৩৮টি সহর উপহার দিয়ে দেন! দস্তক** বা সরকারী অনুমতিপত্রক্রমে প্রতি গাঁট মালের ওপর **যে শুল্ক ছিল তা থেকে তাদের রেহাই দেন,** সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক গাঁট পরীক্ষা থেকে তারা অব্যাহতি পায়।)

মুর্শিদ কুলি খাঁ রাজস্ব ব্যাপারে বিখ্যাত কর্মচারী; জবরদস্তি আদায় ও অত্যাচারের এক নির্লজ্জ ব্যবস্থা মারফত তিনি বঙ্গের রাজস্বে মোটা রকম বাড়তি সৃষ্টি করে **নিয়মিতভাবে তা দিল্লীতে পাঠাতেন।** প্রদেশকে তিনি কয়েকটি **'চাখলা'য়** বিভক্ত করে প্রত্যেকটিতে **নিজে একটি করে প্রধান তহসিলদার নিযুক্ত করেন যারা থোক টাকার বিনিময়ে রাজস্ব আদায় করত ঠিকাভাবে। পরে এই তহসিলদাররা নিজেদের পদ বংশানুক্রমিক করে ফেলতে সমর্থ হয়; এবং 'জমিদার রাজা' পদবী দাবী করে।**

আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী হলেন **শাহজাদা মুয়েজ্জাম।**

(৭) পাণিপথের মহাযুদ্ধের আগে আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাটরা; মুঘল সার্বভৌমত্বের অবসান, ১৭০৭—১৭৬১

(১) **১৭০৭—১৭১২ বাহাদুর শাহ** (এ পদবী গ্রহণ করেন মুয়েজ্জাম)। [আওরঙ্গজেবের] দ্বিতীয় জীবিত পুত্র **শাহজাদা আজিম** এবং তৃতীয় পুত্র, রাজকুমার **কামবক্স** বিদ্রোহ করলেন; মুয়েজ্জামের সঙ্গে যুদ্ধে দুজনেই পরাজিত ও নিহত হন। **বাহাদুর মারাঠাদের** বিরুদ্ধে নিজের শক্তি সংহত করে, **তাদের নেতাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে** অবশেষে তাদের পক্ষে **অসুবিধাজনক একটি চুক্তি চাপিয়ে দিলেন।**

১৭০৯ উদয়পুর, মাড়বার এবং জয়পুর — এই রাজপুত রাজ্যগুলির সঙ্গে তিনি সুবিধাজনক চুক্তি সম্পাদন করলেন।

১৭১১ শিখদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তিনি তাদের হটিয়ে দিলেন পাঞ্জাব থেকে পাহাড়ে অঞ্চলে। হিন্দুদের deistical একটি **ধর্মসংগঠন,**

শিখদের আবির্ভাব ঘটে **আকবরের আমলে; 'প্রতিষ্ঠাতার'** নাম **নানক;** একটি সম্প্রদায়ে সংগঠিত হল, তাদের **গুরুদের** (আধ্যাত্মিক নেতা) পরিচালনায় চলত; মুসলমানরা তাদের উপর অত্যাচার শুরু করে **১৬০৬-এ** তাদের নেতাকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা চুপচাপ ছিল। তখন থেকে যা কিছু মুসলিম তার বিরুদ্ধে তাদের অন্ধ ঘৃণা; বিখ্যাত **গুরু গোবিন্দের** অধীনে তারা সামরিক শক্তি সঞ্চয় করে পাঞ্জাব বিনষ্ট করে।

১৭১২ ৭১ বছর বয়সে **বাহাদুরের মৃত্যু;** কঠোর সংগ্রাম এবং খুন-খারাপির পর সিংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁর মূর্খ পুত্র —

(২) **১৭১২—১৭১৩ জাহান্দর শাহ; জুলফিকার খাঁকে** তিনি নিজের মন্ত্রী করলেন; যে সব পদে আগে ছিল ওমরাহরা সে সব পদে বসালেন ক্রীতদাসদের। **তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র** —

১৭১৩ — ফারুকশিয়ার বঙ্গে বিদ্রোহ করে আগ্রার কাছে সম্রাটের বাহিনীকে হারিয়ে দিয়ে জাহান্দর শাহ এবং জুলফিকার খাঁ'র প্রাণদণ্ড দিলেন।

(৩) **১৭১৩—১৭১৯ ফারুকশিয়ার।** ওমরাহদের মধ্যে তাঁর দুজন প্রধান সাহায্যকারী — **সৈয়দ আবদুল্লা** এবং **সৈয়দ হুসেন** — দরবারে নিজেদের উঁচু পদ দিতে বাধ্য করালেন তাঁকে; মনে মনে তিনি ভয় পেতেন দুজনকে। **হুসেন** যান দাক্ষিণাত্যে, সেখানকার **শাসনকর্তা দাউদ** সম্রাটের গোপন প্ররোচনায় তাঁর বিরোধিতা করেন, কিন্তু জয়ের সময় নিহত হন। তারপর মারাঠাদের বিরুদ্ধে [লড়াইয়ে নামলেন] **হুসেন,** কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারলেন না; শেষ পর্যন্ত নবীন **রাজা শাহুর** সঙ্গে সন্ধি করেন; সন্ধিটি অপমানজনক মনে করে অস্বীকার করলেন ফারুকশিয়ার।

১৭১৫ (৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য*) **শাসনকর্তা মুর্শিদ কুলি খাঁ'র** বিরুদ্ধে **কলিকাতার ইংরাজ ব্যবসায়ীরা** দিল্লীতে প্রতিনিধিবর্গ পাঠাল; প্রতিনিধিদের একজন, সার্জন হ্যামিল্টন, মুঘল-ই-আজমকে ব্যাধি মুক্ত করেন, সেই কারণে **ইত্যাদি, ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।**

---

* এই পুস্তকের পৃঃ ৬০।

১৭১৯ 'বিপদাপন্ন' সৈয়দ **আবদুল্লার** আহ্বানে দাক্ষিণাত্য থেকে এসে **হুসেন** স্বহস্তে ফারুকশিয়ারকে হত্যা করলেন হারেমে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম দুটি মাসে বিদ্রোহী ওমরাহরা দুজন নাবালক রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে আবার তাদের সরিয়ে দিল, এবং শেষ পর্যন্ত সম্রাটের বংশধর একজনকে, অর্থাৎ **মহম্মদ শাহকে** বেছে নিল।

(৪) **১৭১৯—১৭৪৮ মহম্মদ শাহ।** সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বিদ্রোহ ঘটল।

১৭২০ আসফ জা, মালবের শাসনকর্তা, নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন।

(এঁর আসল নাম: **চিন কুলিচ খাঁ**, আওরঙ্গজেবের অন্যতম প্রিয় সেনানায়ক **তুর্কী** ওমরাহ **গাজি-উদ-দিনের** পুত্র; তিনি প্রথমে দাক্ষিণাত্য এবং পরে মালবের শাসনকর্তা হন; এঁর আর একটি নাম **নিজাম-উল-মুল্‌ক্‌**, এঁর বংশধররা হন **দাক্ষিণাত্যের নিজাম**); **সৈয়দদের** নেতৃত্বে সম্রাটের সৈন্যদলকে তিনি পরাজিত করেন **বুরহানপুরে এবং বালাপুরে**; এতে ভয় পেয়ে মুঘল-ই-আজম কিছুদিন পরে **আসফ জাকে** উজীর করে নেন, কিন্তু পরে এঁকে আপদ মনে করতে থাকেন; এবং —

১৭২৩* — [আসফ জা] **দাক্ষিণাত্যে** চলে গেলেন। একটি কাল্মিক দ্বারা (সম্ভবত সম্রাটের আদেশানুক্রমে) **সৈয়দ হুসেন** নিহত; (সৈয়দ) **আবদুল্লা** নূতন সম্রাটকে বসাতে গিয়ে পরাজিত ও বন্দী। — **সে সময় সাম্রাজ্য থেকে গুজরাট জয় করে নেয় রাজপুতরা।**

১৭২৫ মহম্মদ শাহ হায়দরাবাদের শাসনকর্তা মুবারিজকে আসফ জার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন; শেষোক্তটি মুবারিজকে পরাজিত ও নিহত করে তাঁর মুণ্ড পাঠিয়ে দেন দিল্লীতে।

* ১৭২৪, Elphinstone অনুসারে।

১৭২০ **বালাজী বিশ্বনাথের** মৃত্যু, ইনি **রাজা শাহুর মন্ত্রী** হিসেবে তাঁর রাজত্বকে সুসংবদ্ধ করেন। **প্রথম 'পেশোয়া'** ইনি, মারাঠা রাজের মন্ত্রীর পদবী এটি। **(পরে পেশোয়ারা সত্যিকার সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে নেন, এদিকে রাজবংশের লোকেরা শান্তশিষ্টভাবে থাকতেন সাতারায়;** তাঁদের ক্ষমতা কমতে থাকে, কালক্রমে তাঁরা হয়ে দাঁড়ালেন **শুধু 'সাতারার রাজা')।** তাঁর জায়গায় এলেন তাঁর করিৎকর্মা পুত্র **বাজী রাও (পেশোয়াদের মধ্যে ইনি ছিলেন সবচেয়ে বড়ো এবং শিবাজী বাদে সবচেয়ে সক্ষম মারাঠা);** খাস মুঘল সাম্রাজ্যকে আঘাত করার পরামর্শ ইনি দেন শাহুকে। তাঁর হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিলেন শাহু। **বাজী রাও** বিধ্বস্ত করলেন মালবকে।

১৭২২* বাজী রাও হায়দরাবাদে আসফ জা'কে (তখন মুঘল শাসনকর্তা) আক্রমণ করলেন; আসফ জার চরম পরাজয়। এ ছাড়া বাজী রাও **গুজরাট** বিধ্বস্ত করলেন।

সে সময়কার মারাঠা বাহিনীগুলির নেতারাই হলেন **দাক্ষিণাত্যের তিনটি প্রসিদ্ধ বংশের** প্রতিষ্ঠাতা, **উদাজী পুয়ার,** মলহার **হোলকার** এবং রানাজী **সিন্ধিয়া।**

১৭৩০** **বাজী রাও** এবং **আসফ জা'র মধ্যে** পারস্পরিক সাহায্যের **গোপন** চুক্তি।

১৭৩৪ **মালব এবং বুন্দেলখণ্ড মারাঠা কর্তৃক অধিকৃত।** সম্রাট বিজিত জায়গাগুলি তাদের দিয়ে দিলেন এবং **আসফ জা'র অধীনস্থ এলাকায় 'চৌথ'** আদায় করার অধিকার দিলেন; এর ফলে [আসফ জা ও বাজী রাও'এর] সংঘ ভেঙে গেল এবং **আসফ** সম্রাটের আনুগত্যে ফিরে এলেন।

১৭৩৭ যমুনা পারের এলাকা বিধ্বস্ত করে হঠাৎ **দিল্লীর** সামনে হাজির হলেন **বাজী রাও,** কিন্তু আক্রমণ না করে সরে গেলেন। তাঁর

* ১৭২৭, Elphinstone অনুসারে।
** ১৭৩১ Burgess অনুসারে।

বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে **আসফ জা ভূপালের** [দুর্গে] কাছে পরাজিত হয়ে **নর্মদা এবং চম্বলের মধ্যকার সমস্ত এলাকা মারাঠাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। এভাবে মারাঠারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করল উত্তরাঞ্চলে।**

১৭৩৯—১৭৪০ নাদির শাহের ভারতে প্রবেশ। (প্রথমে তিনি **দস্যু** ছিলেন; পারস্যের শাহ **তামাস্পকে** যখন খিলজীরা তাড়িয়ে দেয় তখন তাঁর সঙ্গে তিনি যোগ দেন কিছু অনুচর নিয়ে। মুকুট লাভ না করা **পর্যন্ত তামাস্পকে** সাহায্য করেন নাদির, তারপর তাঁকে সরিয়ে নিজে শাহ হন। কান্দাহার এবং কাবুল জয়ের পর ভারতে প্রবেশ করেন তিনি।)

১৭৩৯ লাহোর অধিকার করে **নাদির শাহ** মহম্মদ শাহকে পরাজিত করলেন কর্ণালে। বশ্যতা স্বীকার করে সম্রাট নাদির শাহের সঙ্গে এলেন দিল্লীতে। হিন্দুরা অনেক পারসীককে দিল্লীতে খুন করাতে তাদের **নির্বিচারে হত্যা করা** হল; নাদিরের লোভ ও হিংস্রতা।

১৭৪০ ধনরত্নসম্ভার সঙ্গে নাদির শাহ স্বদেশে [প্রত্যাবর্তন], **মুঘল সাম্রাজ্যকে চরম ভাঙনের মুখে** রেখে গেলেন। **সেই বছরে** মারাঠারা আবার আক্রমণ শুরু করে: **পেশোয়া বাজী রাও'এর মৃত্যু,** তাঁর জায়গায় আসেন তাঁর সন্তান **বালাজী রাও।**

১৭৪৩ মালব অভিযানে নেমে **বালাজী রাও** দিল্লী দরবারে আবার তাঁর দাবী জানান: বিদ্রোহী **রঘুজী**র অধিকৃত **মালব** সম্রাট **তাঁকে দিয়ে দিলেন।**

১৭৪৪ বালাজী রঘুজীকে পরাজিত করে বিতাড়িত করলেন, তারপর ফিরে গেলেন **সাতারায়।**

১৭৪৪* আহমেদ খাঁ দুররানীর প্রথম আক্রমণ। নাদির শাহ নিহত; আবদালী বা **দুররানী** (পরে এই নামে পরিচিত) **আফগান উপজাতি আহমেদ**

* ১৭৪৮ Elphinstone অনুসারে।

খাঁ'র পরিচালনায় **পাঞ্জাব অধিকার করল**; তাঁর পরাজয় ঘটে **মহম্মদের** পুত্র **আহমেদ শাহের** হাতে।

১৭৪৮ আসফ জা'র মৃত্যু; মহম্মদ শাহেরও; সিংহাসনে এলেন তাঁর পুত্র **আহমেদ শাহ**।

১৭৪৯ রাজা শাহুর মৃত্যু; বালাজী সিংহাসনে বসালেন **জ্যেষ্ঠ রামরাজা** ও তাঁর স্ত্রী **তারা বাই'এর** পৌত্র **রামরাজাকে**।

(৫) **১৭৪৮ — ১৭৫৪ আহমেদ শাহ**। অনতিবিলম্বে তাঁর বিরোধ বাধল **রোহিলাদের** সঙ্গে, অযোধ্যার [কাছাকাছি অঞ্চলের] আফগান এরা। (আফগান উপজাতি **রোহিলারা কাবুল** ছেড়ে চলে আসে -- সম্ভবত প্রথমে উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ে, যার নাম রোহিলা হিমালয় — **সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাশেষি** তারা **গোগরা এবং গঙ্গার** মধ্যবর্তী দিল্লীর উত্তর-পূর্ব অংশে বসতি করে, জায়গাটির নাম তারা দেয় রোহিলখণ্ড।) তাদের সঙ্গে এ'টে উঠতে পারলেন না তিনি; তারা বলপূর্বক এলাহাবাদে প্রবেশ করে এবং উজীর **সাফদর জঙ্গ** তাদের রোখবার জন্য সাহায্যার্থে মারাঠাদের ডাকেন; মারাঠারা তাদের [রোহিলাদের] হটিয়ে দেওয়াতে সাহায্যের স্বীকৃতি হিসেবে **মারাঠা নেতা সিন্ধিয়া এবং হোলকারকে জায়গীর পুরস্কার দেওয়া** হল।

১৭৫৩* **আহমেদ খাঁ দুরানীর দ্বিতীয় পাঞ্জাব-আক্রমণ**; বিনা যুদ্ধে সেটা সমর্পিত হল তাঁর কাছে। **শাহ** পদবী তিনি গ্রহণ করলেন।

১৭৫৪ গাজি-উদ-দিন'এর — আসফ জা'র জ্যেষ্ঠ পুত্রের [সন্তান] — **সঙ্গে** বিরোধ ঘটে মুঘল-ই-আজমের, তাঁকে ধরে অন্ধ করে দিয়ে সিংহাসনচ্যুত করে রাজবংশের একটি কুমারকে [সম্রাট] ঘোষণা করে, পদবী দিলেন —

(৬) **১৭৫৪ — ১৭৫৯ — দ্বিতীয় আলমগীর** (আওরঙ্গজেব নিজেকে বলতেন প্রথম আলমগীর), এবং নিজেকে তাঁর **মন্ত্রী** করলেন; কুশাসন করতেন গাজি-উদ-দিন, জনগণ কয়েকবার তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে; এই উজীরই —

* ১৭৫১, Elphinstone অনুসারে।

১৭৫৬—আহমেদ শাহ দুরানী কর্তৃক নিযুক্ত [পাঞ্জাবের **শাসনকর্তার**] পুত্রকে বেইমানি করে ধরেন; আহমেদ শাহ দুরানী দিল্লীতে এসে নগরী লুণ্ঠন করেন; তিনি **লাহোর** ফিরে যাওয়াতে —

১৭৫৭ — গাজি মারাঠাদের ডেকে তাদের সাহায্যে পুনরায় দিল্লী অধিকার করলেন।

১৭৫৮ মারাঠা নেতা **রাঘোবা** আহমেদ শাহ দুরানীর কাছ থেকে **পাঞ্জাব** দখল করে **সমস্ত হিন্দুস্থানকে** মারাঠা শাসনের আওতায় আনার জন্য ষড়যন্ত্র চালালেন গাজি-উদ-দিনের সঙ্গে।

১৭৫৯ সত্যিকার কিছু ক্ষমতা আছে এমন শেষ মুঘল-ই-আজম **দ্বিতীয় আলমগীরকে** হত্যা করলেন **গাজি-উদ-দিন।**

১৭৬০ মারাঠা নেতা **সদাশিব রাও,** তাঁর হাতে সে সময়ে ভার ছিল 'পেশোয়ার' সৈন্যবাহিনীর (দিল্লী জয়ের ব্যাপক আয়োজন করে তারপর উত্তরে গিয়ে), **দিল্লী দখল করলেন।** সঙ্গে সঙ্গে **আহমেদ শাহ দুরানীর** নেতৃত্বে **আফগান** [রোহিলা] **নেতারা** যমুনা পার হলেন ঘোর বর্ষায়, এদিকে **পাণিপথে** শক্ত ঘাঁটি করলেন **সদাশিব রাও;** এখানে আক্রমণকারীদের দুটি বিরাট বাহিনী মুখোমুখি হল, প্রত্যেকেরই অভিপ্রায় ভারতের রাজধানী দখল।

১৭৬১, ৬ই জানুয়ারী পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। সেদিন মারাঠা নেতারা **সদাশিব রাও'কে** বললেন তৎক্ষণাৎ **যুদ্ধ শুরু করতে** হবে, নইলে মারাঠারা দল ছেড়ে চলে যাবে। (তখন পর্যন্ত দুটি বাহিনী মুখোমুখি ছিল সুরক্ষিত শিবিরে, পরস্পরকে ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করে রসদ সরবরাহের পথ বিচ্ছিন্ন করছিল; খাদ্যাভাব ও ব্যাধিতে মারাঠারা অত্যন্ত জর্জরিত হয়ে পড়ে।) যুদ্ধে অগ্রসর হলেন সদাশিব রাও; **ঘোর যুদ্ধ;** মারাঠারা প্রায় জয় লাভ করেছে **এমন** সময়ে আহমেদ শাহ দুরানী **তাঁর মধ্যভাগকে** চড়াও করতে বলে সেই সঙ্গে নিজের বাঁ দিকের সৈন্যদের **আদেশ** দিলেন মারাঠাদের দক্ষিণ পাশ কাটিয়ে তাদের আক্রমণ করতে। এ চালের ফল [হল] চূড়ান্ত। ছত্রভঙ্গ হয়ে মারাঠারা পালাতে **শুরু করল,**

তাদের গোটা বাহিনী প্রায় বিনষ্ট; তারা (বলা হয়) রণাঙ্গনে দু'লক্ষ জন মৃত ফেলে যায়, অবশিষ্ট সৈন্যরা নর্মদা পার হয়ে পিছিয়ে গেল। সংঘাতে **আহম্মেদ শাহের** বাহিনীও এত দুর্বল হয় যে, তিনি জয়ের ফলাফল উপভোগ না করেই ফিরে যান পাঞ্জাবে।

দিল্লী পরিত্যক্ত; শাসন করার কেউ নেই; আশেপাশের সমস্ত সরকার বিনাশপ্রাপ্ত; **আঘাতের টাল সামলাতে মারাঠারা আর কখনো পারেনি।**

পাণিপথের যুদ্ধের পর দেশের অবস্থা:

মুঘল সাম্রাজ্যের ইতি: **নাম-কো-ওয়াস্তের সম্রাট আলি গোহর বিহারে** ঘুরছিলেন। — মারাঠাদের **পেশোয়া বালাজী রাও** ভগ্ন হৃদয়ে মারা গেলেন; তাঁর ক্ষমতা ভাগাভাগি হয়ে গেল চারজন প্রধান নেতার মধ্যে: **গুজরাটের গাইকোয়ার; নাগপুরের রাজা** (ভোঁসলা), **হোলকার** এবং **সিন্ধিয়া। হায়দরাবাদের নিজাম** স্বাধীন নরপতি হলেন বটে, কিন্তু নানা ক্ষয়ক্ষতিতে তাঁর ক্ষমতা পঙ্গু, তাঁর প্রতি ফরাসীদের আশ্রয় নীতিতে তা আরো দুর্বল হয়ে যায়।

১৭৬১-এ, যে বছরে পাণিপথের যুদ্ধ ঘটে, ইংরাজরা দক্ষিণ ভারত থেকে হটিয়ে দেয় ফরাসীদের; ১৭৬১-র ১৬ই জানুয়ারী কূট কর্তৃক অবরুদ্ধ পণ্ডিচেরী ফরাসীরা পরিত্যাগ করে, কূটের আদেশে এখানকার দুর্গ ভেঙে ফেলা হল; এ ভাবে **ভারতে ফরাসী শক্তির সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হয়। কর্ণাটকের নবাব মাদ্রাজের ইংরাজ গভর্নরের** উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন; **অযোধ্যার নবাব স্বাধীনতা লাভ করলেন, তাঁর অধীনে বিস্তৃত অঞ্চল এবং চমৎকার** সৈন্যবাহিনী; **রাজপুতরা** চমৎকার যোদ্ধা বটে কিন্তু বিক্ষিপ্ত; **সম্মিলিত রাজপুত সার্বভৌমতার** কথা কেউ শোনেনি কখনো; — **জাঠ এবং রোহিলারা** কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে ওঠে, পরে ভারতের ইতিহাসে তাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। — **হায়দর আলি,** যার সংস্পর্শে ইংরাজরা অনতিবিলম্বে [আসে], **মহীশূরে** প্রবলক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। — সেই সময়েই ভারতের প্রবল শক্তি খুব সম্ভবত **ইংরাজরা। দুটি বৃহৎ অধিকৃত অঞ্চলের রাজা তখনি তারাই**

নিযুক্ত করে দিয়েছে — বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যার সুবাদারী এবং **কর্ণাটকের নবাবীর;** কিছু কাল পরে তাদের মিত্র **নিজাম আলি** তাঁর ভাই, **দাক্ষিণাত্যের সুবাদারকে** বন্দী করে সিংহাসন কেড়ে নিয়ে **সমস্ত দক্ষিণ ভারতকে ইংরাজদের প্রভাবাধীনে** আনলেন। (৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)* (শেষাংশ ৮৪ পৃষ্ঠায়।)**

. . . .

[ভারতে বিদেশী আক্রমণের খতিয়ান]

খৃঃ পূঃ ৩৩১ কুর্দিস্তানের পাহাড়ের কাছে **আরবেলার যুদ্ধে মাসিডনের আলেকজাণ্ডারের** হাতে **দারিয়ুস কোডোম্যানাসের** শেষ পর্যন্ত পরাজয়।

খৃঃ পূঃ ৩২৭ আফগানিস্তান জয়ের পর **আলেকজাণ্ডার সিন্ধু নদ** পার হয়ে এলেন **তক্ষশিলা** নামক অঞ্চলে; **কনৌজ** থেকে **সমগ্র হিন্দুস্থানের ওপর** শাসন চালাচ্ছিলেন মহান রাজা **পোরাস** অথবা **পুরু,** তাঁর বিরুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মিত্রতা করলেন সেখানকার রাজা।

খৃঃ পূঃ ৩২৬ হাইডাস্পিস বা ঝিলমের পূর্ব তীরে আলেকজাণ্ডারের **পথরোধ** করলেন পুরু; ঘোর যুদ্ধে হিন্দুদের পরাজয়; কিন্তু আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনী ভারতে আর অগ্রসর হতে রাজী হল না; তাই নিজের সমস্ত সৈন্যদলকে বহুসংখ্যক দাঁড়-টানা-জাহাজে চাপিয়ে হাইডাস্পিস হয়ে তিনি যান সিন্ধু নদে; পথে ভীষণ যুদ্ধের পর **সিন্ধু মুখে** পৌঁছিয়ে তিনি নিজের বাহিনীকে দুভাগে বিভক্ত করেন; একটি

---

* উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি ১২১—১২৬ পৃষ্ঠায়।

** এখানে তাঁর কালপঞ্জীর সঙ্গে সঙ্গে কভালেভস্কির পুস্তকের একটি সংক্ষিপ্তসার মার্কস দিয়েছেন, বইটির পরিচ্ছেদগুলির নাম তিনি দেন: (ঘ) মুসলমান শাসনের সময় ভারতে কৃষির সামন্তকরণ প্রক্রিয়া (৬২—৬৭ পৃষ্ঠা); (ঙ) ইংরাজ আধিপত্য এবং ভারতীয় গোষ্ঠী সম্পত্তির উপর তার প্রতিক্রিয়া (৬৮—৭৬ পৃষ্ঠা)। এই দুটি পরিচ্ছেদের পর অ্যালজিরিয়ার বিষয়ে কভালেভস্কির পুস্তকের শেষের দুটি পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্তসার। মার্কসের নোট বই'এর ৮৪ পৃষ্ঠা থেকে আবার কালপঞ্জী চলেছে।

দল **নিয়ার্কাসের অধীনে,** তাদের বলা হয় পারসীক উপসাগর হয়ে যেতে, আর অন্য দলটি নিয়ে আলেকজাণ্ডার **নিজে স্থলপথে** ফিরে যান। **মুসলমান আগমনের আগে এইটিই শেষ ভারত আক্রমণ।***

হিন্দুস্থানের পুরাতন রাজ্যগুলির মধ্যে **বঙ্গ রাজ্য ১২০৩ খৃষ্টাব্দে** ষষ্ঠ রাজবংশ অথবা **সেন বংশের** আমলে বিনষ্ট হয় মুসলমানগণ কর্তৃক **(ঘুর বংশ, সাহাব-উদ-দিন)।**

১২৩১ মুসলমানগণ কর্তৃক **মালব রাজ্য** বিনষ্ট (**দিল্লীর দাসরাজাদের একজন, সামস-উদ-দিন আলতামস** দ্বারা)।

১২৯৭ মুসলমানগণ কর্তৃক **গুজরাট রাজ্য** বিনষ্ট (**আলা-উদ-দিন খিলজি দ্বারা**); এর রাজারা ছিলেন রাজপুত; উপকথায় বলে **কৃষ্ণ** এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

১১৯৩ কনৌজ রাজ্যের (১০১৭-এ, যখন গজনীর মামুদ এর রাজধানী দখল করেন, তখন অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল এটি) বিনাশ ঘটল, রাজধানী হল লুণ্ঠিত (ঘুর বংশের **গিয়াস-উদ-দিনের** ভাই সাহাব দ্বারা)। তখনকার রাজা **শিবাজী মাড়বারের যোধপুরে** পালিয়ে গিয়ে একটি রাজপুত রাজ্য স্থাপন করেন, এখনকার **সমৃদ্ধতম রাজ্যের অন্যতম এটি।**

১০৫০ দিল্লী রাজ্য, তখন অতিশয় নগণ্য, জয় করেন **আজমীরের রাজা বিশাল।**

১১৯২ নগণ্য **আজমীর রাজ্য** এবং **এর অধীনস্থ দিল্লী** অধিকার করে নিল মুসলমানেরা (ঘুর বংশের **গিয়াস-উদ-দিনের** আমলে)। **মেবার, জয়সলমীর এবং জয়পুর** এই পুরাতন রাজ্যগুলি তখনো বর্তমান; **ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন রাজবংশ হল মেবার বংশ।**

১২০৫ সিন্ধু মুসলমানদের কবলিত, বিজেতা হলেন **সাহাব-উদ-দিন ঘুর।** (**৩২৫-এ** [খৃষ্ট পূর্ব] মাসিডনের আলেকজাণ্ডারের সময়ে [এটি ছিল]

* এ কথাটি এলাফিনস্টোনের কাছ থেকে নেওয়া; স্পষ্টতই তিনি খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ এবং খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতকের মধ্যেকার জুচি, শক, হুন এবং অন্যান্য উপজাতিদের ভারত আক্রমণের বিষয়ে কিছু জানতেন না।

স্বাধীন রাজ্য; পরে বিভক্ত হয়ে আবার এক হয়; **৭১১-এ মুসলমানরা** [এখানে] **প্রবেশ করে সুমেরা উপজাতির** রাজপুত নেতার হাতে পরাজিত হয়।)

১০১৫ গজনীর মামুদের কাছে **কাশ্মীরের** পতন।

(মগধ রাজ্য অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। এর **বৌদ্ধ রাজাদের** বিরাট **ক্ষমতা** ছিল; বহু বছর রাজারা ছিলেন **ক্ষত্রিয় বর্ণের,** শেষে **শূদ্র** বর্ণের একজন — মনুর চার বর্ণের চতুর্থ এবং নিম্নতম -- **চন্দ্রগুপ্ত** (গ্রীকরা তাঁকে বলতেন সান্দ্রাকোট্টাস) রাজাকে হত্যা করে নিজে **সম্রাট হন; মাসিডনের আলেকজাণ্ডারের** সমসাময়িক তিনি। পরে আমরা **আরো তিনটি শূদ্র বংশ** দেখি, এদের অবসান ঘটে একজন **অন্ধ্রের** সঙ্গে, ৪৩৬ খৃষ্টাব্দে। **মালবের** একজন **রাজা বিক্রমাদিত্য;** বিক্রমাব্দের উপর এখনো হিন্দু পঞ্জিকা প্রতিষ্ঠিত। তিনি শাসন করেন খৃঃ পূঃ ৫৮-এ।

. . . .

দাক্ষিণাত্যের পুরাতন রাজ্যসমূহ। দাক্ষিণাত্যে পাঁচটি ভাষা প্রচলিত: (১) **তামিল, দ্রাবিড়** দেশে কথিত, অর্থাৎ **সুদূরতম দক্ষিণে;** বাঙ্গালোর হয়ে এর সীমারেখা ঘাট বরাবর গিয়েছে কয়ম্বটোর ও কালিকটে; (২) **কানাড়ীয়,** তেলুগুর একটি উপভাষা, **উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়া;** (৩) **তেলুগু, মহীশূর** এবং [মহীশূরের] উত্তরাংশের অঞ্চলে কথিত; (৪) **মারাঠী, দেবনাগরী** লিপিতে লিখিত, এর সীমারেখা: **উত্তরে — সাতপুরা পর্বত; দক্ষিণে — তেলুগু দেশ,** যার নাম তেলেঙ্গানা; **পূবে** — ওয়ার্ধা নদী; **পশ্চিমে — পর্বতমালা;** (৫) **ওড়িয়া, উড়িষ্যায় কথিত একটি স্থূল উপভাষা।** উড়িষ্যা ও মারাঠাদেশের মধ্যে থাকে **গণ্ডরা,** তারাও একটি স্থূল অপভাষায় কথা বলে।

অযোধ্যার রাজা, রামের কীর্তিকলাপের প্রশংসাগান আছে **রামায়ণে;** ধরা হয় তিনি বেঁচে ছিলেন **খৃঃ পূঃ ১৪০০-র** কাছাকাছি; **কাব্য** অনুসারে **দাক্ষিণাত্য এবং সিংহলে** অভিযানী হিন্দুদের **বিজয়ী নেতা** তিনি; এই উপকথামূলক **অভিযানের** সময়ে দাক্ষিণাত্যে **হিন্দুরা অনেক**

সভ্য জাতি দেখে: **তামিলভাষী তামিলরা,** এবং **তেলিঙ্গাদেশে** অন্যান্য জাতি, তাদের মাতৃভাষা **তেলুগু। সবচেয়ে প্রাচীন রাজ্যগুলি ছিল তামিল।**

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী নাগাদ, পাণ্ড্য নামের একটি রাখাল নিজের নামে রাজ্য পত্তন করেন; ক্ষুদ্র দেশ; রাজধানী প্রাচীন নগরী **মাদুরা,** আর এলাকা — কর্ণাটকের একেবারে দক্ষিণে **বর্তমান মাদুরা** ও **তিরুনেলভেলী** জেলা। **১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ** পর্যন্ত স্বাধীন থাকে রাজ্যটি, এই সালে **আর্কটের নবাব** এটিকে জয় করেন।

চোল, এখানের ভাষা **তামিল;** রাজধানী **কাঞ্চীপুরম; ১৬৭৮-এ মারাঠা** নেতা **ভেঙ্কজী** রাজাকে সরিয়ে নিজে রাজা হন, **তাঞ্জোরের বর্তমান রাজাদের তিনি প্রথম।**

চেরা ছিল **ত্রিবাঙ্কুর, কয়ম্বটোর ও মালাবারের একাংশ** নিয়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য।

কেরল; হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণগণ এখানে বসতি গাড়েন, এই বর্ণের অভিজাতরা শাসন চালাতেন; এর অন্তর্গত ছিল **মালাবার** ও **কানাড়া;** ক্রমে ক্রমে নানা বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়, **জামোরিনদের (কালিকটের রাজারা)** হাতে চলে যায় **মালাবার,** এদিকে **বিজয়নগরের রাজারা কানাড়াকে** আত্মসাৎ করেন।

কর্ণাট; প্রাচীনতম বিবরণীতে বলা হয় যে, এটি **পাণ্ড্য** ও **চেরার** রাজন্যদের মধ্যে [বিভক্ত ছিল]। একটি মহান ও বলিষ্ঠ বংশ, **বেলালা রাজবংশ** ছিল এখানে: **১৩১০-এ** মুসলমানদের হাতে **(আলা-উদ-দিন** খিলজির আমলে) তাদের পতন ঘটে।

যাদবদের নাম পাওয়া যায়, তাদের **অঞ্চল** ঠিক কী অজানা, তাদের বিষয়ে কিছু জানা নেই।

কর্ণাটের চালুক্যরা, বিদরের পশ্চিমে কল্যাণে স্থিত একটি রাজপুত বংশ; এ বংশের আর একটি শাখা —

কলিঙ্গের চালুক্যরা পূর্ব তেলেঙ্গানার একটি অঞ্চলে রাজত্ব করতেন, এ

অঞ্চল উপকূল বরাবর প্রসারিত ছিল **উড়িষ্যার সীমান্ত পর্যন্ত**; এদের পতন ঘটে কটকের রাজাদের হাতে।

অন্ধ্র; রাজধানী **ওয়রঙ্গল**; **কয়েকটি বংশ** (তাদের একটি, **গণপতি রাজারা** সুবিশেষ ক্ষমতা লাভ করেন) চারশ' বছরের বেশী রাজত্ব চালিয়ে **১৩৩২-এ** মুসলমানদের হাতে **(মহম্মদ তুঘলকের আমলে)** [তাদের] **পতন হয়।**

উড়িষ্যা: এ রাজ্যের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় **মহাভারতে**; সবচেয়ে প্রাচীন নির্ভরযোগ্য **সন হল ৪৭৩ খৃষ্টাব্দ** (তখনকার রাজবংশ কর্তৃক আক্রমণকারী 'যবনদের'* বিতাড়ন)। **পঁয়ত্রিশ জন 'কেশরী' রাজা** একের পর এক শাসন করেন, অবশেষে **১১৩১-এ এ বংশকে পরাজিত করে গঙ্গা বংশ** সিংহাসনে আসীন থাকে **১৫৫০ পর্যন্ত,** এ বছরে দেশ দখল করে নেয় মুসলমানেরা **(সেলিম শাহ সুর — জালাল খাঁর আমলে, ৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)****।

শেষত, 'পেরিপ্লাস'এর গ্রীক লেখক উপকূলবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে দুটি বৃহৎ নগরীর, **তাগারার** এবং **প্লিথানার** উল্লেখ করেছেন; এদের বিষয়ে কিছু জানা নেই, **গোদাবরী নদীর** কাছে কোথাও এদের পীঠ ছিল বলে অনুমান করা হয়।

হিন্দুস্থানের 'প্রাচীন' প্রসঙ্গে **হস্তিনাপুরও** তুলনীয় (এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি নিয়ে ভারতের ইলিয়াড — **মহাভারতে** [বর্ণিত] যুদ্ধটি চলে); প্রাচীন ধর্মনগরী **মথুরা** ও **পাঞ্চাল** (৬ পৃষ্ঠা)।***

* সে সময়ে ভারতে সব বিদেশীদের **যবন** বলা হত। এ ক্ষেত্রে ঠিক কাদের কথা বলা হয়েছে স্পষ্ট নয়। প্রথম নির্ভরযোগ্য তারিখ হল অশোক কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয়, অশোকের শাসনকাল মোটামুটি খৃঃ পূঃ ২৭০ থেকে ২৩২।

** এ সংস্করণের ৪০—৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

***এখানে এবং পরে মার্কস উল্লেখ করেছেন Robert Sewell'এর The Analytical History of India, লন্ডন, ১৮৭০।

[ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয়]

(ক) বঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ১৭২৫—১৭৫৫

(মুঘল-ই-আজম: মহম্মদ শাহ, ১৭১৯—১৭৪৮; আহমেদ শাহ, ১৭৪৮—১৭৫৪।)

১৭২৫ **বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার এবং** বঙ্গের **দেওয়ান** (রাজস্ব আদায়কারী) **মুর্শিদ কুলি খাঁর মৃত্যু; বঙ্গ ও উড়িষ্যায়** তাঁর পদে এলেন তাঁর সন্তান সুজা-উদ-দিন।

১৭২৬ **হুগলীতে** ব্যবসা বাণিজ্য চালাচ্ছিল: **কলিকাতায় ইংরাজ; চন্দননগরে ফরাসী; চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ,** আর **জার্মান সম্রাট** কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত **ওস্টেণ্ড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঁকি জাবর গ্রামে** একটি [কুঠি] বসায়; অন্যান্য কোম্পানিগুলো একত্র হয়ে **বহিঃস্থদের*** বঙ্গ থেকে বিতাড়িত করে। সে বছরে (প্রথম জর্জের আমলে) **প্রতি প্রেসিডেন্সী সহরে 'মেয়রস্ কোর্ট'** চালু করা হয়; ভারতে **সাধারণ ও সংবিধিবদ্ধ ইংরাজী আইনের** এই সম্প্রসারণ—quoad English**—বিষয়ে আরো কথা আছে ৭৯ পৃষ্ঠায়।

১৭৩০ ইংলণ্ডে অবাধ বাণিজ্যের রীতিতে প্রতিষ্ঠিত নূতন একটি

* ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার খেলাপ করে যে সকল বণিকেরা আপনাদের হয়ে ভারতে ব্যবসা চালাত।

** ইংরাজ সম্পর্কিত।

কোম্পানি **ইস্ট ইণ্ডিয়ায় বাণিজ্যের** জন্য **পার্লামেণ্টের** কাছে একটি **সনদ** চায়; সঙ্গে সঙ্গে **পুরাতন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি** নিজেদের **বিধি বদ্ধতার সময়** অতিবাহিত হয়ে যাওয়াতে **একচেটিয়া-বাণিজ্য-সনদের** মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমতি চাইল; পার্লামেণ্টে বেশ কড়া লড়াই, জয় হল পুরাতন একচেটিয়া কোম্পানির; **তাদের সনদের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হল ১৭৬৬ পর্যন্ত।**

১৭৪০* সুবাদার **সুজা-উদ-দিনের** মৃত্যু; তাঁর জায়গায় এলেন বিহারের শাসনকর্তা **আলিবর্দী খাঁ,** এই ভাবে তিনি **বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা,** এই তিনটি প্রদেশকে পুনরায় **একীভূত করেন;** তাঁকে —

১৭৪১ — মারাঠারা আক্রমণ করে, **মুর্শিদাবাদ** কুঠি লুঠ ইত্যাদি (৭৯, ৮০ পৃষ্ঠা)। ফলে —

১৭৪২ — ইংরাজরা **আলিবর্দী খাঁ'র** কাছ থেকে সুবিদিত **মারাঠা খাল** খননের অনুমতি পায়।

১৭৫১ আলিবর্দী খাঁ টাকা পয়সা দিয়ে মারাঠাদের তুষ্ট করাতে তারা দাক্ষিণাত্যে ফিরে যায়। এর পর থেকে **হুগলীর তীরে ইংরাজদের বসতিগুলি ১৭৫৫ পর্যন্ত শান্তি উপভোগ করে** (মারাঠাদের ব্যাপার সম্বন্ধে ৭৯, ৮০ পৃষ্ঠা তুলনীয়)।

. . . .

(খ) কর্ণাটকে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ, ১৭৪৪ — ১৭৬০

১৭৪৪ ইউরোপে **ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে মহাযুদ্ধ** ঘোষিত; **মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে** ইংরাজ **সৈন্যের সংখ্যা মাত্র ৬০০; লাবুর্দনে'র অধীনে** পণ্ডিচেরী এবং ইল দ্য ফ্রাঁস'এ** **ফরাসী সৈন্য** সংখ্যায় অধিক।

* ১৭৩৯, Burgess অনুসারে।
** মরিশাসের পুরাতন নাম।

১৭৪৬, ২০শে সেপ্টেম্বর লাবুর্দনে মাদ্রাজ দখল করলেন; তিনি **ইংরাজ বণিকদের বন্দী** বা ব্যক্তিগতভাবে তাদের কোনো ক্ষতি করেননি, এতে তাঁর **প্রতিযোগী পণ্ডিচেরীর** গভর্নর **দুপ্লে** (এই ব্যক্তি ছিলেন **ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন ডিরেক্টরের** সন্তান) ক্ষেপে উঠলেন; **১৭৩০-এ** [তিনি] **হুগলীতে চন্দননগরে** একটি বড়ো ফরাসী কুঠির গভর্নর ছিলেন; **১৭৪২-এ** এঁকে পণ্ডিচেরীর গভর্নর করা হয়। **লাবুর্দনের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার** পরিণতি—ভারতে ফরাসীদের পতন। **লাবুর্দনের নেতৃত্বাধীন নৌবহর** ঝড়ে বিধ্বস্ত হল, তাঁকে কোনো সাহায্য পাঠালেন না দুপ্লে। **ইংরাজদের হাতে বন্দী হলেন** লাবুর্দনে। ফ্রান্সে ফিরে তিনি **বাস্তিলে মারা যান ১৭৪৯-এ। (১৭৩৫-এ** ইল দ্য ফ্রাঁস এবং বুর্বন'এর* **গভর্নর** হিসেবে তাঁকে পাঠানো হয়, গভর্নরের মেয়াদ ১৭৪১-এ ফুরিয়ে যাওয়াতে **ন'টি জাহাজের একটি অভিযানের অধিনায়কত্ব** তাঁকে দেওয়া হয় **ভারতে ইংরাজদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি করার জন্য; ১৭৪৪-এ** যুদ্ধ ঘোষণার পর তিনি দক্ষিণে ফরাসীদের অধিনায়কত্বের ভার নিতে জাহাজে যাত্রা করেন।)

১৭৪৬ দাক্ষিণাত্যে নানা দলের পরিস্থিতি। মুঘল-ই-আজম **মহম্মদ শাহের (১৭১৯ — ১৭৪৮)** অধীনে ছিলেন **দাক্ষিণাত্যের সুবাদার, আসফ জা** ওরফে **নিজাম-উল-মুল্‌ক্‌,** তিনি **নিজাম বংশের** প্রতিষ্ঠা করেন, **হায়দরাবাদে** তিনি থাকতেন। তাঁর সাহায্যে কর্ণাটকের minorennis** বংশানুক্রমিক নবাবের **মৃত্যুর পর ১৭৪০-এ অনওয়র-উদ-দিন নবাব হলেন,** আগেও আসফ জা এঁকে এঁর অভিভাবক নিযুক্ত করেছিলেন। কর্ণাটকের পূর্বতন নবাব **দোস্ত আলির কন্যার** পাণিগ্রহণ করে **চন্দ সাহেব তিরুচিরপল্লীর শাসনকর্তা** হয়েছিলেন, সেখান থেকে **১৭৪১-এ** মারাঠারা তাঁকে বিতাড়িত করাতে তিনি পালিয়ে যান মাদ্রাজে ফরাসীদের কাছে।

* রিউনিওণ'এর পুরাতন নাম।

** নাবালক।

১৭৪৬ অনওয়র-উদ-দিন (কর্ণাটকের নবাব) দশ হাজার সৈন্য নিয়ে **মাদ্রাজ** আক্রমণ করলেন ; সেখানে **দুপ্লে** ছিলেন ফরাসীদের নেতা ; দুপ্লের অধীনে হাজার খানেক ফরাসী নবাবকে হটিয়ে সহর বিধ্বস্ত করে কয়েকটি [ইংরাজ] কুঠি পুড়িয়ে বিশিষ্ট ইংরাজ অধিবাসীদের পাঠিয়ে দিল পণ্ডিচেরীতে।

১৯শে ডিসেম্বর মাদ্রাজের বারো মাইল দক্ষিণে **ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড** (এখানে ইংরাজদের দুশ' জন রক্ষিসৈন্য ছিল) আক্রমণ করলেন দুপ্লে সতেরো শ' সৈন্য নিয়ে, কিন্তু অনওয়র-উদ-দিন অবরোধী ফবাসীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাদের **পণ্ডিচেরীতে হটতে** বাধ্য করান।

১৭৪৭ নিজের পক্ষে অনওয়র-উদ-দিনকে টেনে নিলেন দুপ্লে ; **মার্চ মাসে** আবার তিনি **ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড** আক্রমণ করেন, [কিন্তু] **ক্যাপ্টেন পেটনের** অধীনে ইংরাজ নৌবহরের আগমনে তিনি হটে যান ; পেটন অতিরিক্ত সৈন্য রেখে যান।

১৭৪৭, জুন ইংলণ্ড থেকে **অ্যাডমিরাল বসকাওয়েন এবং গ্রিফিন** নৌবহর নিয়ে উপস্থিত হলেন মাদ্রাজে, ফলে **দক্ষিণে ইংরাজ সৈন্য** সংখ্যা বেড়ে গিয়ে **চার হাজার** হল ; পণ্ডিচেরী অবরোধ করল ইংরাজরা, [কিন্তু] হটে এল খালি হাতে।

১৭৪৮, ৪ঠা অক্টোবর এ লা শাপেলের সন্ধির বার্তা এল ; ইংরাজদের মাদ্রাজ ফিরিয়ে দিলেন দুপ্লে। **শাহজীর (শিবাজীর** পিতা) বংশের **পঞ্চম** অধস্তন পুরুষ [তাঞ্জোরের] জায়গীরের অধিপতি **তাঞ্জোরের** মারাঠা রাজা **শাহুজী** কনিষ্ঠ ভ্রাতা **প্রতাপ সিংহের** বিরুদ্ধে ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন ; প্রতাপ সিংহ তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, তাঁর বিদ্রোহের [ঘাঁটি] ছিল কোলেরুনের মুখে অবস্থিত দেবীকোট **দুর্গ**।

১৭৪৭* শাহুজী **ইংরাজদের** কথা দিলেন যে, দুর্গটি তারা দখল করতে পারলে তাদের **দিয়ে দেবেন। মেজর লরেন্স,** অধীনস্থ নবীন অফিসার **ক্লাইভ** সমভিব্যাহারে দুর্গ জয় করলেন ; এ ভাবে **দেবীকোট** ইংরাজদের

* ১৭৪৯, Burgess অনুসারে।

হয়ে গেল। কিন্তু এদিকে **প্রতাপ সিংহ** বছরে ৫০,০০০ টাকা বৃত্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে **শাহুজীকে** গদী ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন।

১৭৪৮ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিজাম-উল-মুলকের মৃত্যু; তাঁর সন্তান **নাজির জঙ্গ** তাঁর জায়গায় এলেন, কিন্তু তাঁর মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্তান **মুজফ্ফর জঙ্গ** তাঁর পদাধিকার মেনে নিলেন না। যুদ্ধ লাগল দুজনের মধ্যে।

১৭৪৯ ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে নতুন যুদ্ধ। মুজফ্ফর জঙ্গ ফরাসীদের কাছে আবেদন করে সাহায্য পেলেন, আরো পেলেন **চন্দ সাহেবের** মিত্রতা, সুবাদারী পেতে সাহায্য করলে তাঁকে **আর্কটের নবাব** করবেন বলে কথা দেন মুজফ্ফর জঙ্গ। — অপর পক্ষে **নাজির জঙ্গের (নিজাম)** মিত্র ছিল **ইংরাজেরা** এবং **অনওয়র-উদ-দিন** (কর্ণাটকের নবাব)। **প্রথম খণ্ড** যুদ্ধে মৃত্যু হল **অনওয়র-উদ-দিনের,** তাঁর সৈন্যরা পালিয়ে গেল **তিরুচিরপল্লীতে;** কিন্তু মাইনে নিয়ে ফরাসী বাহিনীতে বিদ্রোহ বেধে যাওয়াতে দুপ্লের অবস্থা কাহিল; নাজির জঙ্গ অগ্রসর হলেন, মুজফ্ফর জঙ্গ পরাজিত ও বন্দী, এদিকে **চন্দ সাহেব** মরিয়া হয়ে লড়ে পণ্ডিচেরী পৌঁছলেন। জয়লাভের পর নাজির জঙ্গ ফুর্তি জমালেন আর্কটে। মাদ্রাজে হটে গেল ইংরাজরা।

১৭৫০ অনওয়র-উদ-দিনের পরে তার পুত্র, **মহম্মদ আলি কর্ণাটকের নবাবের** গদীতে বসলেন; এই ব্যক্তি ইংরাজদের সাহায্যে পদে বহাল থাকাতে তাদের স্বেচ্ছানুগত ভৃত্য হয়ে থাকে, তাই তাঁর ডাকনাম 'কোম্পানিকা নবাব'। সেই বছর **জিঞ্জি, মসুলিপটনম এবং ত্রিবাদীর দুর্গ** জয় করে এবং মহম্মদ আলিকে হারিয়ে **দুপ্লে** সফল যুদ্ধ **শুরু** করেন। তাঁর প্ররোচনায় নিজামের (নাজির জঙ্গের) শিবিরের কয়েকটি বিশ্বাসঘাতক **পাঠান নবাব** হত্যা করে তাঁকে [নিজামকে]; তাঁর জায়গায় এলেন ভ্রাতুষ্পুত্র **মুজফ্ফর জঙ্গ** (ফরাসীদের মিত্র), উত্তরাধিকারেই **সুবাদার** [ছিলেন ইনি]। তিনি **দুপ্লেকে কর্ণাটকের নবাব** এবং **চন্দ সাহেবকে আর্কটের নবাব করে** দিলেন; কিন্তু —

১৭৫১, ৪ঠা জানুয়ারী — সাঙ্গপাঙ্গদের একটি বড়ো দল নিয়ে হায়দরাবাদে যাত্রার সময় **মুজফ্‌ফর জঙ্গকে** হত্যা করল সেই পাঠান নবাবরা যারা **নাজির জঙ্গকে** সাবাড় করেছিল। মুজফ্‌ফর জঙ্গের কোনো প্রত্যক্ষ বংশধর ছিল না; পরবর্তী উত্তরাধিকারী ছিল **নাজির জঙ্গের পুত্রেরা;** ফরাসী সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত **বুসি** [সুবাদারের] শূন্য গদীতে বসালেন নাজির জঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র **সালাবত জঙ্গকে,** মুজফ্‌ফর জঙ্গ নিহত হবার সময়ে তিনি শিবিরে বন্দী ছিলেন।

ইতিমধ্যে চন্দ সাহেব আর্কট থেকে সসৈন্যে এগিয়ে তাঁর শাসনের পূর্বতন পীঠ **তিরুচিরপল্লী** আক্রমণ করলেন, কিন্তু ক্যাপ্টেন **ক্লাইভ** পাল্টা নিলেন, **আর্কটে** যাত্রা করে শহরটা দখল করলেন, ফলে তিনি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। **সাত সপ্তাহ বিফল আর্কট অবরোধের** পর চন্দ সাহেব ফিরে গেলেন **তিরুচিরপল্লীতে,** সেখানে —

১৭৫২ — তাঁর পিছু ধাওয়া করলেন **ক্লাইভ;** তিনি সেখানে রইলেন **মহম্মদ** আলি এবং মেজর লরেন্সের সঙ্গে; পলাতক **চন্দ সাহেবকে** বিশ্বাসঘাতকতা করে বধ করেন ইংরাজদের অনুগৃহীত **তাঞ্জোরের রাজা।**

১৭৫৩ ইংরাজদের মিত্র **মহম্মদ আলি মহীশূরের রাজাকে তিরুচিরপল্লী** দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু রাখতে পারলেন না, কেননা তখন জায়গাটি ইংরাজদের দখলে। এর সুযোগ নিলেন **দুপ্লে মহীশূরের রাজা** এবং তাঁর মাধ্যমে **মুরারী রাও'র নেতৃত্বে মারাঠাদের সঙ্গে** মিতালি [করবার] জন্য।

১৭৫৩ মে-১৭৫৪ অক্টোবর সমিত্র দুপ্লে অবরোধ করলেন **তিরুচিরপল্লীকে, লরেন্স ও ক্লাইভ** জায়গাটিকে সাফল্যের সঙ্গে দখলে রেখেছিলেন।

সেই বছরে (দ্বিতীয় জর্জের আমলে) **মাদ্রাজে 'মেয়রস্ কোর্টগুলি'** পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল; ১৭৪৬-এ লাবুর্দনের মাদ্রাজ জয়ের পর এগুলি বেচালু হয়ে গিয়েছিল। **ইউরোপীয়দের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারে** এরা অধিক্ষেত্র পেল, **হিন্দুদের ব্যাপারেও,** কিন্তু শুধু তাদের সম্মতিক্রমে, যারা এ বিচারবিধির **আয়ত্তে আসতে চায় না তাদের বিশেষ ব্যতিক্রম করা**

হল। 'ভারতের লোকেদের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব আইনকানুনের সংরক্ষণের প্রথম দৃষ্টান্ত হিসাবে এই সনদটি আমরা দেখতে পাই।' (Grady's Hindu Law of Inheritance, Introduction, p. XLIV.)

১৭৫৪—সন্ধি; দুপ্লেকে প্রত্যাহ্বান (ভারতে ফরাসীদের পতনের সূচনা এটি)। কারণ **১৭৫১** থেকেই **কর্ণাটকের নবাব** হিসেবে কাকে স্বীকার করা হবে, এই নিয়ে ইউরোপে বিবাদ চলেছিল: **'কোম্পানিকা নবাব' মহম্মদ আলিকে** না **বংশানুক্রমিক সুবাদার কর্তৃক** সরকারীভাবে **নিযুক্ত দুপ্লেকে;** কিন্তু ইংরাজ সরকার দাবি করল যে, পূর্বতন নবাবের উত্তরাধিকারী হিসেবে পদটি পাওয়া উচিত মহম্মদ আলির, কেননা শুধু নামে মাত্র মুঘল-ই-আজম **আহমেদ শাহের** (মৃত্যু ১৭৫৪-এ ; তার উত্তরাধিকারী হলেন **দ্বিতীয় আলমগীর, ১৭৫৪ — ১৭৫৯) অধিকার আছে বিশেষ ফরমান দ্বারা এ পদবী অন্য কোনো বংশকে হস্তান্তর করার।** 'অনেক অর্থব্যয়ের জন্য' ফ্রান্সে দুপ্লের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। **দুপ্লেকে** সরিয়ে তাঁর জায়গায় রাখা হল গোদো'কে (Godeheu) (১৭৫৪)। (কয়েক বছর পরে নিদারুণ দারিদ্র্যে ফ্রান্সে মৃত্যু ঘটে দুপ্লের! এই সব ফরাসী এরণ্ডের **ঈর্ষায়** যোগ্য মানুষের সর্বনাশ!)

১৭৫৪, ২৬শে ডিসেম্বর গোদো ও স্যাণ্ডার্সের (মাদ্রাজের গভর্নর) **মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত,** এর অনুসারে **মহম্মদ আলি কর্ণাটকের নবাব বলে স্বীকৃত।** — এ সময়ে ফরাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বিচক্ষণ নেতা, **বুসি ঔরঙ্গাবাদে** দাক্ষিণাত্যের নিজাম, **সালাবত জঙ্গের** সঙ্গে থেকে সুবাদারী পরিচালনায় সাহায্য করছিলেন। — একই বছরে **১৭৫৪-এ*** — একটি বৃহৎ বাহিনী নিয়ে, যাতে **মারাঠারা** যোগদান করে, **গাজি-উদ-দিন খাঁ** (পূর্বতন সুবাদার, নাজির জঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) সালাবত জঙ্গকে আক্রমণ করেন। শেষোক্তের পরাজয় ঘটল বুসির কাছে, **গাজি-**

* ১৭৫২, Elphinstone অনুসারে।

উদ-দিনকে বিষপ্রয়োগ করালেন বুসি; কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিজাম **ফরাসীদের উত্তর সরকার*** অর্পণ করলেন।

১৭৫৫ বুসির উপদেশ অগ্রাহ্য করে সালাবত জঙ্গ মহীশূরের রাজাকে আক্রমণ করেন, তিনি কর দিতে অস্বীকার করেছিলেন (মহীশূরের রাজা তখন ছিলেন **ফরাসীদের** মিত্র, কিন্তু এতে তিনি ইংরাজদের সঙ্গে মিত্রতা করতে বাধ্য হন); অভিযানের সাফল্য; অনেক টাকাকড়ি ও ভেট দিয়ে সালাবত জঙ্গকে তুষ্ট করলেন মহীশূরের রাজা। নিজাম তখন **পেশোয়া বালাজী রাও'এর** নেতৃত্বে **মারাঠাদের** সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদ্রোহী মারাঠা নেতা মুরারী রাওকে পরাজিত করেন।

১৭৪৯ — ১৭৫৬ মারাঠাদের ব্যাপার। ১৭৪৯-এ **পুনায়** অপুত্রক **রাজা শাহুর** মৃত্যু; সত্যকার ক্ষমতা চলে এল **পেশোয়া বালাজী রাও'এর** হাতে; [তিনি] বংশের শেষ রাজকুমার **রাম রাজাকে** পদবী ছাড়া আর কিছু দিলেন না, বলতে গেলে তাঁকে রাখলেন বন্দীর মত। সেই সঙ্গে বালাজী রাও তাঁর দুঃসাহসী ও অবাধ্য পুত্র **রাঘোবাকে পুনা** থেকে সরিয়ে দিলেন **গুজরাটের গাইকোয়ারের** এলাকা লুঠ করার ছুতোতে।

১৭৫৬ নিজাম সালাবত জঙ্গের হুকুমে তাঁর দরবার ছেড়ে **বুসি** গেলেন **মসুলিপট্টনমে;** তাঁর কানে এল যে, সুবাদারী থেকে ফরাসীদের তাড়িয়ে দেবার জন্য নিজাম ইংরাজদের সঙ্গে হাত মেলাবেন ঠিক করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আক্রমণ চালিয়ে **হায়দরাবাদের** কাছে **চার্মালে** ঘাঁটি গেড়ে বসলেন। সালাবত তাঁর শর্ত মেনে নিলেন, ইংরাজদের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার করলেন।

১৭৫৭ আবার বুসিকে **উত্তর সরকারে** পাঠিয়ে দিলেন **নিজাম।** কিন্তু শীঘ্রই তাঁকে প্রত্যাহবান না করে উপায় রইল না; ফিরে এসে —

১৭৫৭ — **বুসি** দেখলেন হায়দরাবাদকে ঘিরে **নিজামের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,** অর্থাৎ **বাসালত জঙ্গ** ও **নিজাম আলির** নেতৃত্বে চারটি **বিরোধী বাহিনী**

* করমণ্ডল উপকূলের উত্তরস্থ প্রদেশ; হায়দরাবাদের নিজামের এলাকা।

জমায়েৎ হয়েছে; তাছাড়া শেষোক্তটির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন সালাবত **জঙ্গের মন্ত্রী**; বাহ্যত আকস্মিক একটি সংঘাতে তাঁকে **হত্যা** করালেন বুসি; এতে রণেভঙ্গ দিলেন **নিজাম আলি,** আর **দৌলতাবাদ** দুর্গ উপহার দিয়ে তুষ্ট করা হল **বাসালত জঙ্গকে।**

১৭৫৮ বুসি তখন সমগ্র দাক্ষিণাত্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা; **ঠিক সে সময়ে পঞ্চদশ লুই'এর** ঈর্ষাপরায়ণ স্বল্পবুদ্ধি **সাঙ্গপাঙ্গেরা তাঁকে সরিয়ে আইরিশ** ভাগ্যান্বেষী **লালিকে** তাঁর জায়গায় বসালেন; লালি সৈনিক হিসেবে ভালো কিন্তু সেনাপতি হিসেবে কিছু নয়।

১৭৫৮, ১লা মে ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড'এর কাছে জাহাজ থেকে নেমে **লালি** তৎক্ষণাৎ বুসিকে হুকুম করলেন তাঁর শাসনাধীন সমস্ত সৈন্য নিয়ে দক্ষিণে যাত্রা করতে; আদেশ পালন করলেন বুসি; **ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড** দখল করে লালি **মাদ্রাজ** আক্রমণোদ্যত; পণ্ডিচেরীর **ফরাসী বণিকেরা তাঁকে কোনো রকম আর্থিক সাহায্য করতে নারাজ হল;** তাই তিনি সমৃদ্ধির জন্য পরিচিত তাঞ্জোর 'লুঠ' করার সঙ্কল্প নিয়ে জায়গাটিকে অবরোধ করলেন কঠিনভাবে; তাঞ্জোরের রাজা সাহায্যভিক্ষা করলেন **ইংরাজদের** কাছে; ইংরাজরা মাদ্রাজ থেকে **কারিকলে** নৌবহর পাঠিয়ে ফরাসীদের রসদ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে সৈন্যদল নামাল, তারা **লালির সমান্তরাল আক্রমণব্যূহের চারিদিকে বেষ্টনী স্থাপন করতে** শুরু করল। ফরাসীরা অবরোধ তুলে নিল, এবং সরাসরি হুকুম অমান্য করে **ফরাসী এ্যাডমিরাল নৌবহর সঙ্গে মরিশাসে রওনা হলেন, লালিকে তাঁর ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে।** — লালি **আর্কট** অধিকার করলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন **বুসি;** শেষোক্তটি তাঁকে উপদেশ দিলেন **আর্কটে থেকে যাবার** যাতে ইংরাজদের ঘাঁটিতে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য টাকাকড়ি জোগাড় করা ও ফরাসীদের নিজেদের শক্তি সংহত করা সম্ভব হয়; কিন্তু 'পাগলা' লালি নিজের পরিকল্পনা গোঁ ধরে আঁকড়ে —

১৭৫৮, ১২ই ডিসেম্বর — মাদ্রাজ অবরোধ করলেন, সেখানে **লরেন্সের**

অধীনে-রক্ষিসৈন্যদল দু'মাস আত্মরক্ষা করে; **১৪ই ডিসেম্বর ফরাসীরা 'কালা সহর'** দখল করে দুর্গের চারিদিকে সমান্তরালভাবে রইল।

১৭৫৯, ১৬ই ফেব্রুয়ারী একটি **ইংরাজ নৌবাহিনীর** আবির্ভাব ঘটাতে অবরোধ তোলা হল; ৫০টি কামান ফেলে রেখে ললি পালিয়ে গেলেন। নৌবহরের সঙ্গে আগত **কর্ণেল কূট** বিনা বাধায় মাদ্রাজে নেমে রক্ষিসৈন্যদলদের নিয়ে অগ্রসর হয়ে ওয়ান্দিওয়াশ দখল করে **ললির** শক্তিকে একেবারে ছত্রভঙ্গ করে, **পণ্ডিচেরীতে** হটিয়ে দিলেন তাঁকে।

১৭৬০ পণ্ডিচেরীতে ললি ফ্রান্স থেকে রসদ আসার বৃথা প্রতীক্ষায় রইলেন; মাইনে নিয়ে তাঁর সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ; **১৭৬০-এর শেষে** কূট পণ্ডিচেরী **অবরোধ** শুরু করলেন।

১৭৬১, ১৪ই জানুয়ারী রক্ষিসৈন্যদল পণ্ডিচেরী ছেড়ে চলে গেল; **কূট দুর্গটি ধূলিসাৎ করে ভারতে ফরাসী শক্তির সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত করে দিলেন।**

ললির সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে অবশেষে প্যারিসে তাঁর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়; লাবুর্দনের কারাগারে মৃত্যু, **দুপ্লের** দারিদ্র্যে, **বুসি** ভারতে এতদিন থেকে গেলেন যে, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেন।

. . . .

(গ) বঙ্গের ঘটনাবলী, ১৭৫৫ — ১৭৭৩

১৭৪০-এ যখন সুবাদার সুজা-উদ-দিনের মৃত্যুর পর **আলিবর্দী খাঁ** নিজের অধীনে **বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা,** এই তিনটি প্রদেশ একত্র করেন (পৃঃ ৮৫*) তখন **মারাঠা পেশোয়া বাজী রাও'এর** মৃত্যু হয়। (তাঁর বাহিনীগুলির নেতৃত্বে ছিলেন **পুয়ার, হোলকার, সিন্ধিয়া** এবং জনৈক শক্তিশালী ভাগ্যান্বেষী **রাঘোজী ভোঁসলা**।) তাঁর মৃত্যুর পর **রাঘোজী ভোঁসলার** ক্ষমতা এত বেড়ে গেল যে, তাঁকে নিপাতন করার জন্য অন্য নেতারা নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করলেন; **কর্ণাটক**

* বর্তমান সংস্করণের ৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অভিযানে [তাঁরা] তাঁকে **পাঠালেন। পেশোয়া (বাজী রাও)** তিনটি পুত্র রেখে যান: তাঁর উত্তরাধিকারী **বালাজী রাও, রঘুনাথ রাও** (পরে **'রাঘোবা'** নামে প্রসিদ্ধ) এবং **শামশের বাহাদুর, বুন্দেলখণ্ডে** যাঁর শাসন। নূতন পেশোয়া **বালাজী রাও যে সব জায়গীর**' পেলেন তাতে **ভোঁসলার** সঙ্গে **সরাসরি** বিরোধ বাধল, ভোঁসলা তখন **বঙ্গে** প্রবেশ করলেন, কিন্তু তাঁর পরাজয় ঘটল পেশোয়ার বাহিনীর কাছে। নিজের এলাকায় এই সব যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটাতে দু'দলের মারাঠাদের কাছ থেকে **নিজেকে রক্ষা করতে** বাধ্য হলেন **আলিবর্দী খাঁ; সম্রাটের সৈন্যে** তাঁর দলবৃদ্ধি হল; **বালাজী রাও'এর** একটি সেনাপতি, **ভাস্কর** সফলভাবে তাঁর বিরোধিতা করে **কাটোয়া** পর্যন্ত লড়েন, **হুগলী** পর্যন্ত এগিয়ে যান এবং **মুর্শিদাবাদের একটি কুঠি** লুঠ করেন।

১৭৪৪-এ আলিবর্দী খাঁ হত্যা করেন **ভাস্করকে, ১৭৫১-এ** তিনি অর্থ দিয়ে তুষ্ট করেন মারাঠাদের।

১৭৫৫ পেশোয়া বালাজী রাও'এর ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং মুঘল-ই-আজমের দুর্বলতা দেখে পেশোয়ার সঙ্গে মিতালি করল ইংরাজরা।

১৭৫৬, ৮ই এপ্রিল আলিবর্দী খাঁ'র মৃত্যু; সুবাদার পদবীর উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর পৌত্র **সিরাজ-উদ-দৌলা;** সঙ্গে সঙ্গে [তিনি] কলিকাতার গভর্নর **মিঃ ড্রেককে** জানালেন যে, **সমস্ত ব্রিটিশ সশস্ত্র ঘাঁটি ভেঙে ফেলতে হবে।** ড্রেক রাজী না হওয়াতে তিনি সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণ করলেন কলিকাতা। ফোর্টে মাত্র ১২০ জন ইংরাজ গোলন্দাজ ইত্যাদি, রসদ শেষ, তাই ড্রেক সেখানকার লোকদের হুকুম দিলেন: 'sauve qui peut.'*

১৭৫৬, ২১শে জুন, সন্ধ্যাকাল। কেরাণী ইত্যাদিরা পালিয়ে গেল; 'জ্বলন্ত কুঠির আলোয়' রাত্রে দুর্গ রক্ষা করছিলেন **হলওয়েল;** দুর্গ জয়,

* যে পারো নিজেকে বাঁচাও।

রক্ষিসৈন্যরা বন্দী। **সকাল পর্যন্ত সমস্ত বন্দীদের নিরাপদে রাখার আদেশ দেন সিরাজ**; কিন্তু **১৪৬ জন লোককে** (মনে হয় দৈবাৎ) একটি মাত্র ঘরে গাদাগাদি করে রাখা হয়, ঘরটির আয়তন ২০ বর্গ ফিট, একটি মাত্র ছোট জানলা; **পরের দিন সকালে (হলওয়েল নিজে** যা বলেছেন সেই অনুসারে) মাত্র ২৩ জন লোক জীবিত ছিল, **হুগলীর ভাটিতে তাদের যেতে অনুমতি দেওয়া হয়**। এটিই হল সেই **'কলিকাতার অন্ধকূপ'** যা নিয়ে **ইংরাজ বকধার্মিকদের** কেচ্ছার শেষ এখনো পর্যন্ত হয়নি। **মুর্শিদাবাদে** ফিরে গেলেন **সিরাজ-উদ-দৌলা; বঙ্গ এবার অনাহূত ইংরাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে এবং কার্যত মুক্ত।**

১৭৫৭, ২রা জানুয়ারী মাদ্রাজ থেকে প্রেরিত **এ্যাডমিরাল ওয়াটসনের অধীনে নৌবহরের** সঙ্গে এসে **ক্লাইভ ফোর্ট উইলিয়ম** আবার জয় করলেন। সুবাদার সসৈন্যে কলিকাতায় রওনা হলেন, ক্লাইভের আক্রমণ, **বেশ** কয়েক ঘণ্টা ধরে **চূড়ান্ত লড়াই**। **৩রা জানুয়ারী সিরাজ-উদ-দৌলা কোম্পানিকে তাদের পুরাতন বিশেষাধিকার ফিরিয়ে দিয়ে খেসারত** [দিলেন]। — **চন্দননগরের** ফরাসী বসতি বিনষ্ট করলেন **ক্লাইভ।** সুবাদার শিবির গাড়লেন **পলাশীতে** (**হুগলীর** তীরে, কলিকাতার কাছে)। মুঘল বাহিনীর সেনাপতি **মীর জাফর চিঠি পাঠালেন ক্লাইভের কাছে** এই মর্মে যে, [তিনি] চূড়ান্ত যুদ্ধের যে-কোনো দিন ইংরাজদের দলে **যোগ দেবেন** যদি **সিরাজ-উদ-দৌলার** জায়গায় তাঁকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার **সুবাদার** করা হয়। ক্লাইভ প্রস্তাবটা গ্রহণ করলেন।

১৭৫৭, ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ। সমগ্র মুঘল বাহিনী পরাজিত, সুবাদারের পলায়ন, আর না লড়ে মীর জাফর [যোগ দিলেন] ক্লাইভের দলে।

১৭৫৭, ২৯শে জুন [ইংরাজ] সৈন্যবাহিনী ফিরে গেল **মুর্শিদাবাদে,** সেখানে ক্লাইভ দেশদ্রোহীকে সাড়ম্বরে **বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার করে দিলেন** এই শর্তে যে, তিনি **যুদ্ধের খরচা** পূরণ করবেন এবং **হুগলীতে কোম্পানির সম্পত্তি রক্ষা করবেন**; মীর জাফরের **অর্থমন্ত্রী** হলেন **দুলাব রাম** এবং **পাটনার শাসনকর্তা হলেন রাম নারায়ণ।**

৩০শে জুন ভিখারীর ছদ্মবেশে সিরাজ-উদ-দৌলাকে পেয়ে মীর জাফরের একটি পুত্র **তাঁকে খতম করে।**

পলাশীর যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাইভকে কলিকাতার গভর্নর করা হয়; এইভাবে তিনি **বঙ্গে ব্রিটিশ সামরিক ও বেসামরিক অধিকর্তা** হলেন।

মীর জাফরের বিরুদ্ধে তিনটি বিদ্রোহ — মেদিনীপুর, পূর্ণিয়া এবং বিহারে — দমন।

১৭৫৭-এর শেষ আটলক্ষ পাউণ্ডের ধন নিয়ে মীর জাফরের কাছ থেকে একটি খাজাঞ্চী জাহাজের আগমন; কলিকাতার 'আহাম্মকরা' মহা খুসী।

১৭৫৮ ক্লাইভ কর্তৃক অভিযানে প্রেরিত **কর্ণেল ফোর্ড বিশাখাপটনমে** কঁফ্লাঁ চালিত ফরাসীদের পরাজিত করে **মসুলিপট্নম** দখল করলেন।

১৭৫৯ মুঘল-ই-আজম **দ্বিতীয় আলমগীরের** জ্যেষ্ঠ পুত্র **শাহজাদা** (যুবরাজ) **আলি গোহর** পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন, অযোধ্যার সুবাদার তাঁর সঙ্গে যোগ দেন; [শাহজাদা] **পাটনায়** অগ্রসর হলেন, এটি রক্ষা করছিলেন **রাম নারায়ণ**; শেষোক্তের সাহায্যে এসে **ক্লাইভ** শাহজাদাকে হারিয়ে তাড়িয়ে দেন, এবং মীর জাফরের কাছ থেকে একটি **জায়গীর** পান যার বার্ষিক আয় ৩০,০০০ পাউণ্ড। -- এর কিছু দিন পরে **বাটাভিয়ায়** তাদের বসতি থেকে [আগত] **ওলন্দাজদের একটি নৌবহর** দেখা দিল হুগলীতে, কিছু সৈন্য নামল; **রাত্রে** ক্লাইভ **কর্ণেল ফোর্ডকে** আদেশ দিলেন তাদের **আক্রমণ করে** হটিয়ে দিতে জাহাজে: সমস্ত খেসারত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে **ওলন্দাজ অধিনেতা** ফিরে গেলেন।

১৭৬০, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ক্লাইভ ইউরোপে গেলেন। — মীর জাফর নিজের অর্থমন্ত্রী **দুলাব রামকে নিহত করলেন।** — ইতিমধ্যে একই ভাবে নিহত হলেন মুঘল-ই-আজম **দ্বিতীয় আলমগীর** — নিজের উজীর **গাজি-উদ-দিনের** কাছে; নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করে **শাহজাদা পাটনায়** গিয়ে রাম নারায়ণকে পরাজিত করলেন. রাম নারায়ণ সহরের মধ্যে আত্মরক্ষা করে রইলেন যতক্ষণ না —

১৭৬০, ২০শে ফেব্রুয়ারী -- ইংরাজ সৈন্যদল নিয়ে এসে কর্ণেল **কায়লোদ** নূতন সম্রাটকে (**আলি গোহরকে**) হারিয়ে দিলেন; মুঘল-ই-আজম পাশ কাটিয়ে **মুর্শিদাবাদ** আক্রমণে এগিয়ে দেখলেন ইংরাজরা সেখানে **প্রস্তুত**, ফিরে গেলেন **পাটনায়**। কায়লোদ সহর রক্ষার সাহায্যে পাঠালেন ক্যাপ্টেন নক্সকে: দুশ' জন ইউরোপীয়, সিপাইদের একটি ব্যাটালিয়ন এবং ঘোড়সওয়ারদের একটি ছোট স্কোয়াড্রন নিয়ে অগ্রসর হলেন **নক্স**। মুঘলদের হারিয়ে **নক্স** শিবির গাড়লেন পাটনায়, কিন্তু ৩০,০০০ সৈন্য এবং একশ'র বেশী কামান নিয়ে **গঙ্গার অপর তীরে** দেখা দিলেন **পূর্ণিয়ার নবাব**।

১৭৬০, ২০শে মে নক্সের জয়লাভ, তিনি **রাজপুত মিত্র রাজা সিতাব রায়ের** সাহায্য নিয়ে নদী পার হন **আক্রমণের** জন্য; মুঘল বাহিনীর পলায়ন; অবশিষ্ট মাত্র ৩০০ জন লোক নিয়ে নক্স ও রাজপুত প্রবেশ করেন পাটনায়।

১৭৬১, ৬ই জানুয়ারী সদাশিব রাও'এর অধীনে **মারাঠা এবং আহ্‌মেদ খাঁ আবদালীর** অধীনে দুরানী বা **আবদালীদের** মধ্যে (**আফগান** উপজাতি) **পাণিপথের যুদ্ধ** (৫৮ পৃষ্ঠা তুলনীয়*)। ভারতে **মুঘল** সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ পরাজয়; মারাঠা ক্ষমতা বিধ্বস্ত এবং **আহমেদ খাঁ** এত দুর্বল হয়ে গেলেন যে আফগানিস্তানে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

১৭৫৭ রাঘোবা (দ্বিতীয় আলমগীরের উজীর, গাজি-উদ-দিনের আহ্বানে এসে) আহ্‌মেদ খাঁ'র হাত থেকে **দিল্লী** জয় করলেন; আহ্‌মেদ খাঁ'র পুত্র **রাজকুমার তৈমুরকে পাঞ্জাবে** হারিয়ে মারাঠারা ফিরে গেল **দাক্ষিণাত্যে। পুনায়** ফিরে **রাঘোবা পেশোয়ার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা সদাশিব** (বা **সদাশেও**) **রাও'এর** সঙ্গে কলহ করাতে সৈন্যবাহিনীর ভার তাঁর হাত থেকে নিয়ে দেওয়া হল সদাশিবকে।

* এই সংস্করণের ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৭৫৯ আহমেদ খাঁ চতুর্থবারের মতো ভারতে প্রবেশ করেন, দখলে আনেন **লাহোর** ঠিক সেই সময় যখন **গাজি-উদ-দিন দ্বিতীয় আলমগীরকে** হত্যা করেন এবং জনৈক **আফগান** সেনাপতি **নাজিব-উদ-দৌলা মারাঠা নেতা মলহার রাও হোলকার এবং দাতাজী সিন্ধিয়াকে** গঙ্গার ওধারে বিতাড়িত করে। অতঃপর —

১৭৬০-এর প্রথম দিক — আহমেদ খাঁ সসৈন্যে দিল্লীর সামনে [উপস্থিত]। **রাও (সদাশিব)** বিপুল বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন তাঁর বিরুদ্ধে, **পাণিপথে চরম সিদ্ধান্ত হল।**

১৭৬০ ক্লাইভের জায়গায় ভান্সিটার্ট বঙ্গের গভর্নর; মাদ্রাজ সিভিলিয়ান বলে **বাঙলার সামরিক অফিসারেরা** তাঁকে 'অপছন্দ করত'। — **ভান্সিটার্ট মীর জাফরকে** সরিয়ে তাঁর জামাতা, **মীর কাশিমকে** সুবাদার করলেন; এই ব্যক্তিটি থাকতেন **কলিকাতায়,** দু'লক্ষ পাউণ্ড দেয় ইংরাজকে অত্যন্ত নিয়মিতভাবে দিতেন; **নিজের এলাকার এক-তৃতীয়াংশ,** অর্থাৎ, **মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম** -- এই তিনটি জেলা **কোম্পানিকে একেবারে দিয়ে দিলেন** [তিনি]। কিন্তু পরে ভান্সিটার্টের হস্তক্ষেপে বিরক্ত হয়ে নিজের সৈন্যদলের সংখ্যাবৃদ্ধি ও নিয়মানুবর্তিতায় **মন** দেন। --- ইতিমধ্যে **সম্রাট শাহ আলম** পদবী নিয়ে আলি গোহর দিল্লী পুনরায় দখলে ব্যর্থকাম হয়ে **বিহার বিধ্বস্ত করে** শেষ পর্যন্ত **ইংরাজদের সঙ্গে হাত** মেলালেন, তারা **পাটনায়** তাঁকে মেনে নেয়; ইংরাজরা যে সব নিয়োগাদি করেছিল, তিনি তা মঞ্জুর করেন।

১৭৬২ মীর কাশিম বন্দী করলেন **রাম নারায়ণকে,** তহ্সিলদারদের দিয়ে **রাইয়তদের** নিপীড়ন করাতেন ইত্যাদি কিন্তু **কোম্পানির** চোখে তাঁর কৃত **পাপ** এই: নির্বোধ মুঘল-ই-আজম **ফারুকশিয়ার** (৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য*) ১৭১৫-এ **যৌথ সংস্থা হিসেবে কোম্পানিকে দস্তক** নিশ্চিত করে দেন (আমদানি পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক থেকে অব্যাহতি); কিন্তু **ব্যক্তিগতভাবে**

* এ সংস্করণের ৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যারা ব্যবসা করত (ইংরাজরা) তারা সবাই এই সুবিধা নিজেদের অধিকার হিসেবে গ্রহণ করে। 'কেরাণীদের' এই জবরদস্তির বিরুদ্ধে ছিলেন **মীর কাশিম**; তাঁর আদেশ মতো **তহসিলদাররা যে সব দ্রব্যের জন্য শুল্ক দেওয়া হয়নি সেগুলি বাজেয়াপ্ত করতে** গিয়ে **কোম্পানির কর্মচারীদের** কাছে অপমানিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে **ভান্সিটার্ট** প্রতিশ্রুতি দেন যে, [কোম্পানির কর্মচারীরা] মীর কাশিমকে **শতকরা ন' ভাগ শুল্ক** দেবে; **কোম্পানির কাউন্সিল** এ প্রতিশ্রুতি বাতিল করে **সরকারী হুকুম** দিল যে, শুল্ক আদায়ের চেষ্টা করলে **মীর কাশিমের কর্মচারীদের যেন গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হয়**। এর জবাবে **মীর কাশিম বন্দরের সমস্ত মুঘল ব্যবসায়ীদের একটি ফরমান দিলেন এই মর্মে যে, তারা বিনা শুল্কে তাদের** সমস্ত **পণ্যদ্রব্য আনতে পারবে**; এ ভাবে তিনি তাদেরকে ইংরাজ 'কেরাণীদের' সঙ্গে **এক পর্যায়ভুক্ত** করে দিলেন। — **পাটনার ইংরাজ কুঠির** প্রধান **এলিশ** প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। কোম্পানির দাবী জোর করে জানাবার জন্য **কলিকাতা** থেকে **মুঙ্গেরে** প্রেরিত দুজন লোক, **হে এবং আমিয়াটকে মীর কাশিমের আদেশানুযায়ী** গ্রেপ্তার করা হল; এলিশ যাতে যথাযথ ব্যবহার করে তার জামিন হিসেবে ধরে রাখা হল **হে'কে**, এদিকে মীর কাশিমের কাছ থেকে লিখিত প্রতিবাদ হাতে কলিকাতায় ফেরত পাঠানো হল **আমিয়াটকে**। — সঙ্গে সঙ্গে **এলিশ পাটনা সহর ও দুর্গ দখল করে নিলেন**। যে-কোনো ইংরাজকে সামনে পেলেই তাকে ধরার হুকুম নিজের কর্মচারীদের দিলেন মীর কাশিম; কলিকাতার পথে **আমিয়াট মুঘল পুলিশের কাছে** নিজের তরবারি-সমর্পণে অনিচ্ছুক হয়ে **গুলি চালান তাদের উপর** এবং সংঘর্ষে নিহত হন।

১৭৬৩ নিজের সৈন্যদলের সংখ্যাবৃদ্ধি করে **মীর কাশিম** সাহায্যের জন্য আবেদন জানালেন মুঘল-ই-আজম (আলি গোহর) ও **অযোধ্যার সুবাদারের** কাছে; ইংরাজরা ঘোষণা করল তিনি আর গদীতে নেই, তাঁর জায়গায় ফের নিয়োগ করল **মীর জাফরকে**।

১৭৬৩, ১৯শে জুলাই ইংরাজরা বিজয়ী (**অভিযানের সবে শুরু** সেটা); **২৪শে** জুলাই আবার জয়লাভ; **মুর্শিদাবাদ** নেবার পর **২রা অগস্ট** ইংরাজরা **ঘেরিয়ায়** জিতল, **বন্দী ইংরাজদের সবাইকে খতম করালেন মীর কাশিম, মুর্শিদাবাদের মহাসমৃদ্ধ ব্যাঙ্কার — শেঠিদের** ও রাম নারায়ণকেও খুন করা হল।

১৭৬৩, নভেম্বর উধোয়ানালায় মীর কাশিমের শিবির দখল করল ইংরাজরা, মুঘল [মীর কাশিম] পলায়ন করলেন **পাটনায়**, সেখানে মুঘল-ই-আজম **শাহ আলম** এবং বৃহৎ বাহিনী নিয়ে **অযোধ্যার সুবাদার** যোগ দেন তাঁর সঙ্গে; কিন্তু **প্রবল আক্রমণে ইংরাজরা পাটনা অধিকার করল।**

১৭৬৪ পাটনায় মাইনে পেতে দেরী হওয়াতে ইংরাজদের বিরুদ্ধে **সিপাইদের বিদ্রোহ;** সিপাইরা সহর ছেড়ে চলল শত্রুর দলে যোগ দিতে; **মেজর মনরো** আক্রমণে তাদের পরাভূত করে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন **পাটনায়,** সেখানে **দলের পাণ্ডাদের তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়** (তাহলে **অত আগেই, এই প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের সময়েই** এই মানবহিতৈষী কাণ্ডের **অনুষ্ঠান হয়!**)।

১৭৬৪, ২২শে অক্টোবর বক্সারে নিজের সুরক্ষিত শিবিরে মনরো কর্তৃক আক্রান্ত এবং পরাজিত হয়ে **মীর কাশিম** প্রাণের দায়ে পালালেন **অযোধ্যায়।**

১৭৬৪ বক্সারে (পাটনার উত্তর-পশ্চিমে) এই **জয়লাভের** ফলে **সমস্ত গঙ্গাতীর** ইংরাজদের হাতে [এল], **প্রকৃতপক্ষে** তারা **হিন্দুস্থানের মালিক** হয়ে দাঁড়াল। কালবিলম্ব না করে ভান্সিটার্ট **সুজা-উদ-দৌলাকে অযোধ্যার নবাব হিসেবে** স্বীকার করলেন; **মীর জাফরকে — বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার** নবাব হিসেবে (**৫৩ লক্ষ অর্থসাহায্য** দিতে হয় **মীর জাফরকে);** **শাহ আলমকে** — মুঘল-ই-আজম হিসেবে, তাঁর রাজ্যপীঠ হল **এলাহাবাদ।**

১৭৬৫ মীর জাফরের মৃত্যু; তাঁর পুত্র **নাজিম-উদ-দৌলাকে** তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নেওয়া হল। — **এই বছরে** ভান্সিটার্টের চাকরীর মেয়াদ ফুরিয়ে যায়; **লর্ড উপাধি পেয়ে ক্লাইভ** [এলেন] তাঁর

জায়গায়; **মধ্যবর্তী সময়ে** [কোম্পানির কলিকাতাস্থিত কাউন্সিলের] সভাপতি নিযুক্ত হন **স্পেন্সার।**

ক্লাইভের দ্বিতীয় প্রশাসন, ১৭৬৫—১৭৬৭। (লণ্ডনে **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের** সঙ্গে ক্লাইভের বিবাদ হওয়াতে তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জায়গীরের খাজনা বন্ধ করার হুকুম পাঠায় কলিকাতায়)।

১৭৬৫, ৩রা মে বঙ্গের গভর্নর, কাউন্সিলের সভাপতি এবং সেনাধ্যক্ষের সম্মিলিত ক্ষমতা প্রাপ্ত **লর্ড ক্লাইভ নামলেন কলিকাতায়।**

কলিকাতায় ক্লাইভের চোখে পড়ল দুর্নীতি, ইত্যাদি (১০৩ পৃষ্ঠা)। ক্লাইভকে সহায়তা করার জন্য **চার জনের** যে **কমিটি** নিয়োগ করা হয় তাতে ছিলেন **জেনারেল কার্নাক, মিঃ ভেরেল্স্ট, মিঃ সামনার এবং মিঃ সাইক্স। -- বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব** ব্যাভিচারী নাজিম্-উদ-দৌলাকে **বছরে ৫৩ লক্ষ টাকার আয়ের বিনিময়ে** পদত্যাগ করে **কোম্পানির হাতে নিজের** সমস্ত **ক্ষমতা** দিয়ে দিতে রাজী করালেন **ক্লাইভ; এই তিনটি প্রদেশের সমস্ত ভূম্যাধিকার সংক্রান্ত ক্ষমতা স্বেচ্ছায় সমর্পণ করার** জন্য তিনি **মুঘল-ই-আজমকে ২৬ লক্ষ টাকা** বার্ষিক বৃত্তি দেন, এবং **কারা** ও এলাহাবাদের খাজনা সুনিশ্চিত করে দেন; এ ছাড়া নব অধিকৃত এলাকার **সমস্ত অধিকারক্ষেত্র** মুঘল-ই-আজম দিয়ে দিলেন **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে।** এ ভাবে ইংরাজ সরকার পেল **দেওয়ানী*** ও **নিজামত**।** এই বছরেই **আদালত প্রথাকে***** ক্লাইভ সংবিধিবদ্ধ করেন (১০৪, ১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ফলে **আড়াই কোটি লোকের উপর নিরঙ্কুশ শাসনের অধিকার** এবং **বছরে চার কোটি টাকা রাজস্ব** পেয়ে গেল **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। (প্রশাসনের সামগ্রিক ভার ইংরাজ কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত করার যে অধিকার দেওয়া হয় ওয়ারেন হেস্টিংসকে সেটা ১৭৭২ সালের** আগে নয়।)

* অর্থবিভাগ।

** যুদ্ধবিভাগ।

*** দেশীয় পরিচালনায় প্রশাসন।

১৭৬৬, ১লা জানুয়ারী। এই দিন থেকে ডবল ভাতা বন্ধ করার আদেশ দিলেন **ক্লাইভ** (ভাতা, অর্থাৎ অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পেত ইংরাজ কর্মচারীরা রণক্ষেত্রে কাজের সময়ে; হালের যুদ্ধের সময় এই ভাতা **দ্বিগুণ** করা হয়)। এতে **বেঙ্গল অফিসারদের বিদ্রোহ;** একজোটে তারা পাঠায় পদত্যাগপত্র, ব্যাপারটা আরো খারাপ ঠেকে এই জন্য যে, ঠিক সে সময়ে **বিহারের উপর ৫0,000 মারাঠাদের** অগ্রসরের খবর আসে। ক্লাইভ সকলের পদত্যাগ গ্রহণ করে অপরাধীদের কোর্ট-মার্শালে পাঠালেন, তাদের জায়গায় **মাদ্রাজের সমস্ত ক্যাডেট ও অফিসারদের** নিয়োগের আদেশ দেন। **ব্রিটিশ সৈন্যদের ইচ্ছে ছিল** অফিসারদের পদাঙ্ক **অনুসরণ করা**, তাদের **দাবিয়ে রাখা হল বিশ্বাসী সিপাহীদের দিয়ে!** ষড়যন্ত্রে মৌনসম্মতি দিয়েছেন বলে — সেটা সত্য বা মিথ্যা হোক — কলিকাতার সেনাধ্যক্ষ সার **রবার্ট ফ্লেচারকে** বাক্য ব্যয় না করে **বরখাস্ত** করা হল।

অন্তর্দেশীয় ব্যবসাসংক্রান্ত বিবাদ। [ক্লাইভের অনুপস্থিতির সময়ে] **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা লবণ ও জায়ফলের অন্তর্বাণিজ্য একচেটিয়া করে নেবার** অনুমতি দিয়েছিল **তাদের কর্মচারীদের;** কর্মচারীরা সবাই ফাটকাবাজি করে রাইয়তদের সর্বনাশে নামে; **দেশের লোকেদের মধ্যে অসন্তোষ। অন্তর্বাণিজ্যের উন্নতিকরণে উৎসাহদান সমিতি** প্রতিষ্ঠা করে এর অবসান (!?) ঘটান ক্লাইভ, এতে কোম্পানির নিয়মিত লাভ হত, কিন্তু দেশীয় লোকেদের ক্ষতি করে ব্যক্তিগত ফাটকাবাজি চলত না; দু' বছর পর ইংলণ্ডস্থিত বোর্ডের নির্দেশে এ সমিতি তুলে দিয়ে তার জায়গায় একটি **স্থায়ী কমিসন** বসানো হয়।

১৭৬৭ অসুস্থতার দরুন **লর্ড ক্লাইভের পদত্যাগ। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের** পর কোম্পানির ডিরেক্টররা নির্মমভাবে তাঁকে নির্যাতন করে। **১৭৭৪, নভেম্বর: ক্লাইভের আত্মহত্যা!**

১৭৬৭—১৭৬৯ ভেরেলস্ট — কলিকাতায় [কাউন্সিলের] সভাপতি, বঙ্গের গভর্নর; **১৭৭২—১৭৮৫—ওয়ারেন হেস্টিংস।** তিনি ছিলেন

বেঙ্গল সিভিলিয়ান, জন্ম **১৭৩২, ১৭৫০-এ** কেরাণী হিসেবে কলিকাতায় প্রেরিত। **১৭৬০-এ** কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য।

১৭৬৯ পাণিপথে পরাজয়ের শোধ তুলতে **৩,০০,০০০ মারাঠাকে উত্তর** দিকে পাঠালেন **পেশোয়া মাধব রাও**; রাজপুতানা বিধ্বস্ত, জাঠদের করদানে বাধ্য করে [তারা] অগ্রসর হল **দিল্লীতে, ১৭৫৬-এ** যাঁকে আহ্মেদ খাঁ রেখে গিয়েছিলেন সেই রোহিলা **নাজিব-উদ-দৌলার পুত্র জবিত খাঁ** দ্বারা তখন দিল্লী সুশাসিত; তারা [মারাঠারা] শাহ **আলমকে** প্রস্তাব করল, যদি তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাদের **পক্ষচ্ছায়ায় রাখেন** তাহলে তাঁকে সমারোহে দিল্লীর সিংহাসনে পুনর্প্রতিষ্ঠা করা হবে। তিনি সম্মতি দেন।

১৭৭১, ২৫শে ডিসেম্বর এই ব্যক্তিটিকে [শাহ আলমকে] **দিল্লীতে মুঘল সম্রাট হিসেবে** অভিষেক করলেন পেশোয়া।

১৭৭২ মারাঠারা **রোহিলখণ্ড** ছেয়ে ফেলে, **দোয়াব** দখলে এনে সারা **প্রদেশ** ছারখার করে দিল; **জবিত খাঁ** বন্দী, তাঁর **সম্পত্তি** বাজেয়াপ্ত।

১৭৭২. হেমন্তকাল রোহিলা এবং **অযোধ্যার নবাব-উজীর** সুজা-উদ-দৌলার সঙ্গে [মারাঠাদের] সন্ধি; তাঁর কাছ থেকে **৪০ লক্ষ টাকার** প্রতিশ্রুতি পেয়ে [মারাঠারা] সরে আসে। সে প্রতিশ্রুতি তিনি রাখলেন না।

১৭৭৩ অযোধ্যা লুণ্ঠনে দৃঢ়সংকল্প হল মারাঠারা; তাদের বিরুদ্ধে **অযোধ্যার নবাবের** সঙ্গে হাত মেলাল **হাফিজ রহমতের নেতৃত্বে রোহিলারা**। নির্বোধ **শাহ আলম মারাঠাদের** আক্রমণ করে যৎপরোনাস্তি বিপন্ন হলেন; **কারা** এবং **এলাহাবাদ জেলা** সমর্পণ করতে তাঁকে বাধ্য করল বিজয়ীরা; কিন্তু জেলা দুটির অন্তর্গত ছিল **বঙ্গের ব্রিটিশ এলাকার** কিয়দাংশ। ব্রিটিশ 'জানোয়ারদের' কপাল ভালো, কেননা **পুনা থেকে পেশোয়া** সমস্ত **মারাঠাদের দাক্ষিণাত্যে** ডেকে আনলেন দক্ষিণে অভিযানের জন্য।

ইংলণ্ডে **ঘটনাবলী**। কোম্পানির কর্মচারীদের বিপুল ধনসম্পদে সেখানে ঈর্ষা; তাছাড়া এদের বিলাসী জীবনযাত্রা। **এই ধনসম্পদের মূলে দেশীয়**

রাজন্যদের নির্বিচার উৎপাটন, নিপীড়ন ও বলপূর্বক আদায়ের জঘন্য প্রথা তথা কোম্পানির সমগ্র ব্যবস্থা নিন্দিত হল **পার্লামেণ্টে। ৫০০ পাউণ্ডের স্টক থাকলেই স্বত্বাধিকারীদের কোর্টে** তার একটি ভোট থাকবে, এই নিয়মের ফলে **নূতন ডিরেক্টরদের বাৎসরিক নির্বাচনে** উৎকোচ ও দুর্নীতি ধারাবাহিকভাবে দেখা দেয়। একবার শুধু মিঃ সালিভান যাতে ডিরেক্টর নির্বাচিত হন সে জন্য লর্ড শেলবর্ন ১,০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করেন। অনবচ্ছিন্ন চক্রান্ত ও দালালির পীঠ ছিল **ইণ্ডিয়া হাউজ।**

১৭৭১ পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপ, কলিকাতায় গিয়ে কোম্পানির সমস্ত কর্মপদ্ধতি তদন্ত করে সংস্কারের জন্য **তিন জনের একটি কমিটি** নিয়োগ করা হল। এই তিন জন — **ভাগ্য সহায়!** -- অর্থাৎ **ভান্সিটার্ট, স্ক্রাফটন** এবং **কর্ণেল ফোর্ড উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে** জাহাজডুবিতে ভবলীলা সাঙ্গ করলেন।

কিছু কাল পরে **ভারতে ইংরাজ সম্পত্তির** উপর সত্যিকার **মালিকানার বিষয়ে বিরোধ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে।**

এই বিবাদের সময় প্রকাশ পেল : **কোম্পানি সাময়িকভাবে দেউলিয়া ; ভারতে** দশ লক্ষ এবং ইংলণ্ডে পনেরো লক্ষ পাউণ্ড ঘাটতি। একটি **জাতীয় ঋণ** তোলার জন্য পার্লামেণ্টের কাছে অনুনয় ভিক্ষা করল ডিরেক্টররা; **ভারতের ধনসম্পদ অফুরন্ত, এই অলীক ধারণায় মর্মান্তিক আঘাত!**

১৭৭২, একটি বিশেষ কমিটির নিয়োগ; জুয়াচুরী, **বলপ্রয়োগ এবং অত্যাচারের যে পদ্ধতিতে কয়েকটি সদস্য নিজেদের শাঁসালো করেছে,** [তা] **সম্পূর্ণ উম্ঘাটিত;** পার্লামেণ্টে আবেগপূর্ণ বিতর্ক; ভারত প্রসঙ্গে লর্ড **ক্লাইভের** বিখ্যাত ভাষণ।

১৭৭৩ [ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি] **পুনর্গঠন আইন** দুই কক্ষেই গৃহীত; একটি ভোটের জন্য **স্টকের পরিমাণ — স্বত্বাধিকারীদের কোর্টে চারটির বেশী ভোট** ক্ষমতা কোনো স্বত্বাধিকারীর নেই— ৫০০ পাউণ্ড থেকে ১,০০০ পাউণ্ড করা হল। **কলিকাতার গভর্নরের** নূতন নাম দেওয়া হল **'গভর্নর-জেনারেল', সব কটি প্রেসিডেন্সিতে তাঁর উচ্চতম কর্তৃত্ব**

রইল, **প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পার্লামেণ্ট কর্তৃক** [তিনি] **মনোনীত** হবেন। **আদালতগুলির নূতন ব্যবস্থাপনা** (১০৯, ১১০ পৃঃ)। — আংশিকভাবে গৃহীত **ওয়ারেন হেস্টিংস'এর** পরিকল্পনা অনুসারে (**১৭৮০-তে সপারিষদ গভর্নর-জেনারেল** নব অধিকৃত এলাকাগুলিতে বিধি-বিধান করার **ক্ষমতা** পান **পার্লামেণ্ট** থেকে; সে **সময় ওয়ারেন হেস্টিংস'এর** ২৩ ধারা আইনে পরিণত হয় nem. con.*; ২৭ অনুচ্ছেদে ঠিক করে দেওয়া হয় যে, মুসলমানদের বেলায় আইনের মানদণ্ড হবে **কোরান,** হিন্দুদের বেলায় **বেদ** বা **ধর্মশাস্ত্র**) দেশীয় লোকেদের বেলায় **তাদের নিজস্ব আইন** চালু করার ব্যবস্থা হয়; ওয়ারেন হেস্টিংস'এর ২৩ ধারা অনুসারে **মৌলবী** (মুসলিম আইনের ব্যাখ্যাকার) এবং **পণ্ডিতদের** (হিন্দু আইনের ভাষ্যকার) নিযুক্ত করে নিয়মিতভাবে প্রতি আদালতে রাখা হয়।

. . . .

(ঘ) মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ব্যাপার, ১৭৬১—১৭৭০

১৭৬১ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার সালাবত জঙ্গ নিজের ভাই **নিজাম আলি** কর্তৃক ধৃত ও কারাগারে প্রেরিত, নিজাম আলি নিজেকে নিজাম বলে ঘোষণা করলেন। — 'কোম্পানিকা নবাব' (কর্ণাটকের) **মহম্মদ আলির** কাছে **মাদ্রাজের প্রেসিডেণ্ট** ৫০ লক্ষ টাকা দাবী করলেন, যে **'ইংরাজ সৈন্যদলের'** গ্যারাণ্টি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তাদের খাই-খরচার জন্য; মহম্মদ তাদের [ইংরাজদের] বললেন **তাঞ্জোর** থেকে টাকাটা দোহন করতে; টাকা না দিলে তাঁর সমস্ত এলাকা 'বাজেয়াপ্ত' হয়ে যাবে, এই হুমকি মাদ্রাজের প্রেসিডেণ্ট দিলেন তাঞ্জোরের রাজাকে; শেষোক্তটি [টাকা দিতে] রাজী হলেন; **কর্ণাটক সৈন্যদলের খরচা এইভাবে মেটানো হল!**

১৭৬৩ 'প্যারিসের সন্ধিতে' কর্ণাটকের নবাব হিসেবে **মহম্মদ আলি** এবং **দাক্ষিণাত্যের সুবাদার** বলে স্বীকৃত হলেন **সালাবত জঙ্গ**। এর পর

* nem. con. — nemine contradicente — সর্বসম্মতিক্রমে।

শেষোক্তের মৃত্যু ঘটল **তাঁর ভ্রাতা নিজাম আলির হাতে, সুবাদার** হয়ে নিজাম আলি তখন ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, **মহম্মদ** আলিকে কর্ণাটকের নবাব বলে মানতে রাজী হলেন না। অল্প কয়েকটি ইংরাজ রেজিমেন্টের ভয়েই তিনি ঠান্ডা হয়ে গেলেন। একই সঙ্গে **দিল্লীর সাক্ষীগোপাল সম্রাটের** একটি **ফরমান** পাওয়া গেল, তাতে কোম্পানির মিত্র, **কর্ণাটকের নবাব দাক্ষিণাত্যের বর্তমান বা ভবিষ্যত যে-কোনো সুবাদারের অনধীন** বলে ঘোষিত হল। এভাবে **কর্ণাটক স্বাধীন ও সার্বভৌম** হল।

১৭৬৫, ১২ই অগস্ট। সাক্ষীগোপাল সম্রাটকে বলে কয়ে **ক্লাইভ উত্তর সরকারকে ইংরাজদের** দিয়ে দিতে রাজী করালেন; এ [বন্দোবস্ত] মেনে নিতে অস্বীকার করে **নিজাম মাদ্রাজের প্রেসিডেন্টকে** শাসিয়ে চিঠি লিখলেন এই বলে যে, **জায়গাগুলি** (এটা সত্যি কথা) **ফরাসীদের দেওয়া হয়েছিল**; মাদ্রাজের প্রেসিডেন্ট **কর্ণেল কায়লোদকে** পাঠালেন হায়দরাবাদে, সেখানে —

১৭৬৬, ১২ই নভেম্বর — নিজামের সঙ্গে প্রথম চুক্তি; চুক্তি অনুসারে **নিজামের কাছ থেকে উত্তর সরকার** যাবে **ইংরাজদের হাতে**; কোম্পানির তাঁকে দিতে হবে বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা এবং জেলা রক্ষার জন্য [সেখানে] রাখতে হবে ছ'টি কামান সমেত পদাতিক দু'টি ব্যাটালিয়ন।

১৭৬১ মহীশূরের রাজা হয়ে হায়দর আলি ১৭৬৩-তে বেদনোর এবং **১৭৬৪-তে দক্ষিণ কানাড়া** দখল করলেন।

হায়দর আলির জন্ম **১৭০২**; তাঁর পিতা **মুঘল অফিসার ফতে মহম্মদ** পাঞ্জাবে একটি ছোট সৈন্যদল পরিচালনার সময়ে মারা যান; ছেলে তখন **নায়েক** (মুঘল বাহিনীতে নায়েক হল ফরাসী বাহিনীর ক্যাপ্টেনের সমতুল্য; দেশীয় বাহিনীতে এখন **কর্পোরালকে** নায়েক বলা হয়), অধীনে ২০০ সৈন্য। তাঁর ২০০ জনকে সঙ্গে নিয়ে হায়দর আলি **মহীশূর বাহিনীতে** যোগ দেন **১৭৫০-এ**। সে সময়ে **মহীশূরের রাজা** সমস্ত শাসনক্ষমতা ছেড়ে

দিয়েছিলেন উজীর **নঞ্জরাজের** হাতে। **১৭৫৫-এ** হায়দর **আলি দিন্দিগ্রুল দুর্গের** অধিনায়ক নিযুক্ত হন, [তাঁর উপর] আদেশ **ছিল** একটি সৈন্যদল গড়ে তুলে মোতায়েন রাখা; লুঠতরাজ চালিয়ে এবং **নিজের দুর্গে** আশেপাশের **যত দুর্বৃত্ত ও ডাকাতদের** ডেকে এনে কাজটা তিনি করলেন; দলে দলে তারা এসে জোটে তাঁর কাছে। এইভাবে **১৭৫৭-এ পেশোয়ার মহীশূর আক্রমণের সময়ে হায়দরের** হাতে ১০,০০০ সৈন্য, অনেক কামান এবং গোলাবারুদ ছিল। **পুরস্কার হিসেবে বড়ো একটা জায়গীর তাঁকে দেওয়া হয়।** মারাঠাদের তুষ্ট করতে গিয়ে অনেক অর্থব্যয়ে মহীশূর রাজকোষ শূন্য, সৈন্যদের টাকা দেওয়া হয়নি, তারা বিদ্রোহ করল, সে বিদ্রোহগুলো দমনে অনেক সাহায্য করেছিলেন **হায়দর। ১৭৫৯-এ** হায়দরকে **মহীশূরের সেনাধ্যক্ষ** করা হল, **আরো জমি** পুরস্কার হিসেবে পেলেন, রাজের **অর্ধেকটার** পূর্ণাধিকারপ্রাপ্ত **মালিক** হলেন তিনি; **সন্ত্রস্ত নঞ্জরাজ** পদত্যাগ করাতে **হায়দর** রাজার **দায়িত্বশীল মন্ত্রী** হলেন; **খান্দে রাও** আক্রমণ করাতে হায়দর নঞ্জরাজকে বলে কয়ে আবার pro hunc* উজীর করালেন, নিজে বাহিনীতে যোগ দিয়ে পরাজিত ও বন্দী করলেন **খান্দে রাও'কে,** আর — খাস **একাদশ লুই** বটে — তাঁকে কাকাতুয়ার মতো বন্দী করে রাখলেন **লোহার খাঁচায়,** সেখানে তাঁকে **খুদ আর বীজ** খাওয়ানো হত বিদ্রূপভরে; তাতে পাখির জীবন **শেষ** হতে দেরী হল না বিশেষ, তারপর **১৭৬১-তে হায়দর নঞ্জরাজ এবং রাজাকে পদত্যাগে** বাধ্য করেন নিজের **স্বার্থে।**

১৭৬৫ পেশোয়া মাধব রাও রাঘোজী ভোঁসলা (তখন **বেরারের রাজা**) এবং পেশোয়ার ভাই **রাঘোবার** অধীনে সৈন্য প্রেরণ করলেন হায়দর আলির বিরুদ্ধে। দু'বার হেরে ৩২ লক্ষ টাকা এবং মহীশূর সীমানার **বাইরে** বিজিত **সমস্ত এলাকা দিয়ে হায়দর** তুষ্ট করলেন মারাঠাদের।

* তখনকার মতো।

১৭৬৬ আবার আক্রমণ শুরু করে **হায়দর আলি কালিকট** ও **মালাবার** দখল করে নিলেন। হায়দরের বিরুদ্ধে মস্ত একটি জোট বাঁধলেন **পেশোয়া নিজাম** ও **ইংরাজদের** সঙ্গে।

১৭৬৭ প্রথম মহীশূর যুদ্ধ। ১৭৬৭-এর জানুয়ারীতে পেশোয়া কৃষ্ণা নদী পার হলেন, উত্তর মহীশূর লুঠ করল মারাঠারা; অনেক টাকা দিয়ে হায়দর তাঁকে তাঁর সৈন্যদল **পুনায়** নিয়ে যেতে রাজী করালেন। — হায়দরের সঙ্গে যোগ দিলেন নিজাম (**নঞ্জরাজের বিরুদ্ধে নিজামের বিশ্বাসঘাতকতা,** ১১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এ ভাবে **কর্ণেল স্মিথের** অধীনে ইংরাজ সৈন্য বাধ্য হল ফিরে যেতে। **১৭৬৭-র সেপ্টেম্বরে** মহীশূর ও হায়দরাবাদের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী স্মিথকে আক্রমণ করল **চেঙ্গামায় (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ আর্কটে)**; তাদের হারিয়ে তিনি সুশৃংখলভাবে মাদ্রাজে হটে গেলেন।

১৭৬৮ হায়দরাবাদের কাছাকাছি **ইংরাজদের কূটচাল;** ভয় পেয়ে নিজাম তাদের সর্তগুলি মেনে নিলেন।

নিজামের সঙ্গে ইংরাজদের দ্বিতীয় চুক্তি (অত্যন্ত নিন্দনীয়, **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আসল চেহারার** খাস **পরিচয় এতে!**)। সর্তানুসারে **উত্তর সরকারের** জন্য ইংরাজরা **'কর দেবে' নিজামকে।** নিজামের ভ্রাতা **বাসালত জঙ্গের** অধীনে **'গুণ্টুর সরকার'** তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত দাবী করবে না কোম্পানি। ইংরাজরা **চৌথ** (ব্ল্যাকমেলের টাকা) দেবে **মারাঠাদের** (বর্গীদের হামলা থেকে রেহাই পাবার জন্য [এ টাকা] দিত শুধু আশেপাশের ক্ষুদে রাজ্যগুলি, **স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ড উপজাতিদের** মধ্যে আগে যেমন ছিল!)। **এ চৌথ** যাতে **দেওয়া যায়** — voilá le couronnement de l'œuvre* — **ইংরাজরা হায়দর আলির কাছ থেকে কর্ণাটক বালাঘাট জয় করার শপথ নিল,** আত্মসাৎ-করা-জায়গাটির **আয় থেকে দেওয়া হবে চৌথ!**

* কীর্তির পরাকাষ্ঠা।

১৭৬৮-র হেমন্তকাল, বোম্বাই থেকে সৈন্যদল এসে **মাঙ্গালোর** ও **উন্নুর দখল** করল; দু'এক মাস পরে ইংরাজদের কাছ থেকে জায়গা দুটি আবার জয় করে নিলেন **হায়দর**। কিন্তু পশ্চিম উপকূলে যখন তিনি এই নিয়ে ব্যস্ত তখন **কর্ণেল স্মিথ** পূব থেকে **মহীশূরে** ঢুকে প্রায় অর্ধেকটা দখল করে **বাঙ্গালোর অবরোধ করলেন**। **মহীশূরবাসীরা** তাঁকে সারা পথ তাড়া করে হটিয়ে দিল **কোলারে**।

১৭৬৯ কোলারে কয়েক মাস ইংরাজরা নিষ্কর্মা বসে রইল; ইতিমধ্যে **হায়দর** কর্ণাটক, তিরুচিরপল্লী, মাদুরা এবং তিরুনেলভেলী বিধ্বস্ত করলেন; **১৭৬৯-র শেষে** হায়দর তাঁর সমস্ত এলাকা পুনরায় দখলে এনে সৈন্যদলের শক্তি বৃদ্ধি করলেন। **কর্ণেল স্মিথ** মহীশূরে রণযাত্রা করেন তাঁর বিরুদ্ধে, কিন্তু হায়দর **পাশ কাটিয়ে** তাঁকে এড়িয়ে হঠাৎ উদয় হলেন **মাদ্রাজের সামনে**। **'ব্যবসায়ীদের' আতঙ্ক**।

১৭৬৯ হায়দরের সঙ্গে তারা **আক্রমণ এবং আত্মরক্ষামূলক একটি চুক্তি** করল, তাদের আদেশে **কর্ণেল স্মিথ** বাধ্য হলেন হায়দরকে বিনা বাধায় নিজের ঘাঁটি কাটিয়ে মহীশূরে ফিরে যেতে দিতে।

১৭৭০ এবার **হায়দর আলি** লড়াই চালালেন মারাঠাদের বিরুদ্ধে, পশ্চিমে তাঁর হার হল **মাধব রাও'এর** হাতে। খেসারত হিসেবে এক কোটি টাকা দাবী করলেন শেষোক্তটি; দিতে অস্বীকার করলেন **হায়দর**; মারাঠারা আবার এগোল। **হায়দর সারা রাত্রি মদ্যপান করে কাটিয়ে পশ্চিম ঘাটে মুশকিলে পড়ে** একেবারে হেরে গিয়ে **শ্রীরঙ্গপট্টনমে** পালিয়ে **চুক্তি (১৭৬৯-র)** অনুসারে **ইংরাজদের সাহায্য** চাইলেন; কিন্তু মাদ্রাজের ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের জন্য পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রেরিত **স্যার জন লিণ্ডসে** হায়দরকে পথে বসিয়ে **মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তির** উপর জোর দিলেন। **'এই ইচ্ছাকৃত বিশ্বাসভঙ্গের জন্য' হায়দর আলি** এবং তাঁর পুত্র **টিপু সাহেব কোরান স্পর্শ করে ইংরাজদের প্রতি আমরণ শত্রুতা** এবং তাদের উৎখাতে দেবার

শপথ নিলেন। বিনা বিলম্বে ৩৬ লক্ষ টাকা এবং বাৎসরিক ১৪ লক্ষ টাকা আয়ের **জায়গা** মারাঠাদের **দিয়ে** শান্তি লাভ করলেন **হায়দর।**

. . . .

(ঙ) ওয়ারেন হেস্টিংস'এর প্রশাসন, ১৭৭২—১৭৮৫

১৭৭২, ১৩ই এপ্রিল বঙ্গের গভর্নর নির্বাচিত হয়ে **ওয়ারেন হেস্টিংস'এর** শাসনভার গ্রহণ; **কাউন্সিলের সদস্য** নিযুক্ত করল [পার্লামেণ্ট]: **জেনারেল ক্লেভারিং, কর্ণেল মনসন, মিঃ বারওয়েল, মিঃ ফ্রান্সিস; রাজস্ব বিভাগের কেন্দ্রীয় অফিস মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায়** স্থানান্তরিত করলেন [হেস্টিংস]; ক্লাইভ প্রতিষ্ঠিত (১৭৬৫-এ) **আদালত** সংক্রান্ত ব্যাপারে কয়েকটি অদলবদল তিনি করেন, কিন্তু **ঠিকা মারফত খাজনা আদায়ের যে প্রথাটা রাইয়তদের পক্ষে সর্বনাশা,** সে প্রথার উচ্ছেদ তিনি করলেন না।

১৭৭৩ 'রিকনস্ট্রাকশন এ্যাক্ট্' গৃহীত; এর ফলে হেস্টিংস হলেন প্রথম **গভর্নর-জেনারেল।** একই সঙ্গে তৃতীয় জর্জের শাসনপর্বের ত্রয়োদশ বৎসরের ৬৩ বিধি দ্বারা **কলিকাতা সুপ্রিম কোর্ট** প্রতিষ্ঠিত হল এবং **১৭৭৩-র শেষাশেষি বিচারকেরা** এলেন, এ ব্যক্তিরা **হিন্দু রীতিনীতির বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ** এবং [ভারতের] **গোটা সরকারের প্রধান বলে** নিজেদের মনে করতেন। **এই বছরে কুখ্যাত রোহিলা যুদ্ধ: অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলা ওয়ারেন হেস্টিংসকে** জানালেন যে, মারাঠারা দাক্ষিণাত্যে হটে যাবার সময়ে (১৭৭৩-এ) রোহিলারা যে ৪০ **লক্ষ টাকা কর** দেবার অঙ্গীকার করেছিল তা দেয়নি; রোহিলাদের দমনে সাহায্য করলে এ টাকাটা [তিনি বললেন] ইংরাজরা পাবে। [কলিকাতা] কাউন্সিলের পরামর্শে **হেস্টিংস** প্রস্তাবটা গ্রহণ করে **নবাবের সঙ্গে চুক্তি** করলেন, চুক্তি অনুসারে, অভিযান সফল হলে, **৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে কারা ও এলাহাবাদ জেলা দুটি** তাঁকে কেনার অনুমতি দেওয়া হবে, এ দুটি জেলায় কোম্পানির প্রচুর খরচ, মুনাফা কিছু মিলত না। রোহিলাদের

সাহসী সেনাপতি **হাফিজ রহমত** মারাঠা যুদ্ধের সময়ে যা খরচ হয়েছিল তার সমস্তটা অযোধ্যার নবাবকে দেবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু নবাব **ভীষণ একটা দাম হাঁকলেন — ২০০ লক্ষ টাকা**, সেটা দিতে রোহিলারা বলাই বাহুল্য রাজী হল না।

১৭৭৪, ২৩শে এপ্রিল অযোধ্যার এবং ইংরাজদের সম্মিলিত বাহিনী রোহিলখন্দে প্রবেশ করল, যুদ্ধে সাহসী রোহিলারা প্রায় সবাই নিশ্চিহ্ন; হাফিজ রহমত নিহত; রোহিলখন্দ ছারখার করে দস্যুরা চলে গেল।

১৭৭৪—১৭৭৫ কলিকাতায় বিশৃংখলা; হেস্টিংস'এর বিরুদ্ধে **কাউন্সিলের অধিকাংশের** (সবচেয়ে বেশী করে **ফ্রান্সিসের**), **বিচারকদের** এবং লন্ডনে [কোম্পানির] **ডিরেক্টরদের** চক্রান্ত।

১৭৭৫ অযোধ্যার নবাবের কাছে যে রেসিডেন্টকে হেস্টিংস রেখেছিলেন তাঁকে সরিয়ে বসানো হল **মিঃ ব্রিস্টোকে** (ডিরেক্টররা নিয়োগ করেন [তাঁকে])। এই ব্যক্তিটির প্রথম কাজ হল — **কোম্পানির কাছে নবাবের সমস্ত বকেয়া ১৪ দিনের মধ্যে দিয়ে দেবার** দাবী জানানো। এই দুর্নীতির নিন্দা করলেন হেস্টিংস। সেই **ব্রিস্টো** রোহিলখন্দ তৎক্ষণাৎ ছেড়ে যেতে হুকুম করলেন **ইংরাজ সৈন্যদলকে**; হেস্টিংস আপত্তি জানালেন; লন্ডনের ডিরেক্টরদের **গোপন নির্দেশ** হেস্টিংসকে দেখালেন ব্রিস্টো: এ ধরনের নির্দেশ শুধু **গভর্নর-জেনারেলের** মাধ্যমে আসতে পারে; কঠোর প্রতিবাদ জানালেন **হেস্টিংস**।

এই বছরে অযোধ্যার নবাব **সুজা-উদ-দৌলার** মৃত্যু; কোম্পানির সাহায্য [চেয়ে] কলিকাতায় লিখলেন তাঁর পুত্র **আসফ-উদ-দৌলা**। কাউন্সিলের অধিকাংশের সম্মতি নিয়ে **ফ্রান্সিস** হেস্টিংসকে বাধ্য করলেন **আসফ-উদ-দৌলাকে এই মর্মে** আদেশ জানাতে যে, অযোধ্যার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়েছে, **আসফের** উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে **কোম্পানির সঙ্গে নতুন চুক্তি** হওয়া উচিত, সে চুক্তি অনুসারে [কোম্পানিকে] **সম্পূর্ণভাবে** দিতে হবে হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র নগরী **বারাণসীকে** (১২০ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রতিবাদ জানিয়েও এটা মেনে নিতে বাধ্য হলেন নবাব।

অযোধ্যার বেগমগণ: অন্ত্যেষ্টির পর নবাবের **হারেম** তল্লাস করে ২০ লক্ষ পাউণ্ডের মতো টাকা পাওয়া যায়; নূতন নবাব এটা সরকারী টাকা হিসেবে নেন, কিন্তু **ব্রিস্টো** স্থির করলেন যে, টাকাটা ফেরৎ দিতে হবে **বেগমদের,** উত্তরাধিকার সূত্রে এটা তাঁদের প্রাপ্য বলে তাঁরা দাবী করেছিলেন। ফলে নবাব সৈন্যদের বকেয়া দিতে পারলেন না; ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ; শোনা যায় ২০,০০০ লোকের প্রাণ যায়!

কলিকাতা কাউন্সিলে ফ্রান্সিস (ক্লেভারিং এবং মনসনের সহযোগে) যথাসাধ্য হেস্টিংসকে উপহাস এবং উত্ত্যক্ত করতে লাগলেন, এমন কি **দেশীয় লোকেদের পর্যন্ত** তাঁর প্ররোচনা দিলেন এই প্রসঙ্গে। ইংলণ্ডে এ কার্যে তাঁর সহায়তা করতে লাগল ডিরেক্টররা, হেস্টিংস'এর বিরুদ্ধে তাঁর নানা অর্বাচীন অভিযোগের ফিরিস্তি তাদের কাছে সর্বদা মজুত। প্রধান একটি অভিযোগের **ব্যাপার ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব — জালিয়াতির অপরাধে ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড** (এটি কিন্তু **সুপ্রিম কোর্টের** কাণ্ড, অর্বাচীন অজ্ঞতায় তারা **ইংরাজি আইন** প্রয়োগ করে, এর ফলে হিন্দু আইনে যেটা অনতিগুরু অপরাধ সেটা প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধে পরিণত হয়)। **ফ্রান্সিস** হেস্টিংস'এর নামে বললেন যে, নন্দকুমার তাঁর বিরুদ্ধে **তহবিল তছরূপের অভিযোগ আনাতে** হেস্টিংস তাঁকে সরাবার মতলব করেন; পরে প্রকাশ পায় যে, নন্দকুমারের অভিযোগ মিথ্যা, যে চিঠির উপর সাক্ষ্যের ভিত্তি সেটা জাল!

১৭৭৬ লণ্ডনে নিজের এজেণ্টের কাছে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে পদত্যাগের সংকল্পের কথা উল্লেখ করেন **হেস্টিংস**; এজেন্ট সেটা ফাঁস করে দেয়; কিন্তু **কর্ণেল মনসনের মৃত্যুর পর নির্ণায়ক ভোটের** ক্ষমতা পেয়ে হেস্টিংস লণ্ডনে এজেণ্টের কাছে লেখেন যে, তিনি থেকে যাবেন; **ডিরেক্টররা** কিন্তু ঘোষণা করলেন যে, তিনি **পদত্যাগ করেছেন।**

১৭৭৭ ডিরেক্টরদের এই স্বেচ্ছাচারে সমর্থন পেয়ে কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ সদস্য হিসেবে **জেনারেল ক্লেভারিং** ক্ষমতার দণ্ড নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করলেন। বেদখলকারী হিসেবে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করলেন হেস্টিংস,

ফোর্ট উইলিয়মে তাঁর প্রবেশ নিষেধ হল, **সুপ্রিম কোর্ট** হেস্টিংস'এর অনুকূলে মত দিলেন, প্রচন্ড ক্রোধে **ভবলীলা সাঙ্গ করলেন** ক্লেভারিং। **বারওয়েলের** অভিপ্রেত পদত্যাগে বাধা না দেবার জন্য **ফ্রান্সিস** কথা দিলেন হেস্টিংসকে যে, **কাউন্সিলে** এভাবে **দলে ভারি হলেও** সেটা তিনি কাজে লাগাবেন না; বারওয়েল যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠিক উল্টোটা করলেন; হেস্টিংস তাঁকে প্রবঞ্চক বলে অভিযুক্ত করেন; দু'জনের মধ্যে ডুয়েল, ফ্রান্সিস আহত; শেষোক্তটি অল্প দিনের মধ্যে ইংলন্ডে ফিরে যাওয়াতে কিছু কালের জন্য হেস্টিংস'এর ঝামেলা চুকল; কিন্তু **এর আগে** —

১৭৭২—১৭৭৫ — মারাঠাদের ব্যাপার; ১৭৭২-এ পেশোয়া মাধব রাও'এর মৃত্যু। তাঁর ভ্রাতা **নারায়ণ রাও** গদীতে বসার সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন **রাঘোবার হাতে।**

১৭৭৩ সিংহাসন দখল করলেন **রাঘোবা; নিজামের** বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন, **২০ লক্ষ টাকা** দিয়ে নিজাম সন্ধি করেন। দুজন রাষ্ট্রনেতা, **নানা ফড়নবীশ** এবং **সখারাম বাপু,** অন্তঃপুর থেকে একটি শিশুকে **দ্বিতীয় মাধব রাও** নামে সিংহাসনে বসান; ইনি নাকি মাধব রাও'এর পুত্র, তাঁর মৃত্যুর পর জাত; [উপরোক্ত] দুটি ব্যক্তি রাজপ্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের কর্ণধার হলেন।

১৭৭৪ রাঘোবার হাতে রাজপ্রতিনিধি দু'জনের ভীষণ পরাজয়; কিন্তু **পুনায়** সসৈন্যে না গিয়ে তিনি গেলেন **বুরহানপুরে** এবং সেখান থেকে **গুজরাটে** স্বজন **গাইকোয়ারের** সহায়তা ভিক্ষার জন্য।

গুজরাটের গাইকোয়ার বংশ: পূর্বপুরুষ—**পিলাজী গাইকোয়ার** (পেশোয়ার অধীনস্থ)—**মৃত্যু ১৭৩২-এ।** তাঁর উত্তরাধিকারী **হলেন তাঁর** পুত্র **দামাজী গাইকোয়ার;** তিনি নিজের এলাকা বিস্তার করলেন; পেশোয়ার অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেন; **মৃত্যু ১৭৬৮;** তিনটি পুত্র রেখে যান; **গোবিন্দ রাও, সয়াজী** এবং **ফতে সিংহ। গোবিন্দ রাও এবং ফতে সিংহের** মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ; রাঘোবা **ফতে সিংহের**

পক্ষ নিলেন, এতে তাঁকে **সমর্থন** করেন **মহাশক্তিমান** মারাঠা সেনাপতি **হোলকার এবং সিন্ধিয়া।**

১৭৭৫ নানা চক্রান্ত করে **নানা ফড়নবীশ** এ মিতালি থেকে সরিয়ে দিলেন হোলকার এবং সিন্ধিয়াকে; তাঁরা ছেড়ে চলে গেলেন। **রাঘোবা** তখন **বোম্বাইতে** ইংরাজদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন; **বোম্বাইয়ের সরকার** নিজের দায়িত্বে রাঘোবার সঙ্গে —

১৭৭৫, ৬ই মার্চ — সুরাটের সন্ধি করল। সর্তানুসারে: (১) পেশোয়ার গদী ফিরে পেতে ইংরাজরা রাঘোবাকে সাহায্য করবে; (২) **সালসেট** (দ্বীপ) এবং **বেসিন** (বোম্বাইয়ের কাছে চমৎকার বন্দর) ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ইংরাজদের দেবেন রাঘোবা, এবং **বোম্বাই সরকারকে** বছরে **৩৭ লক্ষ টাকা।** এ সন্ধি **অবৈধ**: **'১৭৭৩-এর রেগুলেটিং এ্যাক্ট'** অনুসারে, বিশেষ করে **'সন্ধি করা, রাজস্ব ব্যবহার, সৈন্য সংগ্রহ এবং নিয়োগ** এবং সাধারণত সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের সমস্ত ব্যাপারে **অধীনস্থ প্রেসিডেন্সিগুলি'** (**বোম্বাই** এবং **ফোর্ট সেণ্ট জর্জ** অর্থাৎ, মাদ্রাজ) **'বঙ্গের গভর্নর-জেনারেলের** তত্ত্বাবধানের অধীনে।' সুতরাং হেস্টিংস এবং কলিকাতা কাউন্সিলের [মঞ্জুর] বিনা বোম্বাই সরকার কোনো সন্ধি করতে পারে না; রাঘোবার দেয় টাকাও যা ঠিক হয়েছিল সেভাবে **বোম্বাই সরকারকে** দেয় নয়, সমগ্রভাবে কোম্পানিকে দিতে হবে। এই ভিত্তিতে ফ্রান্সিস এ সন্ধি বাতিল করে দিতে বাধ্য করালেন হেস্টিংসকে, তাতে ইংরাজরা ভীষণ বিপদে জড়িয়ে পড়ল।

১৭৭৫ প্রথম মারাঠা যুদ্ধ। বোম্বাই ইংরাজ সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত **কর্ণেল কিটিং'কে** আদেশ করা হয় রাঘোবার সৈন্যদের সঙ্গে মিলতে; **মুয়ে** নদীতীরে **রাজপ্রতিনিধিদের সৈন্যবাহিনী [তাঁকে] আক্রমণ করে;** বরোদার কাছে **আরাসে** তাঁর সম্পূর্ণ বিজয় হল; **নর্মদায়** পলায়ন করল মারাঠা বাহিনী; গুজরাট থেকে যাত্রা করে **ফতে সিংহ** কিটিং'এর সঙ্গে মিললেন। সাফল্য তো সম্পূর্ণ! — কিন্তু হেস্টিংসকে উত্ত্যক্ত করার জন্য কাউন্সিলের **সংখ্যাগরিষ্ঠরা সুরাটের সন্ধিকে** বাতিল করে **বোম্বাই**

সরকারের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজন্যদের কাছে (!) **সার্কুলার** পাঠালেন! তখন **পুনায় রাজপ্রতিনিধিরা সালসেট** এবং **বেসিন** ফিরিয়ে দেবার দাবী জানালেন। কোম্পানির হয়ে **কর্ণেল আপ্টন** সে দাবী অগ্রাহ্য করলেন [এই বলে যে], রাঘোবা হলেন আইনসঙ্গত পেশোয়া। বোম্বাই সরকারের হয়ে **আপ্টন** মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তখন রাজপ্রতিনিধিদ্বয় সন্ধির প্রস্তাব করলেন এবং যিনি সদ্য রাঘোবাকে বৈধ পেশোয়া বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেই **আপ্টন** মারাঠা রাজের প্রতিনিধি হিসেবে **নানা ফড়নবীশ** এবং **সখারাম বাপুর** সঙ্গে —

১৭৭৬, ১লা মার্চ — পুরন্দরে (পুনার কাছে) **সন্ধি করলেন: সালসেট** হাতে রেখে মারাঠাদের পূর্বাধিকৃত সমস্ত এলাকা ছেড়ে দেবে, এই সর্তে **ইংরাজ বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাবে; দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশোয়া** বলে ইংরাজরা মানলেই বছরে ১২ লক্ষ টাকা এবং **বরোচ** [জেলার] **রাজস্ব** তারা পাবে। রাঘোবাকে পরিত্যাগ করা হল, **গোদাবরীর ওধারে** তিনি থাকলে মারাঠাদের কাছ থেকে বছরে ৩ লক্ষ টাকা পাবেন। **বোম্বাই সরকার** কিন্তু **সুরাটের সন্ধিতে** জোর দিয়ে পুরন্ধরের সন্ধি ভঙ্গ করল, সুরাটে রাঘোবাকে আশ্রয় দিয়ে বরোচে পাঠাল সৈন্যবাহিনী। রাজপ্রতিনিধিরা যুদ্ধ ঘোষণা করলেন; ইংরাজরা রাঘোবাকে প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিল বোম্বাই'তে। কিছুকাল পরে **ইংলণ্ডে ডিরেক্টরদের কোর্ট থেকে** একটি **বার্তা** এল **বোম্বাই সরকারের** কাছে, তাতে পুরন্ধরের সন্ধি বাতিল করে সুরাটের সন্ধি মানা হয়েছিল।

১৭৭৮ মাড়োবা ফড়নবীশ — রাজপ্রতিনিধি **নানা ফড়নবীশের** খুল্লতাত ভ্রাতা — **সখারাম বাপুর** সম্মতিক্রমে (ইনি অবশ্য রাঘোবার পক্ষে গোপনে চক্রান্ত করছিলেন) **হোলকারকে** নিয়ে একটি দল গড়ালেন দরবারে। এই দল আবেদন পাঠাল **বোম্বাই সরকারের** কাছে; অনুরোধ মেনে নিয়ে বোম্বাই সরকার কলিকাতায় চিঠি লিখল। **হেস্টিংস** অনুমোদন করলেন, কেননা **নানা ফড়নবীশ** ফরাসীদের পক্ষে ছিলেন, এবং **সুরাটের সন্ধি** অনুসারে কোম্পানি রাঘোবার পদবী মানল। — **নানা ফড়নবীশ পুরন্ধরে**

গিয়ে ঘুষ দিয়ে হোলকারকে দলছাড়া করিয়ে **মাধব রাও'এর পক্ষে** সৈন্যদল জড়ো করে মাড়োবা এবং সখারামকে পরাজিত করলেন, প্রথমকে নিহত করে দ্বিতীয়কে **পুনায়** বন্দী করলেন, জয়লাভের পর তিনি সসৈন্যে যাত্রা করেছিলেন সেখানে। রাঘোবার সঙ্গে পূর্বতন সন্ধি অনুসারে **বোম্বাই সরকার** তাঁর বিবুদ্ধে যুদ্ধ [ঘোষণা] করল।

১৭৭৯ **দ্বিতীয় মারাঠা অভিযান। পুনা** আক্রমণে পাঠানো হল **কর্ণেল এগার্টনকে,** কিন্তু **সিভিলিয়ানরা** বিঘ্ন সৃষ্টি করে (দলের পাণ্ডা ছিলেন **জেনারেল কার্নাক**)। **পুনার** কাছে **সিভিল কমিশনারেরা** ভড়কে গিয়ে রাঘোবা এবং কর্ণেল এগার্টনের [নির্দেশের] বিরুদ্ধে **পিছু হটতে হুকুম দেয়;** সঙ্গে সঙ্গে তাদের আক্রমণ করল রাজপ্রতিনিধির ঘোড়সওয়ারী বাহিনী; সাহসী ক্যাপ্টেন হার্টলি লড়াই চালালেন পশ্চাদভাগের রক্ষী সৈন্যদের নিয়ে, আর অগ্রভাগের 'সিভিলিয়ানরা' 'পৃষ্ঠপ্রদর্শণ করল'। রাত্রিবেলা, তাদের সৈন্যদলের শিবির ছিল বড়গাওঁ'এ, শিবিরের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু হয়, ভীত সন্ত্রস্ত কমিশনারেরা শত্রুপক্ষের সেনাপতি **সিন্ধিয়াকে** তাদের প্রাণে না মারার জন্য কাকুতি মিনতি করল! [অনুরোধ করল] তাদের বাঁচাতে অর্থাৎ হটে যেতে দিতে!

১৭৭৯, জানুয়ারী বড়গাওঁ'এর সন্ধি; রাঘোবাকে সমর্পণ করার (কমিশনারদের এই কাপুরুষতা আগে থেকে আঁচ করে তিনি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলেন সিন্ধিয়ার কাছে) এবং **গত পাঁচ বছরে যা কিছু অধিকার করা হয়েছে তা ফিরিয়ে দেবার** সর্তে বোম্বাইয়ের বাহিনীকে ফিরে যেতে দেওয়া হবে। এ সংবাদে **সর্বোচ্চ সরকার** ক্ষিপ্ত; নূতন সন্ধির প্রস্তাব তারা করল। ইতিমধ্যে **রাঘোবা** পালিয়ে গেলেন **সুরাটে,** যেখানে কর্ণেল **গডার্ড** ছিলেন সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত। **নানা ফড়নবীশ** রাঘোবাকে বহিষ্করণের দাবী করলেন, গডার্ডের প্রত্যাখ্যান, আবার যুদ্ধ।

১৭৭৯ **তৃতীয় অভিযান। গুজরাটে** গেলেন **গডার্ড,** সেখানে তাঁর সঙ্গে যোগ দিল ফতে সিংহ এবং রাঘোবা, [তাঁরা] **আমেদাবাদ** দখল করলেন;

সেখানে **হোলকার এবং সিন্ধিয়ার** নেতৃত্বে মারাঠারা তাঁদের বিরুদ্ধে লড়ে, তাদের পরাজিত করে বর্ষাকালে নর্মদা নদীতীরে শিবির গেড়ে তাঁরা বসলেন।

১৭৮০ আগ্রার কাছে সিন্ধিয়ার অধিকৃত জায়গাগুলির বিরুদ্ধে মহড়ার জন্য **মেজর পপামের অধীনে ছোট একটি সৈন্যদল** [গঠনের] আদেশ দিলেন **হেস্টিংস**। প্রায় খাড়া সুউচ্চ পাহাড়ের উপরে **গোয়ালিয়র** দুর্গ অধিকার করলেন **পপাম**। তার পর পপামের ছোট দলে আরো লোক পাঠানো হল, এবং জেনারেল **কার্নাকের** নেতৃত্বে দলটি মারাঠা শিবির সফলে **আক্রমণ করল রাত্রি বেলায়,** সমস্ত রসদ ফেলে পলায়ন করলেন **সিন্ধিয়া।**

১৭৮০-র শেষের দিক; ভারত থেকে ইংরাজ বিতাড়নের জন্য **মারাঠা এবং মহীশূরবাসীদের মহা সমামেল। হোলকার, সিন্ধিয়া এবং পেশোয়া** (তার মানে প্রকৃতপক্ষে নানা ফড়নবীশ) আক্রমণ করবেন **বোম্বাই, মাদ্রাজে** সসৈন্যে যাবেন **হায়দর আলি,** এবং **নাগপুরের** (বেরার) **রাজা মাধোজী ভোঁসলা** আক্রমণ করবেন কলিকাতা। এর ফলাফলে (১২৮, ১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) —

১৭৮২, ১৭ই মে — সলবাই'এর (গোয়ালিয়রে) সন্ধি: পুরন্ধরের সন্ধির **(১৭৭৬)** পর অধিকৃত সমস্ত এলাকা ফিরিয়ে দিতে হবে ইংরাজদের, যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করে **রাঘোবা** বছরে ৩ লক্ষ টাকা পাবেন, কোথায় তিনি থাকবেন সেটা তাঁর ইচ্ছাধীন। **ছ'মাসের মধ্যে সমস্ত ইংরাজ বন্দীদের ছেড়ে দেবেন, বিজিত জায়গাগুলি ফিরিয়ে দেবেন হায়দর আলি;** তা না হলে **মারাঠারা তাঁকে আক্রমণ করবে।**

হায়দর আলি: ১৭৭০-এ তিনি টাকা দিয়ে মারাঠাদের তুষ্ট করেছিলেন; **শান্ত** হয়ে থাকেন। **১৭৭২-এ রাঘোবা কর্তৃক নারায়ণ রাও'র** হত্যা; গণ্ডগোলের পর তিনি অনাবশ্যক নির্মমভাবে **কুর্গ** আয়ত্তাধীন করেন; মারাঠারা যে **সমস্ত** জেলা তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তার সবগুলি **তিনি ১৭৭৪ নাগাদ** পুনরায় জয় করে নেন। **১৭৭৫-এ** তিনি **বেলারি দখল**

করেন **বাসালত জঙ্গের** (নিজামের ভ্রাতা) কাছ থেকে এবং **১৭৭৬-এ** মারাঠা সেনাপতি **মুরারী রাও'র** রাজ্য **সাভানুর** (বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, দর্ভাসের কাছে) ধ্বংস করেন। **পুনা রাজপ্রতিনিধিরা** ব্যর্থ চেষ্টা করেন তাঁকে বিনষ্ট করার।

১৭৭৮ মহীশূর রাজ্য বিস্তৃত হল কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত।

১৭৭৯ ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা; ফ্রান্সের পক্ষে [নিজেকে] ঘোষণা করেন হায়দর। **ফরাসীদের কাছ থেকে পণ্ডিচেরী এবং মাহে জয় করে নিল ইংরাজরা।**

১৭৮০ মহা সমামেলে যোগ দিয়ে **মাদ্রাজ আক্রমণের** জন্য **প্রস্তুত** হলেন **হায়দর আলি।**

১৭৮০ দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ। ২০শে জুলাই হায়দর চেঙ্গামা গিরিসংকট হয়ে **কর্ণাটকে** এসে ছারখার করে দিলেন জায়গাটা, যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুরতা চলল, জ্বলন্ত গ্রামগুলির ধোঁয়া দেখা যেত মাদ্রাজ থেকে। — **ইংরাজ বাহিনীতে** মাত্র আট হাজার লোক, তিন ডিভিশনে বিভক্ত, ডিভিশনগুলির মধ্যে বেশ দূরত্ব। গুণ্টুরে সেনাধ্যক্ষ **স্যার হেক্টর মনরোর** সঙ্গে মেলবার চেষ্টার সময় **টিপু সাহেবের** নেতৃত্বে মারাঠা অশ্বারোহী বাহিনীর একটি বড়ো দল **কর্ণেল বেইলিকে** পথে আক্রমণ করল। কষ্টে তাঁকে হটিয়ে এগিয়ে চললেন **বেইলি,** কিন্তু তাঁর এবং মনরোর মধ্যকার জায়গায় এসে হাজির হলেন **হায়দর,** —

১৭৮০, ৬ই সেপ্টেম্বর — বেইলির দলকে ঘিরে ফেলে পলিলোর ছোট গ্রামের কাছে **প্রায় নির্মূল করে দিলেন।** — **১৭৮০-এর শেষাশেষি** হায়দর **আর্কট** দখল করলেন।

১৭৮১, জানুয়ারী স্যার আয়ার কূট আরো সৈন্য নিয়ে জলপথে এলেন কলিকাতা থেকে; **কুদালোরের** কাছে **পোর্টো নোভো'তে** হায়দরকে আক্রমণ করে সবিশেষ জয়লাভ করলেন।

১৭৮১, জুলাই কর্ণেল পার্স'এর অধীনে বঙ্গ বাহিনী নাগপুরের রাজার সহায়তায় উড়িষ্যা হয়ে এসে, **পুলিকটে** কূটের সঙ্গে মিলল, **পলিলোর**

ছোট গ্রামের কাছে (পুলিকটের নিকট) হায়দরের সঙ্গে উভয়ের **নিষ্ফল লড়াই।**

২৭শে সেপ্টেম্বর সলিঙ্গরের (উত্তর আর্কট, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি) কাছে কূটের চূড়ান্ত জয়; পরে বর্ষাকালে তিনি মাদ্রাজের কাছে সেনানিবাসে চলে আসেন।

১৭৮১-র শেষের দিকে—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্ট [হলেন] **লর্ড মেকার্টনি (স্যার টমাস রামবোল্ডের জায়গায়)।** তাঁর প্রথম কাজ, **নাগপটনমের ওলন্দাজ দুর্গ আক্রমণ ও বিনষ্ট** এবং **সেখানকার ওলন্দাজ কুঠি ধ্বংস করা; দক্ষিণে ওলন্দাজদের ব্যবসাবাণিজ্যের সম্প্রসারে ঈর্ষান্বিত ডিরেক্টরদের কোর্টের গোপন নির্দেশে** এটা [করা হয়]। তাছাড়া **তেলিচেরিতেও** ইংরাজদের সামান্য সাফল্য। **মালাবার উপকূল আক্রমণের জন্য হায়দর আলি কর্ণাটক জয়ের** চেষ্টা ছেড়ে দিলেন।

১৭৮২ সিংহলে ওলন্দাজদের তিরুকোণমালাই বন্দর দাবাবার পর ফিরতি **ইংরাজ নৌবহরের সঙ্গে ফরাসী নৌবহরের সাক্ষাৎ** পোর্টো নোভো'র অদূরে; নৌযুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত হল না; ছোট একটি ফরাসী দল **পণ্ডিচেরীতে** নেমে যোগ দিল **হায়দর আলির** সঙ্গে।

১৭৮২, জুলাই নাগপটনমের অনতিদূরে দুটি নিষ্ফল **নৌযুদ্ধ। — একটি ফরাসী বাহিনী পয়েণ্ট দ্য গলে (সিংহলে)** নেমে **তিরুকোণমালাই'তে** গিয়ে **সহর পুনরায় দখলে এনে সেখানকার** [ইংরাজ] **রক্ষী সৈন্যদলকে ধ্বংস করল।** সিংহলের কাছে ফরাসী নৌবহরের বিরুদ্ধে **এ্যাডমিরাল হিউ'এর** আক্রমণ নিষ্ফল; [নৌবহর নিয়ে] **হিউ বোম্বাই** [গেলেন], **সমুদ্র** ছেড়ে দিয়ে গেলেন **ফরাসীদের একাধিপত্যে।**

১৭৮২-র শেষের দিকে টিপু সাহেব পালঘাটে (কয়ম্বটোরের কাছে) ইংরাজদের সুরক্ষিত ঘাঁটি আক্রমণ করেন; ঘাঁটি দখলের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হল, **৭ই ডিসেম্বর** পর্যন্ত [সেনানিবাস] অবরোধ করে রইলেন, তখন **হায়দর আলির হঠাৎ মৃত্যুর** সংবাদ পেয়ে তিনি সমস্ত সৈন্য নিয়ে গেলেন মহীশূরে।

১৭৮২, ৬ই ডিসেম্বর ৮০ বছর বয়সে হায়দর আলির মৃত্যু। তাঁর মন্ত্রী, খ্যাতনামা অর্থবিদ **পূর্ণায়া** টিপু না আসা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু সংবাদ গোপন রেখেছিলেন।

. . . .

১৭৮২, ডিসেম্বর টিপু সাহেবের সিংহাসনারোহণ, [তিনি] ১,০০,০০০ লোকের চমৎকাব একটি সৈন্যবাহিনী এবং টাকা ও রত্নের বিরাট একটি ভাণ্ডার পান।

১৭৮৩, ১লা মার্চ টিপু — প্রথমে বিনা বিঘ্নে নিজের শক্তি জড়ো করে — পশ্চিম উপকূলে গেলেন **মাঙ্গালোর** আক্রমণের জন্য।

১৭৮৩, জুনের প্রথম দিক — উত্তমাশা অন্তরীপের পূর্বে সমস্ত ফরাসী সৈন্যবাহিনীর নেতা তখন **বুসি,** একটি সৈন্যদল নিয়ে [তিনি] **কুদালোরে** নেমে দেখলেন, **টিপু** গেছেন পশ্চিম উপকূলে, হায়দর আলি মৃত; তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করলেন **জেনারেল স্টুয়ার্ট** (স্যার আয়ার কূটের জায়গায় তিনি এসেছিলেন);

১৭৮৩, ৭ই জুন অনেক লোকসান দিয়ে **কুদালোরের বহির্ঘাঁটি** ইংরাজরা দখল করে। — সেই দিন কুদালোর থেকে অদূরে **নৌযুদ্ধ** [হল], এতে **এ্যাডমিরাল হিউ** হেরে গিয়ে মাদ্রাজে ফিরে গেলেন [নৌবাহিনী] ঠিকঠাক করার জন্য, এদিকে ফরাসী বিজেতা **সুফ্রে'ই** ২,৪০০ নৌ পদাতিক ও নাবিক নামালেন বুসির বাহিনীতে একটি ব্রিগেড হিসেবে যোগ করার জন্য।

১৮ই জুন ফরাসীদের বীরবিক্রমে হামলা (দলে ছিলেন **সার্জেণ্ট বার্নাডট,** পরে সুইডেনের রাজা) প্রতিহত; এরপর **ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্ধির খবর** আসাতে জেনারেল স্টুয়ার্ট মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করলেন; নিজের ঘাঁটি মজবুত করলেন **বুসি।** ইতিমধ্যে **বোম্বাই সরকার** কর্তৃক প্রেরিত অভিযান **বেদনোর** এবং মালাবার উপকূলে আরো অনেক জায়গা অধিকার করে। **টিপু** বেরিয়ে **বেদনোর আবার দখল ক'রে** [সেখানকার] রক্ষিদলকে জেলে পাঠিয়ে **মাঙ্গালোর** (১,৮০০ জন লোক) অবরোধ করলেন ১,০০,০০০ লোক এবং ১০০ কামান নিয়ে; **ন'মাস প্রতিরোধের পর**

আত্মসমর্পণ করতে হল সহরটাকে। — একই সময়ে **কর্ণেল ফুলার্টন** অভিযান চালান **মাদ্রাজ থেকে মহীশূরে, কয়ম্বটোর** দখল করে **শ্রীরঙ্গপটনমে** অগ্রসর হচ্ছেন, এমন সময়ে **লর্ড মেকার্টনি** তাঁকে প্রত্যাহার করে **সন্ধির কথাবার্তা** শুরু করলেন নির্বোধের মতো [১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য]।— উভয় পক্ষ যুদ্ধ থামাবে, প্রথমে এই ছিল সর্তের ভিত্তি; মেকার্টনি **ইংরাজ সৈন্যদের ফিরিয়ে আনলেন, টিপু** আশেপাশের এলাকা বিধ্বস্ত করে **চললেন**; কমিশনারদের উপর বলপ্রয়োগ করে তাদের ততদিন যেতে দেননি যতদিন না তারা তাঁর আদেশমতো **মাঙ্গালোর সন্ধি** সই না করল, [তার] ভিত্তি [হল] অধিকৃত জায়গা পরস্পরকে ফিরিয়ে দেওয়া।

১৭৭০—১৭৭৫ মিঃ উইঞ্চ, মাদ্রাজের প্রেসিডেণ্ট। তাঞ্জোরে জঘন্য ব্যাপার* (১৩৪ পৃষ্ঠা)।

১৭৭৫—১৭৭৭ লর্ড পিগট, মাদ্রাজের প্রেসিডেণ্ট। এই 'বৃদ্ধ' ব্যক্তিটি (ডিরেক্টরদের আদেশে) শুধু যে **'কোম্পানিকা নবাব'** (কর্ণাটকের) **মহম্মদ আলি** কর্তৃক অপহৃত রাজ্য **তাঞ্জোরের রাজাকে ১৭৭৬**-এ প্রত্যার্পণ করলেন তা নয়, সরকারী বিভাগের নানা শাখায় **দুর্নীতি ও তহবিল তছরূপ** [দমনে] হাত দিলেন; বিশেষ করে, **তাঞ্জোর রাজস্বের একাংশ মিথ্যা করে জনৈক পল বেনফিল্ড** দাবী করায় 'কুত্তাটির' বিরুদ্ধে **তিনি তদন্ত চালান। কাউন্সিল** সব সময় প্রেসিডেণ্টের বিরোধী, তাঁকে অত্যন্ত অপমান করে, **দুজন সদস্যকে তিনি সসপেন্ড করলেন,** সংখ্যাগরিষ্ঠেরা **পিগটকে জেলে পুরে! তাঁকে জোর পাহারায় আটক রেখে দিলেন** মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত। এর জন্য — প্রেসিডেণ্টকে হত্যার জন্য — কোনো সাজা দেওয়া হয়নি!

১৭৭৭—১৭৮০ স্যার টমাস রামবোল্ড, মাদ্রাজের প্রেসিডেণ্ট। তাঁর বিরুদ্ধে

* উইঞ্চের প্রশাসনে তাঞ্জোর দখলিত ও লুণ্ঠিত হয়, নামে কর্ণাটকের নবাব দ্বারা কোম্পানির সৈন্যদের সাহায্যে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি ও ইংরাজ সুদখোররা এ কাজটা করে। লুঠের সবচেয়ে বেশী বখরা পায় নবাবের ব্যক্তিগত 'পাওনাদার'রা, এতে লণ্ডনে কোম্পানির ডিরেক্টরদের কোর্ট অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়।

নানা চক্রান্ত (১৩৫—১৩৮ পৃষ্ঠা), তাঁর জায়গায় **লর্ড মেকার্টনি**, এলেন **১৭৮১-র শেষের দিকে।**

১৭৮৩—১৭৮৫ ওয়ারেন হেস্টিংস'এর প্রশাসনের অবসান। চতুর্দিক থেকে উৎপীড়িত **হেস্টিংস ভয়ঙ্কর মেজাজ দেখালেন। সুপ্রিম কোর্টের** ব্যবহার ন্যক্কারজনক, তারা নিজেদের প্রশাসনের সমস্ত বিভাগের সর্বময় কর্তা মনে করত, এবং **সরকারের সমস্ত কাজের 'বিচারক'** বলে জাহির করত। শুধু **রাজস্ব আদায়কারী** হিসেবে যেন **জমিদারদের** দেখা হয়, এ মর্মে প্রনিয়ম জারি করে সরকার, **বকেয়া পড়লে তারা গ্রেপ্তার এবং শাস্তিযোগ্য;** অত্যন্ত অধৈর্যভাবে এ প্রনিয়ম প্রতিপালন করে **ইংরাজ বিচারকরা** প্রায়ই **শক্তিশালী তথাকথিত জমিদারী রাজাদের** ধরে কারাগারে নিক্ষেপ করত, সামান্য তহবিল ঘাটতির জন্য **তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করত যেন তারা ছিঁচকে অপরাধী।** এ ভাবে জমিদারদের পসার কমে গেল, **প্রায়ই রাইয়তরা তাদের খাজনা দিতে নারাজ হত;** ফলে **রাইয়ত প্রসঙ্গে জমিদারদের আরো বেমালুম নিপীড়ন এবং অন্যায় আদায়!**

প্রথম জর্জ (১৭২৬) এবং **তৃতীয় জর্জের** (১৭৭৩) **যে দুটি সনদ অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট** প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে **ইংলণ্ডের** সমস্ত **সাধারণ আইন** তখন **ভারতে বলবৎ;** আকাটমূর্খ ইংরাজরা কঠিনভাবে এ আইন মেনে চলার ফলে **দেশীয় লোকেরা** (১৩৯ পৃষ্ঠা তুলনীয়) এমন সব অপরাধের জন্য **ফাঁসি কাঠে ঝুলত** যেগুলো তাদের আইনে কিছু নয়!

বিচারসাপেক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে জামিন চাইবার যে ইংরাজী প্রথা তার থেকে উদ্ভব হয় **কাশীজোরা মামলা;** এই ক্ষেত্রে **রাজস্বসংক্রান্ত একটি মামলা সুপ্রিম কোর্টে** আনা হয় কাশীজোরার (১৩৯,১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) রাজার (অর্থাৎ জমিদার) বিরুদ্ধে (এই মামলায় **বেলিফরা অন্তঃপুরে** অশালীন প্রবেশ করে **তিনি যাতে কোর্টে হাজির হন তার জামিন** হিসেবে **পরিবারের বিগ্রহ** নিয়ে যায়)। কাশীজোরার পক্ষ নিয়ে হেস্টিংস একটি আদেশ জারি করেন এই মর্মে যে, স্বেচ্ছায় **সুপ্রিম কোর্টের অধিকারক্ষেত্র মানতে না চাইলে দেওয়ানী মামলায় দেশীয় লোকেরা তার আওতার বাইরে**

বলে নিজেদের গণ্য করবে, এতে 'বিচারালয় অপমানের' জন্য সুপ্রিম কোর্ট শমন জারী করল **কাউন্সিল এবং গভর্নর-জেনারেলকে।** বিন্দুমাত্র পরোয়া করলেন না হেস্টিংস।

রাজস্ব সংগ্রহের নবব্যবস্থা ও 'ওয়ারেন হেস্টিংস'এর বিধিসংহিতা' (১৪০ পৃষ্ঠা)। (অন্যান্য জিনিসের মধ্যে **তিনি রাজস্বের ব্যাপারকে নাগরিক প্রশাসন থেকে আলাদা করেন,** প্রথমটির নাম দিলেন **'সাময়িক আদালত'** এবং শেষেরটির **'জেলা আদালত',** এবং দুটির উপরে **আপীল কোর্ট** হিসেবে বসালেন **'সদর দেওয়ান-ই-আদালত';** এতে প্রধান বিচারপতি হিসেবে তিনি নিযুক্ত করলেন **স্যার ইলাইজা ইম্পেকে।**)

১৭৮৪ চৈৎ সিংহের ব্যাপার, তাঁকে হেস্টিংস **বারাণসীর রাজা** করেছিলেন (১৪০, ১৪১)।

ফৈজুল্লা খাঁ'র ব্যাপার। অযোধ্যার নবাব, **আসফ-উদ-দৌলার** সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত, এটি অনুসারে **অযোধ্যায় ইংরাজ সৈন্যদলের খরচা তিনি জোগাবেন;** [সৈন্যদল] কমানো হয় এবং কয়েকটি অধিকার উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট হয়; **চুক্তির তৃতীয় অনুচ্ছেদ হাফিজ রহমতের** (রোহিলা) **ভ্রাতুষ্পুত্র ফৈজুল্লা খাঁ** সংক্রান্ত; চুক্তি অনুসারে তিনি রোহিলাদের প্রধান সেনাপতি হলেই কোম্পানির বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য তাঁর ৩,০০০ লোক জোগাড় করার কথা; পরে ৫,০০০ লোক দাবী করেন হেস্টিংস, **ফৈজুল্লা খাঁ** বললেন, তিনি পারবেন না। **অযোধ্যার সঙ্গে চুক্তির তৃতীয় অনুচ্ছেদ** [অনুসারে] হেস্টিংস দাবী করলেন যে, যেহেতু **রোহিলখণ্ড** ফৈজুল্লার 'সামন্ত অধিপতি' অযোধ্যার নবাবের **জায়গীর** মাত্র, সেহেতু সেটা নিয়ে নেওয়া উচিত [শেষোক্তটির]; পরে **১৫ লক্ষ** টাকা দিয়ে তিনি [ফৈজুল্লা খাঁ] পুনরায় এটি ফিরে পান; তারপর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন হেস্টিংস।

১৭৮৫ কলিকাতায় পদত্যাগ করে **ইংলণ্ডে** [হেস্টিংস'এর প্রত্যাবর্তন]; ইংলণ্ডে তাঁর দুর্গতি; **পিট তাঁর শত্রু;** সে কারণে বার্কের (পিটের লোক) বাগাড়ম্বর (১৪২,১৪৩ পৃষ্ঠা তুলনীয়)। **১৮১৮-এ (৮৬ বছর বয়সে)**

হেস্টিংস'এর মৃত্যু। (পিটের অপ্রিয় **রাজ্যাধিকার নীতি** ছাড়া হেস্টিংস'এর আর একটি গুরু অপরাধ হল এই যে, তিনি **ভারতে কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন,** উদ্দেশ্য ছিল এই 'ইতর দঙ্গলটার' বলপূর্বক আদায় বন্ধ করা, এরা মাইনের মারফতে নয়, **হিন্দুদের কাছ থেকে বলপূর্বক অর্থগ্রহণে** বড়োলোক হবার ফিকির দেখত।)

. . . .

[বৃটেনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মকাণ্ড]

১৭৮০, মার্চ — প্রতি তিন বছর পরপর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে বিশেষাধিকার তার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল; পার্লামেণ্টের এ্যাক্‌ট্‌ অনুযায়ী সেই অধিকারগুলো বাড়ানো হল **১৭৮৩ পর্যন্ত;** সরকারী ঋণ বাবদ, দেশের যা পাওনা সেটা আংশিকভাবে মেটাবার জন্য সরকারী কোষে কোম্পানিকে দিতে হল ৪,০০,০০০ পাউণ্ড।— হায়দর আলির সঙ্গে যুদ্ধের তদন্ত করার জন্য **একটি গোপন** (পার্লামেণ্টারি) কমিটির গঠন; — **কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের** নানা জুলুম জবরদস্তির বিরুদ্ধে দেশীয় বাঙ্গালীদের **আবেদনপত্র** বিচারের জন্য **দ্বিতীয়** একটি [কমিটি গঠিত]।

১৭৮২, ৯ই এপ্রিল মিঃ হেনরি ডাণ্ডাস, ইস্ট ইণ্ডিয়া ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য (পরে **১৮০৬-এ**, যখন তিনি আর্ল অব মেলভিল, তখন এই **ইতর ব্যাক্তটি** দুর্নীতির অভিযোগে পার্লামেণ্টে অভিযুক্ত হয়, প্রথমটা নর্থ ও ফক্স এবং পরে পিটের পেটোয়া ছিলেন) অত্যন্ত তীব্রভাবে ভারতে শাসন পরিচালনার নিন্দা করেন; **১৭৮২-র মে মাসে** ইনি **ওয়ারেন হেস্টিংসকে প্রত্যাহ্বানের** দাবী জানিয়ে প্রস্তাব করেন, পার্লামেণ্টে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিন্তু সাধারণ সভায় **স্বত্বাধিকারীদের কোর্ট প্রত্যাহ্বানের হুকুম জারি করতে দিল না ডিরেক্টরদের।**

১৭৮২ লর্ড নর্থের মন্ত্রিসভার পতন; **শেলবর্নের** নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা; **১৭৮৩-র এপ্রিল মাসে ফক্স এবং নর্থের কোয়ালিসনের কাছে** তার পতন।

১৭৮৩ (নর্থ ও ফক্সের কোয়ালিসন মন্ত্রিসভা।) ফক্সের 'ভারত বিল' পেশ। আর একটি ঋণের জন্য (প্রথমটা পার্লামেণ্ট মঞ্জুর করে ১৭৭২-এ) কোম্পানির আবেদন, অর্থাভাবের এই দ্বিতীয় স্বীকৃতি নিয়ে দেশে খুব হৈচৈ। **নিজের বিলে ফক্স প্রস্তাব করেন: কোম্পানির সনদ চার বছরের জন্য স্থগিত থাক;** এ সময়ে **ভারতের শাসনকার্য** চালাবেন পার্লামেণ্ট মনোনীত **সাত জন কমিশনার; স্বত্বাধিকারীদের কোর্ট দ্বারা মনোনীত ন'জন সহকারী কমিশনার ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার পরিচালনা করবেন; বংশানুক্রমিক ভূস্বামী বলে জমিদারদের মেনে নেওয়া হবে; যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে ভারত সরকার ইংলণ্ডের একটি নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অধীনে থাকবে।** (শেষটা [সর্তটি] পরে **পিটের বিলের** অন্তর্ভুক্ত হয়। **লর্ড ওয়েলেসলি** তাঁর **ভারত শাসনকালে** এর বিন্দুমাত্র পরোয়া করেননি।) পার্লামেণ্টের নিম্নতর কক্ষে **ফক্সের বিলটি** গৃহীত; **তৃতীয় জর্জ লর্ডদের** হুকুম দিলেন **বিলটিকে নামঞ্জুর করতে,** এরপর —

১৭৮৪, জানুয়ারী — তৃতীয় জর্জ ফক্সকে সদলে পদচ্যুত করেন; নূতন মন্ত্রিসভার **প্রধান হলেন পিট; কোম্পানির** প্রতি **তাঁর মনোভাব বন্ধুসুলভ,** তাদের ব্যবসাবাণিজ্যকে তিনি নানা ভাবে সাহায্য করেন।

১৭৮৪, ১৩ই অগস্ট পিটের 'ভারত বিল'; রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রিভি কাউন্সিলের ছ'জন সদস্য নিয়ে কমিশনারদের একটি বোর্ড গঠিত এবং এই বোর্ডের আদেশ গ্রহণ ও জারির জন্য **তিনজন ডিরেক্টরের একটি গোপন সমিতি** নিযুক্ত হল। **স্বত্বাধিকারীদের কোর্টের হাতে কোনো শাসন ক্ষমতা থাকবে না। যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে পরিচালনা ও সম্পাদনের ক্ষমতা কমিশনারদের বোর্ডের আদেশাধীন থাকবে। রাজ্যগ্রাসী কর্মনীতি নাকচ করতে হবে। ভারত সরকারের অধীনে প্রত্যেক অফিসারকে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার পর সম্পত্তির তালিকা পেশ করতে হবে,** কী ভাবে সেটা হাতে এসেছে তার বিবরণসুদ্ধ। **বিপুল সংখ্যাধিক্যে বিলটি গৃহীত হল ১৭৮৪-এ;** এরপর থেকে **কমিশনারদের**

বোর্ডের সভাপতি হলেন ভারতের সত্যকার স্বেচ্ছাচারী গভর্নর! দুর্বৃত্ত **ডাণ্ডাস** (মেলভিল) এ পদে প্রথম আসেন।

দুর্বৃত্ত ডাণ্ডাসের কাছে প্রথম কেস : **আর্কটের নবাবের** (ওরফে **কর্ণাটকের মহম্মদ আলি**) **ঋণ**। এই **মহম্মদ আলি** [ছিলেন] অতিশয় পানভোজনাসক্ত, লম্পট ও ব্যভিচারী, **নানা ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে অনেক টাকা ধার করে** শোধ দিতেন **বেশ বড়ো বড়ো ভূমিখণ্ডের আয় তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে**। এটা 'বেশ সুবিধাজনক' মনে হত **পাওনাদারদের** কাছে (অর্থাৎ **জুয়াচোর ইংরাজ সুদখোরদের** কাছে); এর ফলে অবিলম্বে এই 'পরগাছা' ব্যক্তিরা **বড়ো ভূস্বামীর স্তরে পৌঁছিয়ে রাইয়ত নিপীড়ন করে অগাধ ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করতে পারত**। এর থেকে এই সব **ভুঁইফোঁড় ইউরোপীয় (অর্থাৎ ইংরাজ) জমিদার** কর্তৃক দেশীয় চাষীদের উপর — অতিমাত্রায় বিবেকবর্জিত — **অত্যাচার**! তারা এবং নবাব সমস্ত কর্ণাটকের সর্বনাশ করে।

১৭৮৫ বদমাইশ **ডাণ্ডাস** (এবং তাঁর নেতৃত্বে কমিশনারদের বোর্ড) এ ব্যাপারের ভার নিয়ে রক্তচোষা ইংরাজ বদমাইশদের যাতে অত্যন্ত সুবিধা হয় সে ভাবে নিষ্পত্তি করলেন। এলাকাটিকে (কর্ণাটক) মহাজনদের কবল থেকে **মুক্তি দেবার ওজুহাতে** তারা প্রস্তাব করল যে, **নবাবের ধারশোধের জন্য ৪,৮০,০০০ পাউণ্ড বরাদ্দ করা হোক** যাতে করে নবাবের মহা উপকার করা **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগে নবাবের সর্বনাশের মূলে** যারা সেই ব্যক্তিগত **সুদখোরদের টাকা শোধ করা যায়। হাউজ অব কমন্সে** হীন ডাণ্ডাসকে দেখিয়ে দেওয়া হল যে, এর ফলে **বেনফিল্ড** প্রমুখ লোকেরা, **যারা একেবারে বিবেকবিরহিত জোট পাকিয়ে কর্ণাটকের ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব জুয়াচুরি করে লুঠ করেছে**, তারা **প্রচুর টাকা পেয়ে যাবে**। হতচ্ছাড়া **পিট মন্ত্রিসভা** — তখনও! — **বিজয় দর্পে হাউজ অব কমন্সে বিলটি পাস করিয়ে নিল**, এবং **এর ফলে শুধু পল বেনফিল্ড একাই কর্ণাটকের রাজস্ব থেকে ৬,০০,০০০ পাউণ্ড পেয়ে গেল!** (ডাণ্ডাস-মেলভিলের কাণ্ড এটি, পরে, ১৮০৬-এর সেই জঘন্য ব্যাপারে

যিনি জড়িয়ে পড়েন!*) দুর্নীতিপরায়ণ ডান্ডাস **ঋণগুলিকে তিন শ্রেণীতে** ভাগ করেন, সবচেয়ে বড়ো শ্রেণী হল **১৭৭৭-এর একীকৃত ঋণ। ওয়ারেন হেস্টিংস** যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন তাতে ১৫ লক্ষে **ঋণশোধ হত, এদিকে ডান্ডাসের পরিকল্পনার ফলে** দিতে **হয় ৫০ লক্ষ!** বিশ বছর পরে **(১৮০৫-এ)** পুরোনো ঋণগুলোর শেষটা যখন শোধ হল তখন দেখা গেল ইতিমধ্যে **মহম্মদ আলি**, যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, **নূতন ৩ কোটি ধার** করে বসেছেন! তখন নূতন তদন্ত শুরু হয়ে **চলে ৫০ বছর, নবাবের ব্যাপারে দাঁড়ি টানার** আগে **১০ লক্ষ পাউন্ড খরচা হয়।** ভারতের দীনদরিদ্র লোকের সঙ্গে এ ছিল ব্রিটিশ সরকারের ব্যবহার — পিটের আইনের পর শাসনক্ষমতা ছিল তাদেরই হাতে [ভারতে], কোম্পানির নয়!

(চ) লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রশাসন, ১৭৮৫ — ১৭৯৩

১৭৮৫ — ১৭৮৬ ওয়ারেন হেস্টিংস'এর অবসরগ্রহণের পর কলিকাতা কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ সদস্য **স্যার জন ম্যাকফরসন** সাময়িকভাবে গভর্নর-জেনারেল হন; আর্থিক সংস্কারে তিনি সরকারী ঋণ ১০ লক্ষ পাউন্ড কমান। **গভর্নর-জেনারেল** হিসেবে **লর্ড মেকার্টনির** মনোনীত হবার কথা ছিল, কিন্তু পার্লামেন্টে **ডান্ডাসকে বিরোধিতা করাতে** সঙ্গে সঙ্গে [এ সংকল্প] ত্যাগ করা হয়।

১৭৮৬ কলিকাতায় **কর্নওয়ালিসের** আগমন। — অযোধ্যার নবাব **আসফ-উদ-দৌলা নিজের এলাকায় ব্রিটিশ সৈন্যদল রাখার দরুন** যে খরচা তাঁর উপরে চাপানো হয়েছিল সেটা কমিয়ে দেবার জন্য আবেদন করেন; সেটা **৭৪ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ** করেছিলেন কর্নওয়ালিস **রেসিডেন্টের** উপদেশ সত্ত্বেও, তিনি বলেন যে, আসফ বাড়তি টাকাটা **বাইজী আর শিকারে**

* ফার্স্ট লর্ড অব দ্য এ্যাডমিরালটি হিসেবে (১৮০৪—১৮০৫) নৌবাহিনীর জন্য বরাদ্দ মোটা সরকারী টাকা তছরুপের অভিযোগে ডান্ডাসের (মেলভিলের) বিচার হয় হাউজ অব লর্ডস-এ ১৮০৬-এ।

উড়িয়ে দেবে। — নিজামের সঙ্গে মিতালি করে **নানা ফড়নবীশ টিপুর** বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালালেন প্রকাশ্যভাবে। ৪৫ লক্ষ টাকা দিয়ে তাঁকে শান্ত করলেন টিপু।

১৭৮৮ ব্রিটিশ সৈন্য **গুণ্টুর সরকার** নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নিল। ব্যাপার ছিল এই, **১৭৬৮-এর সন্ধি** অনুসারে নিজাম কথা দিয়েছিলেন যে, এই প্রদেশের শাসনকর্তা **বাসালত জঙ্গের** মৃত্যুর পর গুণ্টুর সরকার কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়া হবে; বাসালত জঙ্গের মৃত্যু হয় **১৭৮২-তে।**— নিজাম তখন দাবী করলেন যে, এবার **সন্ধির অন্য অংশটি প্রতিপালন করা** উচিত ইংরাজদের, অর্থাৎ **হায়দর আলির বংশের কাছ থেকে কর্ণাটক বালাঘাট জয় করে নেওয়া,** যাতে করে সেটার রাজস্ব থেকে মারাঠাদের **চৌথ** তিনি দিতে পারেন! কিন্তু **ইংরাজরাই** নিজেরা **পরপর দুটি সন্ধিতে** হায়দর এবং টিপুকে **কর্ণাটক বালাঘাটের** সার্বভৌম রাজা বলে মেনে নিয়েছিলেন! কর্নওয়ালিস —

১৭৮৮ — কথা দিলেন যে, ইংলণ্ডের সঙ্গে মিত্রতা নেই এমন যে কোনো শক্তির বিরুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যরা সাহায্য করবে নিজামকে এবং **ইংরাজদের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণাটক বালাঘাট হস্তান্তর করা হবে!** কর্নওয়ালিসের এই **দুমুখোনীতিতে টিপু সুলতানের** সাতিশয় ক্রোধ!

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মিত্র **ত্রিবাঙ্কুরের রাজা কোচিনে ওলন্দাজদের কাছ থেকে দুটি নগরী** কিনে সুরক্ষিত করেছিলেন; **কোচিনের** কর্তা, টিপুর অধীনে যিনি, টিপুর নির্দেশে ঘোষণা করলেন এ দুটি নগবী তাঁর। রাজা আবেদন পেশ করলেন ইংরাজদের কাছে আর কোচিনের কর্তা টিপুর কাছে; শেষোক্তটি ত্রিবাঙ্কুরের ব্যূহ আক্রমণ করে রাজার কাছে পরাজিত। — **টিপু ও ইংরাজদের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা।**

১৭৯০ কর্নওয়ালিসের 'ত্রিপক্ষীয় চুক্তি', অর্থাৎ **নানা ফড়নবীশ ও নিজামের** সঙ্গে আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার ভিত্তিতে মিত্রতা।

১৭৯০—১৭৯২ তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯১-এ **কর্নওয়ালিস** নিজে সৈন্য পরিচালনা করেন)। শ্রীরঙ্গপট্‌নমের বহিপ্রাচীর আক্রমণে দখল হবার

পর (**ফেব্রুয়ারী, ১৭৯২**) **টিপু** হার মানলেন; তাঁকে দিতে হল **নিজের এলাকার অর্ধেক, যুদ্ধ খরচার** জন্য মিত্রদের **৩০ লক্ষ** পাউন্ড, দুজন পুত্রকে **জামিন** হিসেবে রাখতে হল ইংরাজদের অধীনে এবং **মারাঠাদের** দিতে হল **৩০ লক্ষ টাকা**। আশেপাশের এলাকাসুদ্ধ **দিন্দিগুল** এবং **বড়মহল** এবং বোম্বাইয়ের কাছে **কিছু** জায়গাজমি নিল **কোম্পানি;** টিপুর এলাকার বাকিটা থেকে **পেশোয়া** পেলেন এক-তৃতীয়াংশ (কর্ণাটক বালাঘাট এর অন্তর্গত) এবং নিজাম অন্য এক-তৃতীয়াংশ। **হাউজ অব কমন্সে** কর্নওয়ালিসের **রাজ্যগ্রাসনীতির** বিরুদ্ধে **অভিযোগ** বিফল হল; উপরন্তু, তাঁকে **মারাকিস** করা হয়।

১৭৯৩, সেপ্টেম্বর ফরাসীদের শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা **পণ্ডিচেরী কর্ণেল ব্রেথওয়েট কর্তৃক অধিকৃত**... কর্নওয়ালিসের ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন। — তাঁর বিচারব্যবস্থা সংস্কার (১৫৬-১৫৮ পৃষ্ঠা)।

১৭৮৪—১৭৯৪ সিন্ধিয়ার কর্মাবলী। ১৭৮২-র সলবাই (গোয়ালিয়রে) **সন্ধির** ফলে তিনি **দক্ষিণ ভারতে** বিপুল ক্ষমতা অর্জন করেন (৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)*।

১৭৮৪ সিন্ধিয়া দিল্লীতে গিয়ে সাক্ষীগোপাল সম্রাট **শাহ আলমকে** (দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র, একদা বীর শাহজাদা) দিয়ে নিজেকে '**সাম্রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা**' পদবী এবং বাদসাহী বাহিনীর প্রধান অধিনায়কের ভার দেওয়ালেন, **আগ্রা এবং দিল্লী** এই দুটি **প্রদেশ** উপহারস্বরূপ দিতে বাধ্য করলেন। — **রাজপুতদের আক্রমণ করাতে** ভীষণ পরাজয় ঘটে [তাঁর]; তাঁর 'বাদসাহী' সৈন্যদল সদল বলে শত্রুপক্ষে যোগ দেয়।

১৭৮৭ সিন্ধিয়াকে আক্রমণ করলেন **ইসমাইল বেগ** (পূর্বতন প্রধান শাসনকর্তা **মহম্মদ বেগের ভ্রাতুষ্পুত্র**); আগ্রা দখল করলেন ইসমাইল, **গুলাম কাদেরের** (জবিত খাঁর পুত্র) নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী **রোহিলা দল** তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। সিন্ধিয়া দিল্লী থেকে অগ্রসর হলেন; মিত্রদের আক্রমণ, [তাঁর] পরাজয়; রোহিলারা গেল উত্তর দিকে; ইসমাইল বেগের

* এই সংস্করণের ১০৭ পৃষ্ঠা।

ছোট সৈন্যদলকে সিন্ধিয়া হারালেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বন্য লুঠেরা রোহিলারা দিল্লী অধিকার করে দুমাস ধরে লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে অবশেষে বন্দী **শাহ আলমকে** অন্ধ করে দিল; এবার **ইসমাইল বেগ** সিন্ধিয়ার সঙ্গে মিত্রতা করলেন।

১৭৮৮ দুই মিত্র একসঙ্গে দিল্লী জয় করলেন; **আলম শাহকে** সিংহাসনে পুনরায় বসানো হল, **গুলাম কাদেরকে** যন্ত্রণা দিয়ে মারা হল, দামী জায়গীর দিয়ে তুষ্ট করা হল ইসমাইল বেগকে। দিল্লীর প্রকৃত শাসনকর্তা সিন্ধিয়া **ফরাসী, ইংরাজ এবং কয়েকজন আইরিশ অফিসারের** অধীনে চমৎকার একটি সিপাহী বাহিনী গঠন করলেন, বড়ো বড়ো ঢালাই'এর কারখানা বসিয়ে অসংখ্য কামান তৈরী করালেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৭৯১ রাজপুতদের বিরুদ্ধে সিন্ধিয়ার সফল **অভিযান**। — **মুঘল সাম্রাজ্য মারাঠাদের** কাছে হস্তান্তরিত করার উদ্দেশ্যে —

১৭৯২ — তিনি **শাহ আলমকে** বলে **উত্তরাধিকারী শাসনকর্তা** পদবী গ্রহণ করলেন **নিজের এবং বংশধরদের** জন্য এবং **'ভকিল-ইল-মুতলক' (সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি)** পদবী দেওয়ালেন **পেশোয়াকে**। নিজে **পুনায়** গিয়ে উপরোক্ত সম্মানে **পেশোয়াকে** ভূষিত করার পর পেশোয়া নিজের রাজ্যে পদমর্যাদায় তাঁকে উজীর **নানা ফড়নবীশের** সমতুল্য করে দেন। তখন থেকে 'সে-যুগের সবচেয়ে সেয়ানা এই রাজনীতিজ্ঞ' এবং সিন্ধিয়া ও তাঁর বংশধরদের ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে মারাঠাদের পরবর্তী ইতিহাসের আবর্তন।

১৭৯৩ মারাঠা অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার দিক দিয়ে যিনি দ্বিতীয় সেই **হোলকারের পরাজয় ঘটল সিন্ধিয়ার** কাছে যুদ্ধে; শেষোক্তটি তখন **হিন্দুস্থানের সর্বশক্তিমান কর্তা** হয়ে দাঁড়ালেন।

১৭৯৪ মাধোজী **সিন্ধিয়ার** অকস্মাৎ মৃত্যু; তাঁর সমস্ত পদবী এবং পদ পেলেন **তাঁর ভ্রাতার নাতি দৌলত রাও সিন্ধিয়া**।

. . . .

১৭৮৬—১৭৯৩ পার্লামেণ্টারি কার্যবাহ: কাউন্সিলের পরামর্শ বিনা নিজের দায়িত্বে বিধান জারি করার ক্ষমতা **গভর্নর-জেনারেলকে** দিয়ে

একটি আইন পাশ হল ১৭৮৬-তে; যিনি পরে গভর্নর-জেনারেল হন সেই **ওয়েলেসলির** কাছে এটা 'comme il faut' বলে ঠেকেছিল; **ওয়ারেন হেস্টিংস** যে সব বাধায় উত্ত্যক্ত হয়েছিলেন সেগুলির হাত থেকে [গভর্নর-জেনারেলকে] উদ্ধার করার জন্য **আইনটি পাশ করা হয়।**

১৭৮৮ ডিক্লেরেটরি এ্যাক্ট, রাজার **প্রতিভূ কমিশনারদের বোর্ড** এবং কোম্পানির **ডিরেক্টরদের বোর্ডের** মধ্যে সংঘাতের ফলে এর উৎপত্তি; মন্ত্রিসভা হুকুম দেয় ভারতে বিশেষ কাজের জন্য চারটি নূতন রেজিমেণ্ট গঠিত করা হবে, তাদের যাত্রা এবং খাইখরচ দিতে অস্বীকার করে **কোম্পানি।** টাকা জোগানোর আদেশ কোম্পানিকে দিল **কমিশনারদের বোর্ড, ডিরেক্টররা** জানাল যে, অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রধান শাসন **ক্ষমতা** তাদের হাতে। **এমন কি ১৭৮৪-তেই** পিট বলেছিলেন (এবং আবার এখনও) যে, মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যতে **ভারত শাসনের সমস্ত ভার জাতির হাতে তুলে দেওয়া।** পার্লামেণ্টে দারুণ বিতর্ক। **ডিক্লেরেটরি এ্যাক্ট** শুধু **১৭৮৪-র আইনকে** বলবৎ করে রাজ্য সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে **কোম্পানির আচরণ পরিচালনার ক্ষমতা** দেয় কমিশনারদের বোর্ডকে। **১৭৯৩-তে কোম্পানির বিশেষাধিকার** নূতন একটি সনদে ২০ **বছরের জন্য বাড়ান হল।**

. . . .

[জমিদারদের স্বার্থে রাইয়ত জমি বাজেয়াপ্ত, ১৭৯৩]*

•

বঙ্গের ভূমি জমিদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে স্বীকৃত হয় —

১৭৯৩ — বঙ্গের গভর্নর-জেনারেল লর্ড **কর্নওয়ালিসের** (প্রশাসনকাল **১৭৮৬—১৭৯৩**) আদেশে প্রথম **কিস্তোয়ার-জরিপের** সময়ে। (**১৭৬৫-তে**

* এই শিরোনামাঙ্কিত অনুচ্ছেদটি, এখান থেকে পৃষ্ঠার ১২৬ ডট্ চিহ্নিত **অংশ** পর্যন্ত ছিল মার্কসের ঐ একই নোট বইতে, (৬৮, ৭০ পৃঃ), '(ঙ) বৃটিশ প্রভুত্ব ও ভারতের জাতীয় সম্পত্তির ওপর তার প্রভাব' নামক অংশে।

ইংরাজরা দেখে যে, 'রাজস্ব আদায়কারীরা', অর্থাৎ জমিদাররা **জমিদারী-রাজার** স্থান দাবী করছে, এ ক্ষমতা মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতির কালে তারা ক্রমশ আয়ত্ত করে।) (তাদের ভূমি বন্দোবস্তের **বংশানুক্রমিক** ধারার কারণ এই যে, ভূমি বন্দোবস্তের প্রকৃতি নিয়ে মুঘল-ই-আজমরা মাথা ঘামাতেন না, **বাৎসরিক খাজনা** পেলেই হল; **বছরে এ খাজনা** ছিল **একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা** -- ধরা হত সেটা জেলার নিজস্ব প্রয়োজন মেটাবার পর বাৎসরিক উৎপাদন। এর ওপর জমিদারের আর যা কিছু আদায় তা হল তার নিজস্ব, **সেজন্য সে রাইয়তদের শোষণ করত**।) লুণ্ঠনের দ্বারা অর্জিত ভূমি ও অর্থসম্পদ, সৈন্য এবং শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা তাদের [জমিদারদের] হাতে থাকাতে তারা নিজেদের **রাজা** বলে স্বীকৃত হবার দাবী জানায়। ইংরাজ সরকার (১৭৬৫ [থেকে]) তাদের শুধু **অধীনস্থ তহশীলদার** হিসেবে দেখে আইনের বাধ্যবাধকতার আওতায় আনল, নিয়মিত খাজনা দিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হলেই তারা **হাজতে যাবে বা পদচ্যুত হবে। অপর পক্ষে, রাইয়তদের অবস্থার কোনো উন্নতি করা হল না**; বাস্তবিকপক্ষে তাদের লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন আরো বেড়ে গেল, **সমস্ত রাজস্ব ব্যবস্থায় এল বিশৃংখলা।**

১৭৮৬ ডিরেক্টররা **রাজনীতিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে** আদেশ দিল, **জমিদারদের** সঙ্গে নূতন একটি ব্যবস্থা করা হোক এই স্পষ্ট সর্তে যে, তাদের যা কিছু সুবিধা দেওয়া হবে সেগুলি তাদের **অধিকারগত** নয়, শুধু **সপারিষদ গভর্নরের অনুগ্রহে; জমিদারদের অবস্থা** যাচাই করে রিপোর্ট দেবার জন্য একটি **কমিশন** বসানো হল; জমিদারদের প্রতিহিংসার ভয়ে সাক্ষ্য দিতে রাজী হল না **রাইয়তরা;** জমিদাররা সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ এড়িয়ে গেল, ফলে কমিশনারদের কাজ অচল।

১৭৯৩ কমিশন ছেড়ে দিলেন **লর্ড কর্নওয়ালিস** এবং হঠাৎ, আগে থেকে কিছু না বলে, কাউন্সিলে একটি প্রস্তাব **পাশ করালেন,** সেটি সঙ্গে সঙ্গে আইনে বলবৎ হয়ে গেল, এই মর্মে যে, জমিদাররা **যা সমস্ত** [ভূমি] **দাবী**

করছে তার অধিকারী বলে তাদের মেনে নেওয়া হবে এখন থেকে ... জেলার **সমস্ত ভূমির উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক** বলে [মেনে নেওয়া হবে], **সরকারের জন্য তারা যে সরকারি রাজস্ব আদায় করছিল** সেইটার কোটাটা নয়, [তারা দেবে] রাজকোষে **শুধু এক ধরনের** রাজকর!

পরে যিনি **স্যার জন শোর** রূপে দুর্বুদ্ধি কর্নওয়ালিসের **পদে বসেন** সেই **মিঃ শোর** ভারতীয় **ঐতিহ্যের এই ব্যাপক বিলোপের বিরুদ্ধে** কাউন্সিলে প্রাণপণে প্রতিবাদ করেন; যখন তিনি দেখলেন, কাউন্সিলে সংখ্যাগুরুরা জমিদারদের ভূস্বামী হিসেবে ঘোষণা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (বারবার নতুন বিধান এবং হিন্দুদের পদ (status) নিয়ে ক্রমাগত বিরোধের ঝামেলা থেকে **নিষ্কৃতি পাবার** জন্য শুধু), তখন তিনি **দশসালা বন্দোবস্তের** প্রস্তাব করলেন, কিন্তু কাউন্সিল **চিরস্থায়ী** [ব্যবস্থার] স্বপক্ষে রায় দিল। **কমিশনারদের বোর্ড** এ সিদ্ধান্তের প্রশংসা করল এবং —

১৭৯৩ -- **পিটের মন্ত্রিত্বে 'ভারতের জমিদারদের বংশানুক্রমিক ভূস্বামী হিসেবে চিরস্থায়ীভাবে কায়েম করা'র** বিল পাশ হল। বিস্মিত জমিদারদের কী আনন্দ যখন **১৭৯৩-র মার্চে** এ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল **কলিকাতায়!** এ ব্যবস্থা যতটা অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিত ততটা **বেআইনীও** বটে, কেননা জাতি হিসেবে হিন্দুদের জন্য বিধান সৃষ্টি করা এবং **যতদূর সম্ভব তাদেরি আইন তাদের প্রতি প্রয়োগ করার** কথা ছিল ইংরাজদের। একই সঙ্গে ইংরেজ সরকার **জমিদারদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে প্রতিকারের সুযোগ রাইয়তদের দিয়ে এবং খাজনা বৃদ্ধি থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য** কয়েকটি আইন পাশ করে। দেশের অবস্থা বিবেচনা করলে এগুলি **অকার্যকরী** এবং **অপ্রচলিত** হতে বাধ্য; কেননা **রাইয়তরা** জমিদারদের **এত বেশী** অধীনে ছিল যে, আত্মরক্ষার জন্য কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত তোলার দুঃসাহস তাদের হত কদাচিৎ। — উপরোক্ত বিধিগুলোর একটি হল **জমির খাজনা চিরকালের জন্য ঠিক করে দেওয়া**। এতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, ভোগসর্ত এবং **বাৎসরিক খাজনা কতটা দিতে হবে** সেই সংক্রান্ত একটি লিখিত দলিল বা **পাট্টা** রাইয়তদের

দিতে হবে। এ বিধির ফলে **নূতন জমি চাষ করে ভূসম্পত্তির মূল্য** এবং **যে শস্যের দাম বেশী সেরূপ-শস্য-বোনা-জমির খাজনা** বৃদ্ধি করার অধিকার পায় জমিদাররা।

১৭৯৩ এভাবে **কর্নওয়ালিস এবং পিট কৃত্রিমভাবে** বঙ্গের **গ্রামবাসীদের স্বত্ববিলোপ** করেন (১৬১ পৃষ্ঠা)।

১৭৮৪ ভারতে **'ব্রিটিশ দখল'** এবং 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যাপার' নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্রিটিশ বিধানসভা দৃঢ় হস্তক্ষেপ করল। **এ উদ্দেশ্যে তৃতীয় জর্জের শাসনপর্বের চতুর্বিংশ বৎসরের ২৫ বিধি** গৃহীত হয়, ব্রিটিশ ভারতের সংবিধানের বনিয়াদ হয়ে দাঁড়ায় এটি। **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপের** রাজনৈতিক দিকটা দেখা এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য **ঐ** আইনে **'ভারতীয় ব্যাপার বিষয়ে কমিশনারদের বোর্ড'** প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেটি সাধারণত **'কণ্ট্রোল বোর্ড'** নামে পরিচিত। আইনের **২৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ব্রিটিশ ভারতে রকমারি রাজা জমিদার সামন্ত ভূস্বামী এবং অন্যান্য ভূস্বামীদের** উপর অত্যাচারের **যে কয়েকটি অভিযোগ** চালু হয়েছে **তার সত্যতা** যাচাই করা উচিত **কোম্পানীর**, আর উচিত **'ভারতের আইনকানুন এবং সংবিধান অনুযায়ী ন্যায় ও প্রশমনের নীতিতে'** ভবিষ্যতে ভূমিরাজস্ব আদায় করার চিরস্থায়ী নিয়মকানুনের **প্রতিষ্ঠা।**

১৭৮৬ মার্কিস কর্নওয়ালিস ভারতে [এলেন] গভর্নর-জেনারেল হিসেবে; সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যক্তিটি **ডিরেক্টরদের কোর্ট এবং কন্ট্রোল বোর্ডের** নির্দেশ (ইংলণ্ড থেকেই [এ নির্দেশগুলি] তিনি নিয়ে এসেছিলেন) অনুযায়ী —

১৭৮৭ দেওয়ানী মামলার বিচার এবং ফৌজদারী পুলিশের ক্ষমতা আবার জুড়ে দিলেন আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে, কলেক্টরের মাধ্যমে, যাকে একাধারে **জেলা দেওয়ানী আদালতের (মফস্বল দেওয়ান-ই-আদালত)** বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেট করে দেওয়া হল, কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার বিচারক হিসেবে **কলেক্টরের যে খাস আদালত** তা **দেওয়ানী আদালত**

থেকে স্বতন্ত্র রইল, এখানে **সে রইল সভাপতি**; এ আদালত থেকে আপীল যেত **সদর দেওয়ান-ই-আদালত'এ,** আর তার [কলেক্টরের] রাজস্ব সংক্রান্ত আদালত থেকে [আপীল যেত] শুধু কলিকাতায় অবস্থিত **রাজস্ব বোর্ডের** কাছে।

১৭৯৩ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় কর্নওয়ালিসের **চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে** এ তিনটি প্রদেশের ভূমিরাজস্ব **অতীত সংগ্রহের গড়পড়তা হিসেবে** চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, **খাজনা না দিতে পারলে আনুপাতিক পরিমাণ জমি নিলামে যেত,** অথচ জমিদার **'প্রজাদের কাছ থেকে পাওনা আদায় করতে পারত শুধু আইনের সাহায্যে'।** জমিদাররা অভিযোগ করল যে, **এর ফলে** তারা **নিম্নতর প্রজাদের হাতের মুঠোয় এসে পড়ছে,** কেননা সরকার তাদের কাছ থেকে বছরে যে টাকাটা দাবী করে তাদের জমি কেড়ে নেওয়ার ভয় দেখিয়ে, সে টাকাটা শুধু আইনের ঢিমে তালে তাদের আদায় করতে হয় প্রজাদের কাছ থেকে। সুতরাং **নূতন নিয়মকানুন** চালু করা হল, যার ফলে **কয়েকটি** বিশিষ্ট ক্ষেত্রে, সযত্ন নির্দিষ্ট ধরনে **প্রজাদের গ্রেপ্তার করে খাজনা আদায়ের ক্ষমতা দেওয়া হল** জমিদারকে এবং জমিদারদের উপর তেমনি ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হল **কলেক্টরকে।** এটা [করা হয়] **১৮১২-এ।***

'বন্দোবস্তের' ফলাফল: রাইয়তদের **'গোষ্ঠীগত এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি'** লুণ্ঠনের প্রথম ফল: [তাদের উপর জোর করে চাপানো] 'জমিদারদের' বিরুদ্ধে **রাইয়তদের একটার পর একটা স্থানীয় বিদ্রোহ;** কয়েকটি ক্ষেত্রে **জমিদাররা বিতাড়িত হয়, তাদের জায়গা মালিক** হিসেবে **জুড়ে বসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি;** অন্যান্য ক্ষেত্রে **জমিদাররা গরীব** হয়ে পড়ে, **বকেয়া খাজনা** এবং **ব্যক্তিগত ঋণ শোধ করার জন্য জমি বেচে দেয় স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে।** এর ফলে **প্রদেশের বেশীর ভাগ জমি দ্রুতগতিতে**

* Harrington, Elementary Analysis of the Bengal Laws and Regulations; Colebrooke, Supplement to the Digest of Bengal Laws and Regulations দ্রষ্টব্য। লেখকের টীকা।

করায়ত্ত হল কয়েকটি সহরে পুঁজিপতির, যাদের অতিরিক্ত টাকা ছিল এবং তা তারা সাগ্রহে খাটাল জমিতে।*

(ছ) স্যার জন শোরের প্রশাসন, ১৭৯৩ — ১৭৯৮

(কর্নওয়ালিস অবসর গ্রহণ করলে কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ সদস্য হিসেবে ইনি **সাময়িকভাবে** ভার পান, **কমিশনারদের বোর্ড** তাঁকে **পাঁচ বছরের জন্য গভর্নর-জেনারেল করে।)**

১৭৯৩ গভর্নর-জেনারেলের নির্দেশে, **১৭৯০-এর 'ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে' (টিপু** সাহেবের বিরুদ্ধে) স্বাক্ষরকারীদের একটি **গ্যারাণ্টি 'চুক্তিও'** সই করতে হবে, তাতে এই ক্রোড়পত্র থাকবে যে, **তিনটি শক্তির কেউ** যদি বেআইনী কোনো উদ্দেশ্যে **টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাঁধায়** তাহলে অন্যরা চুক্তি মানতে বাধ্য হবে না। সই করতে নারাজ হলেন **নানা ফড়নবীশ, নিজাম** রাজী হলেন।

১৭৯৪ পেশোয়া, এবং সাধারণত মারাঠারা, নিজামের বিরুদ্ধে লুঠেরা লড়াই চালাল; ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুসারে নিজাম [সাহায্য চাইলেন] **স্যার জন শোরের** কাছে, কিন্তু বিরাট মারাঠা বাহিনীতে ভয় পেয়ে তিনি **প্রত্যাখ্যান করলেন। নিজাম** তখন **ফরাসীদের কাছ থেকে সাহায্য নিলেন,** তারা তাঁকে **দুটি ব্যাটালিয়ন** পাঠায়; তাছাড়া তিনি **১৮,০০০ সিপাহীর** একটি দল গড়ে তুললেন, তাতে অফিসার হল **ফরাসী ভাগ্যান্বেষীরা।**

১৭৯৪, নভেম্বর; পেশোয়া নবীন **দ্বিতীয় মাধব রাও'এর** অধীনে **১৫০টি কামান এবং ১,৩০,০০০ লোক** নিয়ে মারাঠারা মধ্য ভারতে অভিযান

* কভালেভস্কির বই'এর মার্কসকৃত সংক্ষিপ্তসার থেকে অনুচ্ছেদটি নেওয়া। মার্কসের কালপঞ্জীর ঠিক পরে এ সংক্ষিপ্তসার আছে।

করল। (এ বাহিনীতে, জেনারেল দ্য বয়েঁ'র অধীনে ২৫,০০০ লোক দিয়েছিলেন **দৌলত রাও সিন্ধিয়া; বেরারের রাজা** — ১৫,০০০; **হোলকার** — ১০,০০০; **পিণ্ডারীরা** — ১০,০০০; গাইকোয়ার **গোবিন্দ রাও** — ৫,০০০; **পেশোয়া** — ৬৫,০০০)। সংঘর্ষ ঘটে **খর্দায়।**

১৭৯৪, নভেম্বর নিজাম আলি নিদারুণভাবে পরাজিত হয়ে হার মানলেন, কথা দিলেন যে, **তখুনি ৩০ লক্ষ পাউন্ড,** এবং বছরে **৩৫,০০০ পাউন্ড আয়ের জমিজমা** দেবেন আর **নিজের যোগ্যতম মন্ত্রীকে** জামীন রাখবেন মারাঠাদের কাছে। — ইংরাজদের এই 'স্বেচ্ছাচারী নিরপেক্ষতায়' ন্যায়তই ক্রুদ্ধ নিজাম তাঁর বেতনভোগী সমস্ত **ইংরাজ সৈন্যবাহিনী** ভেঙে দিয়ে আরো [কয়েকটি] **ফরাসী ব্যাটালিয়ন** সংগ্রহ করে তাদের ভার দিলেন **রেমণ্ডের** হাতে, হায়দরাবাদে একটি ফরাসী রেজিমেণ্ট রাখার বিনিময়ে ফরাসীদের দিলেন সমৃদ্ধ **কুপ্রা প্রদেশটি। কোম্পানির এলাকার ঠিক প্রান্তে** এ **জায়গাটা অবস্থিত** বলে শোর হস্তক্ষেপ করেন। কয়েকটি ছোটখাটো ঘটনার পর ব্যাপারটা ওইভাবেই রয়ে গেল।

১৭৯৫, অক্টোবর; দ্বিতীয় মাধব রাও'এর আত্মহত্যা; তাঁর জায়গায় এলেন **তাঁর খুড়তুতো ভাই,** চতুর এবং বিবেকজ্ঞান বিরহিত **বাজী রাও (রাঘোবার পুত্র)। — বাজী রাও, নানা ফড়নবীশ এবং সিন্ধিয়ার (দৌলত রাও)** মধ্যে চক্রান্তের (১৬৪-১৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ফলে —

১৭৯৬, ৪ঠা ডিসেম্বর — নিজের ভ্রাতা **চিমনজী** কর্তৃক কিছু কালের জন্য পদচ্যুত **বাজী রাও নিজাম, ফড়নবীশ** ইত্যাদির সহায়তায় আবার ক্ষমতা ফিরে পেলেন **পুনায়;** অতঃপর তিনি **নানা ফড়নবীশকে** পদচ্যুত করে প্রাসাদের **সবচেয়ে নিচের কারাকক্ষে** বন্দী করে রাখলেন; এবার **সিন্ধিয়া'কে** সরাবার পালা; প্রতিশ্রুত **জায়গীর** তাঁকে দিতে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে বাজী রাও **সরজি রাও ঘাটকে'র** (সিন্ধিয়ার বিশ্বাসঘাতক সেনানায়ক) মাধ্যমে **পুনায় সিন্ধিয়ার সৈন্যদের মধ্যে একটি বীভৎস বিদ্রোহ ঘটিয়ে** (এর কথা **ঘুণাক্ষরে জানতেন না** সিন্ধিয়া), পুনার

বাসিন্দাদের সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে তাঁকে ফিরে পাঠালেন উত্তরে।

১৭৯৬ কলিকাতায় কোম্পানির বাহিনীর অফিসারদের (রয়াল বৃটিশ **নয়**) **বিদ্রোহ;** কোম্পানির বেসামরিক বিভাগের কর্মচারীদের চেয়ে **কম মাইনে পেত** এরা; **বেতন বৃদ্ধি** ইত্যাদির দাবী জানায় তারা (১৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। **স্যার রবার্ট এ্যাবারক্রম্বি'র (কানপুরে** সেনাদের ভারপ্রাপ্ত) **হস্তক্ষেপে** বিদ্রোহের অবসান ঘটে। (**ক্লাইভের আমলে ১৭৬৬-র** পর এটি হল দ্বিতীয় émeute*।)

১৭৯৭ মাদ্রাজে মেয়র্‌স্‌ কোর্ট (১৭২৬-এ প্রথম জর্জ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) **তৃতীয় জর্জের ষষ্ঠত্রিংশ** এ্যাক্‌ট দ্বারা নিরাকৃত; **সিটি অব লণ্ডন কোয়ার্টার সেসন্স'এর** (city of London Quarter Sessions) আদর্শে গঠিত 'রেকর্ডার্‌স্‌ কোর্ট' (Recorder's Court) প্রতিষ্ঠিত হয় এর স্থানে। (মেয়র **নামে মাত্র,** রেকর্ডার **আসল** বিচারক।) (১৬৯ পৃষ্ঠা, ১ টীকা দ্রষ্টব্য।)

১৭৯৭ অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ-দৌলার মৃত্যু (আলস্যে ভরা ব্যভিচারী জীবনযাত্রার পর)। তাঁর ঔরসজাত বলে পরিচিত **ওয়াজির আলিকে** সিংহাসনে বসাল **ইংরাজরা।** পরে ইংরাজরাই তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর ভ্রাতা **সাদৎ আলিকে** [সিংহাসনে] বসায়; তাঁর সঙ্গে **চুক্তি** করে ইংরাজরা: ১০,০০০ **ব্রিটিশ সৈন্য থাকবে অযোধ্যা রক্ষা করার** জন্য; **বছরে ৭৬ লক্ষ টাকায় তাদের ভরণপোষণ করতে হবে** [নবাবকে]. তাদের সদর দপ্তর হবে **এলাহাবাদ দুর্গ; গভর্নর-জেনারেলের অনুমতি বিনা কোনো সন্ধি করতে পারবেন না নবাব।**

১৭৯৮, মার্চ; স্যার জন শোর ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন, তাঁকে **লর্ড টেনমথ** করা হয়।

. . . .

---

* বিদ্রোহ।

(জ) লর্ড ওয়েলেসলি'র প্রশাসন, ১৭৯৮—১৮০৫

ইনি যখন কলিকাতায় পৌঁছলেন তখন **টিপু সাহেব** প্রতিহিংসা **ভাঁজছেন**, **রেমণ্ডের অধীনে ১৪,০০০ ফরাসী সৈন্য** এবং ৩৬টি কামান **নিজামের** কাছে **হায়দরাবাদে; দ্য** বয়ে'র অধীনে ফরাসী অফিসারদের পরিচালনায় ৪০,০০০ **সিপাহী এবং** ৪৬০টি কামান সমেত দিল্লীতে শাসন করছিলেন **সিন্ধিয়া**। কোষাগার শূন্য।

১৭৯৯ চতুর্থ এবং শেষ মহীশূর যুদ্ধ। (টিপু সাহেব দাবী করাতে **মরিশাস থেকে ফরাসী** সৈন্যদল পাঠানো হয় তাঁকে, তার পর যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ওয়েলেসলি)। হায়দরাবাদে **ফরাসী সৈন্যদের** জায়গায় **ব্রিটিশ** [সৈন্য] রাখতে নিজামকে রাজী করালেন ওয়েলেসলি। চুক্তির সর্তানুযায়ী **তাঁর** দায়িত্ব পালন করলেন পেশোয়া, নিজামও: ওয়েলেসলিকে সাহায্য বা তাঁর সঙ্গে মৈত্রী করতে রাজী হলেন না **সিন্ধিয়া** এবং **নাগপুরের রাজা**; ইংলণ্ডে **কমিশনারদের বোর্ড** টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে মত দিল।

১৭৯৯, ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০,০০০ ইংরাজ, ১০০টি কামান, ২০,০০০ সিপাহী এবং দেশীয় ঘোড়সওয়ারবাহিনী সঙ্গে মহীশূরের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন ওয়েলেসলি; সেনাধ্যক্ষ — **হ্যারিস**। — **মালভালির** (মহীশূরে) **যুদ্ধ**, সেখানে টিপুর পরাজয় ঘটে, আর ভারতীয় মাটিতে প্রথম আবির্ভাব হয় **কর্ণেল ওয়েলেসলির** (পরে তিনি **ডিউক অব ওয়েলিংটন হন**)।

১৭৯৯, ৩রা মে* শ্রীরঙ্গপট্টনম অধিকৃত। ভগ্ন প্রাকারের কাছে **টিপু সাহেবের মৃতদেহ** (মাথায় ইত্যাদিতে গুলির দাগ) পাওয়া গেল। (**ওয়েলেসলি** মার্কিস হলেন।) **মহীশূরের** প্রাচীন **হিন্দু রাজবংশের** (যাদের সিংহাসনচ্যুত করেন টিপু) **একটি পাঁচ বছর বয়সের ছেলেকে মহীশূর** সমর্পণ করলেন ওয়েলেসলি, মন্ত্রীপদে বসালেন **পূর্ণায়াকে**। (এ **ছেলেটি**

* ৪ঠা মে, Wilks'এর মতে, Historical Sketches of the South of India in an Attempt to Trace the History of Mysoor, তৃতীয় খণ্ড, লণ্ডন, ১৮১৭।

বেঁচে থাকে **১৮৬৮** পর্যন্ত, তাঁর উত্তরাধিকার পায় তাঁর চার বছর **বয়সের পালিত পুত্র**)। **পূর্ণায়ার** সঙ্গে **চুক্তি করা হয়,** তাতে **মহীশূর** প্রকৃতপক্ষে ইংরাজদের আধিপত্যাধীন হল, **ইংরাজদের শৃঙ্খলা ও নির্দেশের** অধীনে একটি বাহিনী রাখতে হল **মহীশূরকে;** রাজ্যটা ইংরাজ সরকারের উপহারস্বরূপ গণ্য করতে হবে; কুশাসন হলে বা বাহিনীর দরুন **বাৎসরিক দেয়** বাকি পড়লে সে দেয়ের দরুন **যতটা জমি** কোম্পানি প্রাপ্য বলে মনে করে **ততটা** নিয়ে নেবার অধিকার পেল; [মহীশূরকে] বছরে **৩,১০,০০০ পাউন্ড** দিতে হবে **কোম্পানিকে,** এর থেকে টিপুর উত্তরাধিকারীদের ৯৬,০০০ পাউন্ড বাৎসরিক বৃত্তি দেবে কোম্পানি, এবং **নিজামকে** দেয় (মহীশূর কর্তৃক) ২,৪০,০০০ পাউন্ড বাৎসরিক বৃত্তি থেকে ২৮,০০০ পাউন্ড দিতে হবে মহীশূর সৈন্যবাহিনীর সেনাধ্যক্ষকে (এ ব্যক্তিটি বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করেছিলেন কিনা), আর ৯২,০০০ পাউন্ড **পেশোয়াকে,** ইনি নিতে নারাজ হন। ফলে **জমিজমা** ভাগ করে নিল **নিজাম** এবং **কোম্পানি**। — এরপর **মহীশূরে বলার মতো** একটি মাত্র **বিদ্রোহ** [ঘটে] **ধুন্দিয়া বাঘের** [নেতৃত্বে]; কয়েক মাস পরে সেটা দাবানো হয়, ধুন্দিয়া বাঘ নিজে নিহত হন। — **নিজাম** দাবী করলেন যেন **আরো ব্রিটিশ সৈন্য** পাঠানো হয় হায়দরাবাদে, তাদের **ভরণপোষণের** জন্য যে জমি তিনি ছেড়ে দেন, সেটা এখনো **'সমর্পিত জেলাসমূহ'** নামে পরিচিত।

১৭৯৯ তাঞ্জোর আত্মসাৎ (১৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য), ১২০ বছর আগে শিবাজীর ভ্রাতা ভেঙ্কজী কর্তৃক এটি স্থাপিত হয়।

কর্ণাটক আত্মসাৎ (১৭৬, ১৭৭ পৃষ্ঠা)। — **১৭৯৫-এ** 'কোম্পানিকা **নবাব**' অমিতব্যয়ী **মহম্মদ আলির** মৃত্যু ঘটে; **১৭৯৯-এ** তাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী, অমিতব্যয়ী **উমদাৎ-উল-ওমারার** মৃত্যু: তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, **আজিম-উল-ওমরাকে** নবাব করলেন ওয়েলেসলি, নিজের খরচ বাবদ [কর্ণাটকের] রাজস্বের **এক-পঞ্চমাংশ বছরে পাবার** প্রতিশ্রুতিতে **কর্ণাটক** [তিনি] ইংরাজদের **অধিকার করে নিতে** দিলেন।

১৭৯৯—১৮০১ অযোধ্যার একটি অংশ নির্লজ্জভাবে অধিকার।

১৮০০ অযোধ্যার নবাব **সাদৎ আলিকে ওয়েলেসলি** হুকুম দিলেন যে, তাঁর সৈন্যদল ভেঙে দিয়ে তার জায়গায় ইংরাজ অফিসারদের নেতৃত্বে **ইংরাজ সৈন্য** বা **সিপাহী** রাখতে হবে, আর এই **ব্রিটিশ রেজিমেণ্টগুলির জন্য টাকা দিতে হবে!** তার মানে: **অযোধ্যার সমস্ত সামরিক অধিকার দিয়ে** দিতে হবে **কোম্পানিকে** এবং তদুপরি, **টাকা দিতে হবে নিজের গোলামির জন্য!** একটি পত্রে সাদৎ ওয়েলেসলিকে **জানালেন** যে, **স্বরাজ্যের স্বাধীনতা** এভাবে ছেড়ে দেবার চেয়ে বরং তিনি নিজের কোনো একটি পুত্রকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে রাজী আছেন! জবাবে ওয়েলেসলি একটি **মিথ্যা কথা লিখে পাঠান,** [তিনি বলেন] যে, **সাদৎ আলি** realiter* **সিংহাসনত্যাগ করেছেন,** এবার সমস্ত **রাজকোষ ছেড়ে দিতে হবে, সমগ্র অঞ্চল ইংরাজদের সম্পত্তি বলে ঘোষিত** হবে, **এর পর থেকে** প্রত্যেক **নবাব সিংহাসন পাবেন** কেবল **ইংরাজ গভর্নর-জেনারেলের কাছ থেকে উপহারস্বরূপ।** তখন সাদৎ তাঁর চিঠিতে সিংহাসনত্যাগের কথাটা **সঙ্কল্প** মাত্র বলে প্রত্যাহার করলেন। ওয়েলেসলি সৈন্য পাঠাতে নবাব **হার মানতে বাধ্য হলেন; নিজের সৈন্যদলের বেশীর ভাগ** ভেঙে তার জায়গায় রাখলেন ব্রিটিশ সৈন্য।

১৮০০, নভেম্বর; বাকি দেশীয় সৈন্যদল ভেঙে দেবার দাবী করলেন ওয়েলেসলি, এবং তাদের জায়গায় নূতন ব্রিটিশ রেজিমেণ্ট আসাতে বললেন ভরণপোষণের জন্য দেয় **বাড়াতে হবে** ৫৫ লক্ষ টাকা থেকে ৭৬ লক্ষ টাকায়। এত বেশী বৃত্তি দেবার 'অক্ষমতা' জানিয়ে বৃথা প্রতিবাদ করলেন নবাব! তখন তিনি বৃত্তির বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে যান [ব্রিটিশদের] **এলাহাবাদ, আজমগড়, গোরখপুর, দক্ষিণ দোয়াব** এবং আরো কিছু জায়গা দিয়ে, সব মিলিয়ে তাদের বাৎসরিক আয় ১৩, ৫২, ৩৪৭ পাউন্ড। গভর্নর-জেনারেলের ভ্রাতা, **হেনরি ওয়েলেসলির**

* প্রকৃতপক্ষে।

(পরে লর্ড কাউলি) তত্ত্বাবধানে একটি কমিশন রাজ্যতে শৃঙ্খলা আনে।

১৮০০ কাবুলের শাসক ছিলেন **জামান** ([ইনি হলেন] **তৈমুর শাহের পুত্র,** তৈমুরের পিতা **আহমেদ খাঁ আবদালী ১৭৫৭-এ** দিল্লী অধিকার করেন, এবং **১৭৬১-তে** পাণিপথের যুদ্ধের পর **কাবুলকে*** [পুনরায়] দখলে এনে সেখানে দুরানী বংশের [পুনঃ]প্রতিষ্ঠা করেন); তিনি **টিপু সুলতানের** সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন, কোম্পানির ভয় ছিল তিনি আক্রমণ করতে পারেন; প্রধানত তাই, পাছে শত্রুরা এগিয়ে আসে, **ওয়েলেসলি অযোধ্যা** গ্রাস করেন প্রতিবন্ধ হিসেবে। কয়েকবার **জামান** সসৈন্যে সীমান্তে এসে ভারতে মুসলমানদের কাছে **'ইসলামের রক্ষক'** হিসেবে আবেদন জানান, এমনকি কয়েকটি হিন্দু রাজার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পান তিনি। নেপোলিয়ন প্রাচ্যেও চক্রান্ত চালিয়েছিলেন; **ফ্রান্স, পারস্য এবং আফগানিস্তান,** এই জোটের ভয়ে কলিকাতার আপিস মহলে থরহরি কম্প। এই জন্যই ক্যাপ্টেন **ম্যালকমের** নেতৃত্বে **পারস্যে দৌত্য** [প্রেরণ]। অঢেল টাকা ঢালা হয় [তাতে]; সবকিছু তিনি 'কিনে' নেন, **'শাহ থেকে উটচালক পর্যন্ত'**; তাঁর চেষ্টায় এই **চুক্তিটি** স্বাক্ষরিত হল **তেহেরানে: পারস্য থেকে সমস্ত ফরাসীদের বহিষ্কৃত করবেন** পারস্যের রাজা; **ভারত আক্রমণের** কোনো আয়োজন করবেন না এবং দরকার হলে তাতে সশস্ত্র বাধা দেবেন; **বিদেশী বাণিজ্যের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেবেন ইংরাজদের।**

১৮০২ কমিশনারদের বোর্ডের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠালেন ওয়েলেসলি, কিন্তু তাদের আদেশে **থেকে গেলেন** [ভারতে] ১৮০৫ পর্যন্ত। আসল

* এসূত্রে যে বইটির সাহায্য মার্কস নেন তাতে একটি ভুল ছিল, কেননা যে সহরের কথা হচ্ছে সেটা কান্দাহার, কাবুল নয়। জেমস মিলের মতো বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ লেখক কী কারণে যেন কাবুলকে আহমেদ শাহের রাজধানী বলে বিবেচনা করেন, কিন্তু তিনি শাসন করতেন কান্দাহার থেকে, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ব্যাপার হল এই, ভারতে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের অধিকারের প্রসার চাওয়াতে কোম্পানির সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয়।

শতাব্দীর শুরু; ইংরাজ ছাড়া [ভারতে] **শুধু একটি মহান শক্তি** [ছিল], সেটা হল **মারাঠারা**; এরা পাঁচটি প্রধান দলে বিভক্ত, বেশীর ভাগ সময়ে এদের মধ্যে বিরোধ [লেগে থাকত]। (১) **মারাঠাদের নামে সর্বোচ্চ নেতা পেশোয়া** ছিলেন **বাজী রাও,** শাসন করতেন **পুনায়; ছোটখাটো রাজ্যগুলি,** [তাদের] **তালিকা এখানে দেওয়া হয়নি,** ছিল আধা-স্বাধীন আর আধা-সামন্ত অধীনতায়, বংশানুক্রমিক রাজা হিসেবে পেশোয়ার বশ্যতায়; (২) সবচেয়ে পরাক্রান্ত মারাঠা বংশের [প্রতিভূ] **দৌলত রাও সিন্ধিয়া** ছিলেন **গোয়ালিয়রে,** তাঁর দখলে ছিল **দিল্লী,** ইত্যাদি; (৩) **ইন্দোরের যশোবন্ত রাও হোলকার,** সিন্ধিয়ার জাতশত্রু; (৪) নাগপুরের রাজা **রাঘোজী ভোঁসলা** টাকার খাতিরে সবায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তৈয়ার; (৫) **গুজরাটের গাইকোয়ার ফতে সিংহ,** মারাঠা রাজনীতিতে যোগ দিতেন কদাচিৎ।

১৮০০ কারাগারে **নানা ফড়নবীশের** মৃত্যু। — **সাগর** নগরী (**ইন্দোরে,** সিন্ধিয়ার জায়গা) হোলকার লুঠ করাতে এবং রোহিলা সেনাপতি **আমির খাঁ'র** সঙ্গে **মালব,** এটিও সিন্ধিয়ার, বিধ্বস্ত করাতে সিন্ধিয়া পুনা ছেড়ে বেরোলেন। — সিন্ধিয়া এবং হোলকারের সৈন্যদল মুখোমুখি হল **উজ্জয়নীতে** (মালবে), **সিন্ধিয়ার পরাজয়;** সাহায্যের জন্য পুনায় খবর পাঠিয়ে দিয়ে [তিনি] —

১৮০১ — **সরজি রাও ঘাটকের** নেতৃত্বে সৈন্যদল পেলেন সেখান থেকে; মিলিত বাহিনী **১৪ই অক্টোবর হোলকারকে পরাজিত করে** তাঁর রাজধানী ইন্দোরে গিয়ে [তা] বিধ্বস্ত **করল, হোলকার খান্দেশে** পালিয়ে গিয়ে আশেপাশের জায়গা ছারখার করে দেন; **চন্দোরে** অগ্রসর হয়ে [তিনি] পেশোয়াকে জানালেন যে, সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে তিনি আসছেন; সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে তাঁকে রক্ষা করা চাই।

১৮০২ কিছুদিন আগে হোলকারের ভ্রাতা, নবীন দস্যুসর্দার **ভিত্তুজীকে** গ্রেপ্তার করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন **বাজী রাও,** [তাঁর] মনে হল, এ

বার্তা হল প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর মাত্র। পুনায় ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট **কর্ণেল** ক্লোজ হোলকারের বিরুদ্ধে **কোম্পানির সামরিক সাহায্যদানের প্রস্তাব করেন,** কিন্তু একগুঁয়ের মতো [সেটা] প্রত্যাখ্যান করলেন পেশোয়া; দ্রুত এগিয়ে এসে **সিন্ধিয়া পুনার কাছে সেনানিবাস করলেন।**

১৮০২, ২৫শে অক্টোবর ঘোর যুদ্ধ। হোলকারের জয়; পেশোয়া আহ্‌মদনগর থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরেকার সিঙ্গুরে পালিয়ে গেলেন, সেখান থেকে **বেসিনে** (কোম্পানির আওতায়)। পুনায় দু'মাস থাকার সময়ে হোলকার পেশোয়ার ভ্রাতা **অমৃত রাওকে** সিংহাসনে বসালেন; **সিন্ধিয়া** তখন [গেলেন] **উত্তর** দিকে।

১৮০২ বাজী রাও এবং কর্ণেল ক্লোজের মধ্যে বেসিনের সন্ধি: কামান সমেত ৬,০০০ ব্রিটিশ পদাতিক সৈন্য রাখতে হবে পেশোয়াকে; তাদের ভরণ-পোষণের জন্য **দাক্ষিণাত্যে** বছরে ২৫ লক্ষ টাকা* আয়ের **কয়েকটি জেলা** ছেড়ে দিতে হবে কোম্পানিকে; **ব্রিটিশ নয় এমন কোনো ইউরোপীয়কে চাকরী দেওয়া** চলবে না; নিজাম ও গাইকোয়ারের বিরুদ্ধে তাঁর সমস্ত দাবী দাওয়া পেশ করতে হবে গভর্নর-জেনারেলের কাছে সালিশীর জন্য; তাঁর সম্মতি বিনা কোনো রাজনৈতিক অদলবদল [বাজী রাও] করবেন না; দুটি দলই **আত্মরক্ষামূলক চুক্তিতে** নিজেদের আবদ্ধ বলে বিবেচনা করবে। — এই **'ক্রোড় চুক্তিতে'** সমস্ত মারাঠারা অতিশয় ক্রুদ্ধ, এর ফলে **তাদের স্বাধীনতা বিনষ্ট হবে, ইংরাজদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা মেনে নিতে হবে।** — তাই ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন **সিন্ধিয়া**; তিনি—

১৮০৩ — ইংরাজদের বিরুদ্ধে মারাঠা সমামেল [গঠন করলেন]; এতে ছিলেন **সিন্ধিয়া, অমৃত রাও, ভোঁসলা** (নাগপুরের রাজা); যোগ দিতে রাজী হন **হোলকার** কিন্তু **পরে কথা রাখেননি; গাইকোয়ার নিরপেক্ষ** রইলেন।

* ২৬ লক্ষ টাকা, Smith অনুসারে, The Oxford History of India, ১৯২৩।

মারাঠা মহাযুদ্ধ, ১৮০৩ — ১৮০৫

১৮০৩, ১৭ই এপ্রিল সিন্ধিয়া এবং ভোঁসলা নাগপুরে মিলিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন পুনায় অমৃত রাও'এর সঙ্গে মেলবার জন্য।—সৈন্য পাঠাবার আদেশ দিলেন লর্ড ওয়েলেসলি এবং **জেনারেল ওয়েলেসলি** (ওয়েলিংটন), এই প্রথম সৈন্যবাহিনীর সত্যকার ভার পেয়ে, **মহীশূর বাহিনী** (প্রায় ১২,০০০ লোক) নিয়ে দ্রুতগতিতে গেলেন **পুনার** দিকে, উদ্দেশ্য নাকি **বাজী রাওকে** সিংহাসন প্রত্যর্পণ করা। **হোলকার** ফিরে গেলেন **চন্দোরে, পুনা** দখল করলেন **ওয়েলেসলি, অমৃত রাও** পালালেন **সিন্ধিয়ার শিবিরে।** — মিলিত মারাঠা সৈন্যদল পুনায় এগোল; **আলাপ আলোচনায়** কোনো ফল হল না, কিন্তু কয়েক মাস কাটল ইতিমধ্যে। প্রয়োজনীয় সমস্ত আদেশ দিয়ে মিত্রদের শিবির থেকে জেনারেল ওয়েলেসলি ফিরিয়ে আনালেন **কর্ণেল কলিন্স্‌কে, শুরু হল যুদ্ধ।**

জেনারেল ওয়েলেসলির আদেশ মতো, **জেনারেল লেক গোয়ালিয়রে পেরোঁর** অধীনে সিন্ধিয়ার সংরক্ষিত বাহিনীকে আক্রমণ করবে, ইতিমধ্যে **দুটি বাহিনী** (corps d'armée) **বরোচে সিন্ধিয়ার অধিকৃত জায়গাগুলি** এবং **কটকে (বঙ্গ প্রেসিডেন্সি) হোলকারের** [জায়গাসমূহ] দখল করবে। **হায়দরাবাদ** এবং **সমর্পিত জেলাগুলি রক্ষা করার** জন্য প্রায় ৩,০০০ লোক রাখা হল; ওয়েলেসলির সঙ্গে রইল **প্রধান সৈন্যবাহিনী,** ১৭,০০০ লোক।

১৮০৩, অগস্ট; আহ্‌মদনগর অধিকার করলেন ওয়েলেসলি, **কর্ণেল** উডিংটন [নিলেন] **বরোচ: আলিগড়** (দিল্লী প্রদেশে) ঘাঁটি আক্রমণ করে **জেনারেল লেক ২রা সেপ্টেম্বর দুর্গ** অধিকার করলেন; **৪ঠা সেপ্টেম্বর** আলিগড় আত্মসমর্পণ করল।

১৮০৩, ৩রা* সেপ্টেম্বর আসাই'এর ঘোর যুদ্ধ; জেনারেল ওয়েলেসলির হাতে **মারাঠাদের** পরাজয়।

প্রায় একই সঙ্গে **হারকোর্ট** দখল করলেন **কটক** (বঙ্গোপসাগরে) এবং **সাতপুরা পর্বতমালায় বুরহানপুর দুর্গ** এবং **আসিরগড়** নিলেন **স্টিভেনসন। সিন্ধিয়া** ওয়েলেসলির সঙ্গে যুদ্ধবিরতি করাতে শেষোক্তটি বরোচ থেকে আগত স্টিভেনসনের দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে রওনা হলেন **ভোঁসলার** সুদৃঢ় **দুর্গ, গাভিলগড়ের** বিরুদ্ধে।

১৮০৩, ২৮শে ** **নভেম্বর** আরগাওঁ'এর (**ইলিচপুরের কাছে**) **যুদ্ধ। ওয়েলেসলির** জয়, ভোঁসলার পলায়ন, **কর্ণেল স্টিভেনসনকে** পাঠানো হল **নাগপুরের** (বেরারের রাজধানী) বিরুদ্ধে; **ভোঁসলা** সন্ধি ভিক্ষা করলেন, তাই —

১৮০৩, ১৮ই* ডিসেম্বর — ভোঁসলা** এবং **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফে মাউণ্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের মধ্যে দেওগাওঁ'এর সন্ধি**: বেরার এলাকায় হাত দিল না ইংরাজরা; রাজা কোম্পানিকে **কটক** ছেড়ে দিলেন; **নিজামকে** দিলেন কয়েকটি জেলা; **সমস্ত ফরাসীদের** এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধরত অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সমস্ত লোককে বাদ দিলেন; [কথা দিলেন] বিবাদ হলেই সালিশীর জন্য গভর্নর-জেনারেলের কাছে পেশ করবেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর আলিগড় জয়ের পর **লেক** সটান দিল্লী অভিমুখে রওনা হয়ে সহর থেকে ছ' মাইল দূরে সম্মুখীন হলেন **ফরাসী চালিত সিন্ধিয়ার সৈন্যদলের**, ফরাসীদের হারিয়ে **সেদিন সন্ধ্যাতেই দিল্লী দখল করে ব্রিটিশ আশ্রয়ে** অন্ধ-করা **শাহ আলমকে** (৮৩ বছর বয়স) আবার সিংহাসনে বসালেন।

১৭ই অক্টোবর ভরতপুরের রাজা কর্তৃক রক্ষিত **আগ্রা** লেকের কাছে **আত্মসমর্পণ করল। — দাক্ষিণাত্য এবং দিল্লী** থেকে আগত বৃহৎ

* ২৩ সেপ্টেম্বর, Burgess অনুসারে।
** ২৯শে নভেম্বর, Burgess অনুসারে।
*** ১৭ই ডিসেম্বর, Burgess অনুসারে।

শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে এগোলেন লেক; ভীষণ যুদ্ধের পর লেকের জয় হল **লাসোয়ারীতে (দিল্লীর ১২৮ মাইল দক্ষিণে একটি গ্রাম)**; সিন্ধিয়া **পরাজিত**।

১৮০৩, ৪ঠা ডিসেম্বর* **লেক (কোম্পানির তরফে) এবং সিন্ধিয়ার মধ্যে অঞ্জনগাওঁ'এর সন্ধি; জয়পুর** এবং **যোধপুরের উত্তরে নিজের সমস্ত এলাকা** সিন্ধিয়া ছেড়ে দিলেন: **বরোচ** এবং **আহ্মদনগরও; নিজাম, পেশোয়া, গাইকোয়ার এবং কোম্পানির উপর সমস্ত দাবী দাওয়া** ত্যাগ করলেন; কোম্পানি কর্তৃক স্বাধীন বলে স্বীকৃত এই রাজ্যগুলিকে স্বাধীন বলে মেনে নিতে হল; **সমস্ত বিদেশীদের বাদ দেবার** এবং **সমস্ত বিবাদ কোম্পানির সালিশীতে পেশ করার** কথা দিলেন। — **গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলি** নিজামকে দিলেন **বেরার,** পেশোয়াকে **আহ্মদনগর, কটক** রাখলেন কোম্পানির জন্য; একই সময়ে তিনি **চুক্তি** করলেন **ভরতপুর, জয়পুর ও যোধপুরের রাজাদের সঙ্গে, গোহাদের** (সিন্ধিয়ার এলাকা গোয়ালিয়রে) **রাজার** সঙ্গে, যাঁকে তিনি **গোয়ালিয়র সহর** [দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন], আর সিন্ধিয়ার সেনাপতি **আম্বাজী ইংলিয়ার** সঙ্গে।

১৮০৪ গোড়ার দিক; হোলকার (মারাঠা সমামেলে যোগ দেবার প্রতিশ্রুতি না রেখে তিনি ৬০,০০০ ঘোড়সওয়ার নিয়ে **সিন্ধিয়ার দখলী এলাকা লুঠ করেছিলেন**) ব্রিটিশদের মিত্র **জয়পুরের রাজার** এলাকায় হামলা শুরু করলেন; তাই ওয়েলেসলি এবং লেকের বিজয়ী সৈন্যবাহিনী কাছে এগিয়ে এল; জয়পুর ছেড়ে **হোলকার চম্বল** নদী পার হলেন, সেখানে ছোট একটি সৈন্যদল নিয়ে তাঁর পশ্চাদ্ধাবনকারী **কর্ণেল মনসনকে এমন** গোহারান হারালেন যে, তিনি [মনসন] কামান, মালপত্র, শিবিরের **সমস্ত** সরঞ্জাম, বাহিনীর রসদ ফেলে দিয়ে **পাঁচটি পদাতিক ব্যাটালিয়নের প্রায় সমস্তটি হারিয়ে** অবশিষ্ট হতভাগ্য সৈন্যদের নিয়ে শেষ পর্যন্ত আগ্রায়

* ৩০শে ডিসেম্বর, Burgess অনুসারে।

পৌঁছলেন। — **হোলকার** এবার **দিল্লী** আক্রমণ করলেন — নিষ্ফলে — আশেপাশের এলাকা বিধ্বস্ত করে দিলেন; ব্যস্ত সমস্ত হয়ে **জেনারেল লেক** সসৈন্যে তাঁর পিছু ধাওয়া করে এলেন।

১৮০৪, ১৩ই নভেম্বর দীগের (ভরতপুর এলাকায়) **যুদ্ধ; হোলকারের পরাজয়, মথুরায় (যমুনা কূলে,** আগ্রার **উত্তরে)** পলায়ন; **ভরতপুরের রাজার দুর্গ দীগ,** যুদ্ধের সময়ে ইংরাজদের উপর তোপ দেগেছিল, জয়লাভের পর **আক্রমণ করে** [সেটা] **দখল করা হল।**

১৮০৫ বিফলে ভরতপুর আক্রমণ করলেন লেক; তবুও রাজা ইংরাজদের সঙ্গে মিটমাট করেন। — **হোলকার যোগ দিলেন সিন্ধিয়ার সঙ্গে,** সিন্ধিয়া তখন **হোলকার, ভরতপুরের** রাজা, **রোহিলার আমির খাঁ'র এবং তাঁর নিজ সৈন্যদলের নূতন একটি জোটের প্রধান।** ব্যাপারটা ছিল এই, **গভর্নর-জেনারেল** ওয়েলেসলি যখন গোহাদের রাজাকে তাঁর পরিবারের পুরাতন পীঠ **গোয়ালিয়র*** দিয়ে দেন তখন প্রতিবাদ জানিয়ে **সিন্ধিয়া** বলেন যে, তাঁর সেনাপতি **আম্বাজী ইংলিয়া** তাঁর **মতামত না নিয়ে ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করে** সহরটি হস্তান্তরিত করেছেন। **সিন্ধিয়া ন্যায্য কথা বলেছেন,** [এটা] **জানালেন জেনারেল ওয়েলেসলি,** কিন্তু **গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলি** গোয়ালিয়র ফেরত দেবার দাবী অগ্রাহ্য করে সিন্ধিয়াকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন। **এর ফলে সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে নূতন একটি সমাবেশের উদ্ভব,** সিন্ধিয়া ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে আবার ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন, কিন্তু ওয়েলেসলির জায়গায় যিনি এসেছিলেন সেই **স্যার** জর্জ **বার্লো সিন্ধিয়াকে গোয়ালিয়র ফিরিয়ে দিয়ে** তাঁর সঙ্গে নূতন সন্ধি করলেন।

১৮০৫, ২০শে জুলাই চাকরীর মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়াতে **গভর্নর-জেনারেল**

* এখানে মার্কস যে বই ব্যবহার করেন তাতে একটি ভুল ছিল। গোহাদের রাজাকে গোয়ালিয়র দেবার প্রতিশ্রুতি দেন বটে ওয়েলেসলি, কিন্তু দেবার মৎলব তাঁর ছিল না, ওখানে একটি ব্রিটিশ সৈন্যদল তিনি রাখেন।

ওয়েলেসলি ইংলণ্ডে রওনা হলেন।

ওয়েলেসলির প্রশাসনিক সংস্কার: ১৭৯৩-এ লর্ড কর্নওয়ালিস **সদর দেওয়ান-ই-আদালত** প্রতিষ্ঠা করেন (**সুপ্রিম কোর্টের জায়গায়**), এর সভাপতিত্ব করতেন গভর্নর-জেনারেল এবং কাউন্সিলের সদস্যরা **গোপন অধিবেশনে**; এর বদলে ওয়েলেসলি—

১৮০১ — **জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত** একটি আলাদা আদালত প্রতিষ্ঠা করলেন, নিয়মিতভাবে নিযুক্ত **মুখ্য বিচারকেরা** তার সভাপতির পদে বসতেন; প্রথম মুখ্য বিচারক ছিলেন **কোলব্রুক। এই বছরেই মাদ্রাজে সদর দেওয়ান-ই-আদালতের** পরিবর্তে কর্নওয়ালিসের পূর্বে কলিকাতায় যে রীতি চালু ছিল সেই রীতির ভিত্তিতে **একটি সুপ্রিম কোর্ট** [স্থাপিত হয়]। **১৮৬২** পর্যন্ত চালু থেকে এ **আদালতের** অবসান ঘটে **হাই কোর্টের** প্রতিষ্ঠায়। **তৃতীয় জর্জ** কর্তৃক স্থাপিত **রেকর্ডারস্ কোর্ট** তুলে দেওয়া হল, এর ক্ষমতাবলী গেল **নূতন মুখ্য বিচারক এবং নিম্নপদস্থ জজদের** হাতে (**তৃতীয় জর্জের উনচত্বারিংশ এবং চত্বারিংশ এ্যাক্‌ট,** ৭৯ ধারা অনুযায়ী। **দেউলিয়া অধমর্ণদের** ব্যাপারে ক্ষমতা দেওয়া হল নূতন কোর্টকে এই এ্যাক্‌টে, এ পর্যন্ত এ ধরনের অপরাধীদের প্রতি ভারতে বিশেষ কোনো নজর দেওয়া হয়নি)। এই এ্যাক্‌ট অনুযায়ী **ভারতের প্রেসিডেন্সি সহরে প্রধান আদালতগুলি ভাইস-এ্যাডমিরালটি** [কোর্টের] অধিক্ষেত্র পেল। **এভাবে নূতন ইউরোপীয় (ইংরাজ) কার্যক্ষেত্রের সীমানা বেড়ে গেল সর্বত্র।**

কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নামে **'একটি বৃহৎ কলেজ** প্রতিষ্ঠা করেন লর্ড ওয়েলেসলি। এর ভূমিকা হল: (১) ইংলণ্ড থেকে প্রেরিত **অল্প তরুণ সিভিলিয়ানদের** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; (২) আইন ও ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে **দেশীয় লোকেদের মধ্যে আলোচনার স্থান। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা** কলেজের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ করল শিক্ষা ব্যাপারে। একই সঙ্গে ভারত যাত্রার আগে **কেরাণীদের** শিক্ষার জন্য কোম্পানি ইংলণ্ডে **হেলবেরি কলেজ** স্থাপন করে।

(ঝ) লর্ড কর্নওয়ালিসের দ্বিতীয় প্রশাসন, ১৮০৫

(২০শে জুলাই তিনি কলিকাতায় পেঁছন)

১লা অগস্ট কর্নওয়ালিস শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন; তিনি ঘোষণা করেন যে, **তাঁর নীতি** হল **পররাজ্য আত্মসাৎ না করা**; বলেন যে, **যমুনার পশ্চিমবর্তী সমস্ত এলাকা ছেড়ে** দেবেন; **লেক** (তাঁকে **ব্যারন** করা হয় এবং পরে, **১৮০৭-এ**, ভাইকাউণ্ট) প্রতিবাদ জানালেন;

৫ই অক্টোবর বৃদ্ধ কর্নওয়ালিসের মৃত্যু; কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ সদস্য **স্যার জর্জ বার্লো** তাঁর পদে এলেন, [তিনি] **দৃঢ়ভাবে রাজ্য আত্মসাতের বিরুদ্ধে।**

. . . .

(ঞ) স্যার জর্জ বার্লোর প্রশাসন, ১৮০৫—১৮০৬

১৮০৫-এর শেষ দিক; সিন্ধিয়ার সঙ্গে চুক্তি: অঞ্জনগাওঁ'এর সন্ধি মেনে চলার সর্তে সিন্ধিয়া পেলেন **গোহাদ** এবং **গোয়ালিয়র**; সিন্ধিয়ার সম্মতি বিনা রাজপুত এলাকায় সিন্ধিয়ার কোনো করদ রাজ্যের সঙ্গে **চুক্তি ব্রিটিশ সরকার করবে না, এ প্রতিশ্রুতি দিলেন বার্লো**। সিন্ধিয়া বশ্যতা মানার পর **হোলকার** তাঁর শিবির ছেড়ে স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠুরতায় **শতদ্রুর কাছের এলাকা** বিধ্বস্ত করতে লাগলেন; শতদ্রুপারের পরাক্রান্ত সেনাপতি **রনজিৎ সিংহের** সহায়তায় **লেক** তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন; সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে **হোলকার** পালিয়ে গিয়ে **সন্ধির** জন্য আবেদন জানালেন।

১৮০৬, জানুয়ারী; লর্ড লেক **সন্ধি** করলেন **হোলকারের সঙ্গে,** তার সর্তানুযায়ী এই ব্যক্তিকে **রামপুর, টংক, বুঁদি** এবং **বুঁদি পাহাড়ের উত্তরবর্তী সমস্ত জায়গায়** নিজের দাবী পরিত্যাগ করতে হল। স্যার **জর্জ বার্লো** সন্ধিটা অনুমোদন করতে রাজী হলেন না, **বুঁদি** দেওয়া হয়েছে কোম্পানিকে — এটা তো রাজ্যগ্রাস! — **চম্বল নদীর ওপার থেকে** ইংরাজ সৈন্যদের **ফিরে আসার** আদেশ [তিনি] দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে **হোলকার**

বুঁদির রাজার এলাকা আবার ছারখার করে দিলেন। — একই ভাবে মারাঠা সৈন্যদের খপ্পরে ইংরাজদের মিত্র **জয়পুরের রাজাকে** সমর্পণ করেন **বার্লো। — এর পর লর্ড লেক** বার্লোর হাতে **সমস্ত বেসামরিক ক্ষমতা** ছেড়ে দিলেন এই বলে যে, সন্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে যদি তা সদর দপ্তরে নাকচ হয়ে যায় তাহলে তিনি ভবিষ্যতে আর কখনো কোনো **সন্ধি** সই করবেন না।

নিজের ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাগের চোটে হত্যা করার ফলে **হোলকারের** মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে; **উন্মাদ দশায় ইন্দোরে তাঁর মৃত্যু হল ১৮১১-এ।**

১৮০৭ বার্লোর পদে এলেন **লর্ড মিণ্টো, না-হস্তক্ষেপ নীতির প্রতিশ্রুতিতে** তিনিও ভারতে আসেন; কলিকাতায় তিনি পদার্পণ করেন **১৮০৭-এর ৩১শে জুলাই**; বার্লোকে পাঠানো হল **মাদ্রাজ সরকারে।**

. . . .

(ট) লর্ড মিণ্টোর প্রশাসন, ১৮০৭ — ১৮১৩

১৮০৭, জুলাই ভেলোরে (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি) বিদ্রোহ, সেখানে দুর্গে **টিপুর পুত্রেরা** বন্দী; তাদের পক্ষে তাদের **মহীশূরী অনুচরবর্গের** বিদ্রোহ; টিপুর পতাকা তারা উত্তোলন করে; **আর্কটের** ঘোড়সওয়ারী রেজিমেণ্টের সাহায্যে **কর্ণেল গিলেসপি** বিদ্রোহ দমন করলেন, অনেককে খুন করলেন। — **লর্ড মিণ্টো** কিন্তু তাদের [বিদ্রোহীদের] সঙ্গে **'সদয় ব্যবহার'** করেন।

১৮০৮ শতদ্রুর পশ্চিমবর্তী সমস্ত এলাকার রাজা, শিখ রনজিৎ সিংহ (বিজয়ী আফগান **জামান শাহ** কর্তৃক **প্রদত্ত লাহোর** জেলার **রাজা** হিসেবে তাঁর শুরু) শতদ্রু পার হয়ে ব্রিটিশ আশ্রিত **সিরহিন্দের এলাকায়** প্রবেশ করে **পাতিয়ালার রাজার প্রদেশ** আক্রমণ করলেন; তাঁর বিরুদ্ধে **কর্ণেল মেটকাফকে** পাঠালেন মিণ্টো। **রনজিৎ সিংহের সঙ্গে** প্রথম **সন্ধি** করলেন মেটকাফ। রনজিৎ সিংহ শতদ্রুর ওপারে ফিরে গেলেন, **এই নদীর**

দক্ষিণস্থ যে সব জায়গা দখল করেছিলেন সেগুলি ফিরিয়ে দিতে রাজী হলেন, অন্যদিকে **শতদ্রুর উত্তর তীরে শিখ এলাকা** স্পর্শ না করার প্রতিশ্রুতি দিল **ইংরাজরা**। নিজের প্রতিশ্রুতি বিশ্বস্তভাবে পালন করেন রনজিৎ সিংহ।

১৮০৯ দস্যু উপজাতি পাঠানদের তখন স্বীকৃত নেতা, **আমির খাঁ,** বেরারের রাজা **ভোঁসলার** এলাকা লুঠ করাতে ইংরাজদের মিত্র হিসেবে তিনি মিণ্টোর কাছে আবেদন জানালেন; কিন্তু দেরীতে পাঠানো ইংরাজ সৈন্যদল নাগপুরে পৌঁছবার আগেই **সাতপুরা পর্বতমালার** ওপারে শত্রুকে হটিয়ে দেন তিনি।

পারস্যে দ্বিতীয় দৌত্য: embarras de richesse (**নেপোলিয়নের** ভয়ঙ্কর **আতঙ্কে**) **লণ্ডন** থেকে **স্যার হারফোর্ড জোন্স্‌কে** রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানো হল **তেহেরানে** [১৮০৮-এ] এবং **কলিকাতা** থেকে **স্যার জন ম্যালকমকে;** কে প্রধান তাই নিয়ে তাদের বিবাদাদি (১৯৪ পৃঃ)। দু'জনকেই **সরিয়ে দিয়ে** ইংলণ্ড থেকে **স্যার গর আউসলিকে** পাঠানো হল তেহেরানে **আবাসিক রাষ্ট্রদূত** হিসেবে; একই সময়ে লর্ড মিণ্টো কর্তৃক —

কাবুলে তৃতীয় দৌত্য প্রেরিত; সে সময়ে সিংহাসনে আসীন ছিলেন **জামান শাহের** ভ্রাতা এবং উত্তরাধিকারী **শাহ সুজা;** দূত হিসাবে যান **মাউণ্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন;** বিদ্রোহে **শাহ সুজার** পতন হওয়াতে [তাঁর] দৌত্য ব্যর্থ হয়; শাহ সুজার উত্তরাধিকারী **মামুদ ফরাসী এবং রুশদের আশ্রয়** গ্রহণ করলেন।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি: ফ্রান্সের জন্য এখানেও সর্বদা আতঙ্ক।— কিছু কালের মত এখানে একটি ব্যবস্থা কার্যকরী ছিল যাতে করে **নিজেদের রেজিমেণ্টের জন্য তাঁবু যোগাবার অধিকার** ছিল **সৈন্যদের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের;** বেশ অর্থলাভের উৎস ছিল এটা। স্যার জর্জ **বার্লো,** তখন মাদ্রাজের গভর্নর, এ আপদ ঝেঁটিয়ে বিদায় করেন; **কোয়ার্টারমাস্টার-জেনারেল কর্ণেল মনরো বার্লোর আদেশে** একটি রিপোর্টে **তাঁবু প্রথার** নিন্দে করে

এটিকে **জুয়াচুরির সামিল বলাতে সেনাধ্যক্ষ** জেনারেল **ম্যাকডোয়েল** তাঁকে **গ্রেপ্তার করেন,** সে জন্য ম্যাকডোয়েলকে পদচ্যুত করলেন **বার্লো,** এবং কিছু পরে **উচ্চপদস্থ** আরো **চারজন অফিসারকে।** সমস্ত বাহিনী ক্ষেপে গেল, [অফিসাররা] উদ্ধতভাবে প্রতিবাদ জানাল গভর্নরের কাছে। বার্লো **দেশীয় সৈন্যদের আহ্বান করে** অফিসারদের সত্বর বাগে আনেন।

১৮১০ পারসীক জলদস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযান: ১৮১০-এর গোড়া থেকে পারস্য উপসাগরে দলে দলে জলদস্যুরা ইংরাজ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি করছিল; তারপর তারা কোম্পানির একটি জাহাজ — **মিনার্ভা** — ধরে। বোম্বাই থেকে অভিযান পাঠালেন মিণ্টো, **মালিয়ায়** (গুজরাটে) জলদস্যুদের সদর ঘাঁটি দখল করে **মস্কটের ইমামের** সাহায্যে অভিযানটি **পারস্যে শিরাজে** তাদের ঘাঁটি আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেয়, এতে জলদস্যুদের জোট ছত্রভঙ্গ হয়।

মাকাও'এ অভিযান: বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় মত্ত কোম্পানির প্রভাবে **মিণ্টো** চীনের সম্রাটের আশ্রিত **মাকাও'এ পোর্তুগীজ কুঠি** ধ্বংসের জন্য জাহাজ পাঠান; সেখানে প্রেরিত রেজিমেণ্ট ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এল বঙ্গে; সঙ্গে সঙ্গে **মাকাও'এ ইংরাজ ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দিলেন চীনের সম্রাট।**

মরিশাস ও বুর্বন অধিকার। — ইংলণ্ডের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধের সময়ে মরিশাস এবং বুর্বন দ্বীপ থেকে ফরাসী আক্রমণের ফলে কোম্পানির বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা থামাবার জন্য **কর্ণেল কিটিং'এর অধীনে একটি অভিযান** পাঠালেন মিণ্টো, কিটিং প্রথমে মরিশাস থেকে ২০০ মাইল দূরেকার **রডারিগ দ্বীপ** অধিকার করেন;

১৮১০, মে; যুদ্ধ চালাবার ঘাঁটি হল রডারিগ; **বুর্বন দ্বীপে** প্রথম **আক্রমণ,** সৈন্যারা [জাহাজ থেকে] নেমে **সেণ্ট পল সহর ও বন্দর চড়াও করে** চারটে ব্যাটারি দখলে এনে তিন ঘণ্টা লড়াই'এর পর **জায়গাটি অধিকার করল;** ইংরাজ দ্বারা অবরুদ্ধ **শত্রুপক্ষীয় নৌবহরের আত্মসমর্পণ।**

জুলাই; বুর্বন দ্বীপে আরো কয়েকটি **ফরাসী স্টেশন** অধিকৃত হবার পর **রাজধানী সেণ্ট ডেনিসের** পতন, **গোটা ফরাসী** বাহিনীর **আত্মসমর্পণ।**

সেনানায়ক হিসেবে রাখা হল কর্ণেল উইলোবিকে, অস্ত্রাগার পরিণত **হল** ইংরাজদের সেলাখানায়, প্রস্তুতি চলল **মরিশাস** ওরফে **ইল দ্য ফ্রাঁস** আক্রমণের। — **সমুদ্রে ১১টি ইংরাজ জাহাজ ফরাসীরা দখল করে।**

১৮১০, ২৯শে অক্টোবর মরিশাসের বিরুদ্ধে অভিযান, ১,০০০ লোক নামল দ্বীপে; **৩০শে অক্টোবর*** ফরাসী সেনানায়ক **মরিশাস সমর্পণ করে;** এটি এখন পর্যন্ত **ইংরাজরা ছাড়েনি,** কিন্তু **বুর্বন দ্বীপ ১৮১৪-এ ফরাসীদের** ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

১৮১১ মিণ্টো কর্তৃক জাভার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ: প্রথমে দখলে এল **মশলা দ্বীপ আম্বয়না,** সেখানে **১৬২৩-এ ওলন্দাজরা নৃশংস হত্যাকাণ্ড** চালায়; কিছু দিনের মধ্যে **মলক্কা দ্বীপপুঞ্জের অপেক্ষাকৃত ছোট পাঁচটি দ্বীপ** অধিকার করা হয়; অনতিপরে, **বান্দা নিইরা** (সেই একই **মলক্কা** দ্বীপপুঞ্জে)। **(অভিযানের মূলে ওলন্দাজ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোভ।)**

১৮১১, ৪ঠা অগস্ট রাত্রিকালে বাটাভিয়ায় (জাভা **দ্বীপের রাজধানী)** ইংরাজদের অবতরণ। **ফোর্ট কর্ণেলিসে** প্রতিরক্ষার জন্য ওলন্দাজ বাহিনীর জমায়েৎ।

৫ই অগস্ট যুদ্ধ, কর্ণেল গিলেসপির হাতে বাটাভিয়ার পরাজয়। কিছু দিনের মধ্যে অভিযানের নেতা স্যার **স্যামুয়েল অকমাটি জাভার সমস্ত জবরদস্ত ঘাঁটি** দখল করে নিলেন; **ফরাসী ও ওলন্দাজদের পরাজয় স্বীকার; জাভার গভর্নর** নিযুক্ত হলেন স্যার **স্টামফোর্ড রাফেল্স্।**

পিণ্ডারীদের অভ্যুদয়: ঘোড়সওয়ারী দস্যুদল, চুরিডাকাতি পেশা। (পিণ্ডারী— **হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভুপালের** (বিন্ধ্য পর্বত) দখলী এলাকায় **মালবের পাহাড়ী উপজাতি,** জেল পালানো আসামী, পলাতক সৈনিক, ভাগ্যান্বেষীদের দল; **১৭৬১-তে পাণিপথের যুদ্ধের সময়ে মারাঠাদের পক্ষে** তাদের প্রথম আবির্ভাব।) **পেশোয়া বাজী রাও'এর আমলে** যে পক্ষে **সবচেয়ে বেশী টাকা দিত সে পক্ষে** সর্বদা তারা ভিড়ত।

* ৯ই ডিসেম্বর, Burgess অনুসারে।

১৮০৮ তাদের নেতা ছিলেন **দুই ভাই, হেরান এবং বারান**; তাঁদের মৃত্যুর পর **চিতু** নামে একটি **জাঠ** নেতা হয়ে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন; তাঁর সাহায্যার্থে সিন্ধিয়া **ছোট একটি এলাকা** দেন, এ ভাবে **অন্যান্য পিণ্ডারী সর্দাররাও ছোটখাটো জায়গীরের মালিক** হয়ে দাঁড়ায়; **দু'বছর পর** চিতু রোহিলা **আমির খাঁর** সঙ্গে মিললেন, ৬০,০০০ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে তাঁরা **মধ্য ভারত লুঠ শুরু করলেন**। তাঁদের আক্রমণ করার অনুমতি লর্ড মিণ্টো **কণ্ট্রোল বোর্ডের** কাছে পেলেন না, কর্নওয়ালিসের **না-হস্তক্ষেপ নীতি** এ প্রত্যাখ্যানের **মূলে**।

মাদ্রাজে **রাইয়তওয়ারী** প্রবর্তন করলেন **স্যার টমাস মনরো**; **মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির রাজস্বসংক্রান্ত প্রশাসনের ভিত্তি** হিসেবে প্রথমে [এটি] স্বীকৃত হয়; **১৮২০ পর্যন্ত** [এটিকে] **পাকাভাবে কায়েমী করা হয়নি**। এই প্রথা অনুযায়ী কাজ চলত এ ভাবে: **বছরের প্রথম দিকে** ফসল যখন এতটা বেড়ে উঠেছে যে তার প্রাচুর্য এবং গুণের বিচার করা সম্ভব তখন **বাৎসরিক বন্দোবস্ত** করত **সরকারের রাজস্ববিভাগের কর্মচারীরা**; এ সময়ে **সরকারী কর ছিল উৎপন্নের তেভাগার সমান**; **বছর বছর প্রদত্ত পাট্টা** বা **ইজারায়** এই করের পরিমাণ নির্ধারণ করে লিপিবদ্ধ করা হত এবং তা পরিশোধের জন্য দায়ী ছিল **রাইয়ত**। **প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন কর অনাদায়ের ক্ষেত্রে অনাদায়ী জমির কর গোটা গ্রামের ওপর সমানুপাতে চাপিয়ে দেবার হুকুম হত**; **ইচ্ছাকৃত একগুঁয়েমির জন্য রাইয়ত পাট্টা** নিয়ে **জমি চাষে** নারাজ বলে **অনাদায় ঘটছে** [এটা মনে করলে] **তাকে জরিমানা করার** এবং এমন কি **দৈহিক শাস্তি দেবার অধিকার** ছিল কলেক্টরের। **পাট্টা দেওয়া বা না দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা** থাকার দরুন প্রতি বছরে **প্রত্যেকটি জেলা থাকত কলেক্টরের হাতের মুঠোয়**।

১৮১৩, অক্টোবর; **লর্ড মিণ্টোর** ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন; তাঁর জায়গায় [**নিযুক্ত** হলেন] **মার্কিস অব হেস্টিংস**, তখন তিনি **আর্ল অব ময়রা**।

পার্লামেণ্টে কার্যবাহ। ১৮১৩, ১লা মার্চ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদের মেয়াদ আবার শেষ হল।

১৮১৩, ২২শে মার্চ প্রশ্নটি খুঁটিয়ে দেখার জন্য **হাউজ অব কমন্স নিজেকে একটি কমিটি বলে ঘোষণা করল। ইণ্ডিয়া হাউজ'এ ডিরেক্টরদের বোর্ড** যুক্তি দেখিয়ে বলল যে, বিজিত দেশ স্বাধিকারে **কোম্পানির** সম্পত্তি, [ইংলণ্ডের] **রাজার** নয়, তাদের [কোম্পানির] একচেটিয়া [বাণিজ্য] অধিকার তাই প্রয়োজনীয়; আগেকার মতো একই সর্তে **আরো বিশ বছরের জন্য নূতন সনদ** তারা দাবী করল। — এ সমস্ত যুক্তির বিরোধিতা করলেন **কমিশনারদের বোর্ডের সভাপতি, আর্ল অব ন্যাকিংহামশায়ার।** [তিনি বললেন] **ভারত ইংলণ্ডের,** কোম্পানির নয়; **কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার ঘুচিয়ে সমস্ত ইংরাজ প্রজার জন্য ভারতের বাণিজ্য অবারিত করা হোক;** সত্য বলতে, [ইংরাজ] **রাজ সম্পূর্ণভাবে ভারত শাসনের ভার নিজের হাতে** নিলে আরো ভালো হবে।

২৩শে মার্চ মন্ত্রিসভার তরফ থেকে লর্ড কাসেলরে [প্রস্তাব] পেশ করলেন: **কোম্পানির সনদ বিশ বছরের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হোক; চীনে ব্যবসা বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হবে কোম্পানিকে,** কিন্তু **ভারতের বাণিজ্য** পৃথিবীর কাছে **অবারিত করা হোক,** অবশ্য **কয়েকটি সীমা রেখে,** যাতে কোম্পানির লোকসান না হয়; **সৈন্যবাহিনীর ভার ও নিজেদের বেসামরিক এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে কোম্পানির হাতে।**

জুলাই'এর শেষ, কাসেলরে'র **এই বিলটি** কয়েকটি ছোটোখাটো সংশোধনের পর **গৃহীত** হল (বিস্তারিত বিবরণ **২০০ পৃষ্ঠায়** দ্রষ্টব্য)। **লর্ড গ্রেনভিল সরকারকে** জোর দিয়ে বললেন **সমগ্র ভারতকে সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে নিতে** এবং প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে **সিভিল সার্ভিসে লোক নিয়োগ করতে।**

এই বছরেই কলিকাতার যাজকপীঠে একটি বিশপের নিয়োগে খ্রীষ্টধর্মকে প্রকাশ্যভাবে আনা হল ভারতে।

. . . .

(ঠ) লর্ড হেস্টিংস'এর প্রশাসন, ১৮১৩—১৮২২

১৮১৩, অক্টোবর কলিকাতায় লর্ড হেস্টিংস'এর আগমন। — ১৮১১-এ যশোবন্ত রাও হোলকারের মৃত্যু; তাঁর বিধবা তুলসী বাই অনেক প্রিয়পাত্রের পর দস্যু পাঠানদের সর্দার **গফুর খাঁর** সঙ্গে চার বছর অতিবাহিত করেন; **ইন্দোরের শাসন ক্ষমতা** সম্পূর্ণভাবে [ছিল] শেষোক্তের হাতে। — **১৮১৩-এ সিন্ধিয়া** আশেপাশের এলাকা লুঠ করেন, [কিন্তু] ইংরাজ সরকারের সামান্য হুমকিতেই থামলেন। — **রোহিলা সর্দার আমির খাঁর** হাতে ছিল ভারতের একটি অন্যতম সেরা বাহিনী, তাতে ছিল **তাঁর ভাগ্যান্বেষীরা** এবং **হোলকারের সৈন্যদল, ১৮১১**-এ পিণ্ডারী সর্দার **চিতুর** সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এ বাহিনীর সেনানায়ক হন আমির খাঁ। — **পেশোয়া বাজী রাও** ইংরাজদের কবলে তখন বেজার। দরবারের রেসিডেণ্ট **মাউণ্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের** করিতকর্মে তাঁর অবস্থা আরো 'শোচনীয়' [হয়ে দাঁড়িয়েছিল]। **আমেদাবাদ** এলাকা নিয়ে **গাইকোয়ারের সঙ্গে বিবাদ** ঘটেছিল; সন্ধি অনুযায়ী সালিশীর জন্য ডাকা হল **ইংরাজদের**। তাই — বোম্বাই'এর প্রেসিডেণ্টের অনুমোদনক্রমে —• গাইকোয়ার পুনায় পাঠালেন **গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে**; এঁর বিরুদ্ধে পেশোয়ার কুচক্রী পেটোয়া **ত্রিম্বকজী দাঙ্গলিয়া** চক্রান্ত করেন, [গঙ্গাধর শাস্ত্রী] গুজরাটে ফিরে গেলে দলের লোকদের দিয়ে নৃশংসভাবে তাঁকে ইনি হত্যা করান **পান্ধারপুরে**। পেশোয়ার আপত্তি সত্ত্বেও (২০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এলফিনস্টোন জোর করে তাঁকে দিয়ে **দাঙ্গলিয়াকে** সমর্পণ করালেন, তাঁকে রাখা হল কারাগারে অধিকতর তদন্তের জন্য। **হেস্টিংস** যখন

শাসনভার নিলেন তখনকার **পরিস্থিতি** এই; তিনি দেখলেন কোষাগার শূন্য।

১৮১৪ নেপালের গুর্খারা; রাজপুতদের একটি উপজাতি; গোড়ায় এরা রাজপুতানা থেকে এসে নেপালে হিমালয়ের পাদদেশে **তরাই** জয় করে সেখানে বসবাস করতে থাকে। শাসন-ব্যবস্থার নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে **অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি** তারা একটি নেতার অধীনে [ছিল] যিনি নিজেকে **'নেপালের রাজা'** বলে পরিচয় দিতেন। রাজ্যসীমা বিস্তার করার ফলে তাঁর সংস্পর্শ হত কখনো রনজিৎ সিংহের সঙ্গে, কখনো বা ব্রিটিশ-আশ্রিত রাজাদের সঙ্গে; সে জন্য **স্যার জর্জ বার্লো** এবং **লর্ড মিণ্টোর** সঙ্গে ইতিমধ্যে তাঁর বিবাদ হয়। — **১৮১৩-র শেষাশেষি ইংরাজ গ্রাসিত অযোধ্যা এলাকায় ব্রিটিশ আশ্রিত ২০০ গ্রামের একটি জেলা** গুর্খারা দখল করে। **লর্ড হেস্টিংস** ২৫ দিনের মধ্যে এগুলি ফিরিয়ে দিতে বললেন; এতে **বাটওয়ালে** একটি ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে **গুর্খারা হত্যা করে**। তখন —

১৮১৪ (অক্টোবর) — গুর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা; কথা হল **জেনারেল গিলেসপি অমর সিংহের** অধীন **গুর্খা বাহিনীকে** আক্রমণ করবেন **শতদ্রুতে; জেনারেল উডের** পরিচালনায় দ্বিতীয় একটি বাহিনী যাত্রা করবে **বাটওয়ালে**; তৃতীয় একটি বাহিনী **জেনারেল অক্টারলোনির** নেতৃত্বে— **সিমলায়** যাবে; **জেনারেল মার্লির** অধীনে **চতুর্থ একটি বাহিনী** সটান যাবে রাজধানী **কাঠমণ্ডুতে। যুদ্ধ খরচার** জন্য **অযোধ্যার নবাবের** কাছে **বিশ লক্ষ টাকা** ধার করা হল।

২৯শে অক্টোবর পাঁচ শ'জন গুর্খা কর্তৃক রক্ষিত **কালাঙ্গা দুর্গ** আক্রমণ করলেন **গিলেসপি**; সটান আক্রমণের হুকুম দিয়ে তিনি নেতৃত্ব নিয়ে **নিজেই** বন্দুকের গুলিতে **মারা যান; ৭০০ জন অফিসার** ও সৈন্য খুইয়ে বাহিনী ফিরে গেল শিবিরে। তখন বাহিনীর ভার নিয়ে **জেনারেল মার্টিনডেল** বিফল অবরোধে মাসের পর মাস নষ্ট করলেন: প্রাচীর ভেদের পর

অবশেষে যখন **দুর্গটি দখলে এল** তখন দেখা গেল, **রক্ষীরা** আক্রমণের আগের **রাত্রে সমস্ত রসদ সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছে।**

নিজের বাহিনীর তুলনায় অনেক কমসংখ্যক একটি দলকে হারিয়ে জেনারেল উড ভীতগ্রস্ত হয়ে ব্রিটিশ সীমান্তে ফিরে এসে অভিযানের বাকি **সময়টা** বরাবর নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলেন।

১৮১৫ সীমান্তে পেঁৗছিয়ে **জেনারেল মর্লি** সেখানে **কাঠমণ্ডু** আক্রমণের জন্য কামান বাহিনীর প্রতীক্ষায় ১৮১৫-র শুরু পর্যন্ত রইলেন; অভিযানের সময় নিজের বাহিনীকে তিনি দুটি দুর্বল দলে ভাগ করে দিলেন, **প্রত্যেকটিকে গুর্খারা আক্রমণ করে হারিয়ে দিল**; মর্লি এদিক ওদিক যাত্রা করে **১৮১৫-এর ১০ই ফেব্রুয়ারী সীমান্ত ছেড়ে পালিয়ে এলেন একেবারে একা!**

১৫ই মে কয়েক মাস সফল লড়াই ও অবরোধের পর **অমর সিংহ** ফিরে গেলেন **মালোনে (শতদ্রুর বাঁ তীরে** শক্ত পাহাড়ে দুর্গ), একমাস ধরে **জেনারেল অক্টারলোনির** গোলাবর্ষণের পর **১৫ই মে** দুর্গের পতন হল, অবরোধের সময়ে **নিহত হন অমর সিংহ***। --- ইতিমধ্যে কুমায়ুন জেলার **আলমোড়ার** পতন হওয়াতে অক্টারলোনির বিরোধী **গুর্খাদের সমস্ত রসদের পথ বন্ধ হয়ে গেল**; তারা মিটমাটে নামল।

১৮১৬ অনেক আলোচনার পর **আবার যুদ্ধ**। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অতি কষ্টে পথ করে স্যার ডেভিড অক্টারলোনি মাকওয়ানপুরে গিয়ে গুর্খাদের হারালেন, অনেক লোকসান [হল]; তারপর তিনি **সন্ধি** করলেন **তাদের সঙ্গে,** সে [সন্ধি] তারা সঠিক মেনে চলে: নিজেদের এলাকার **মধ্যে** থাকা ও বিজিত **এলাকার বেশীর ভাগ ফিরিয়ে** দেবার কথা তাদের। — এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ও নেপালের মধ্যে সংযোগের পথ খুলে গেল; **অনেক গুর্খা** যোগ দিল **ইংরাজ বাহিনীতে, গুর্খা রেজিমেণ্টে** তাদের ঢোকানো

* অমর সিংহের সেনাপতি ভক্তি সিংহ, Mill অনুসারে, অষ্টম খণ্ড।

হয়, [এগুলি] **১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের সময়** ইংরাজদের অত্যন্ত কাজে লাগে।

গুর্খা যুদ্ধের সময়ে কোম্পানির প্রথম দিককার নানা দুর্গতির ফলে দেশীয় রাজাদের মধ্যে গণ্ডগোল দেখা দেয়, বিশেষ করে **হাথরাশ** এবং **বেরিলিতে** (দুটিই **দিল্লী প্রদেশে**) বিদ্রোহ।

১৮১৬—১৮১৮ পিণ্ডারীরা। ১৮১৫-এ ৫০—৬০ হাজার লুঠেরারা মধ্য ভারত ছারখার করে, এদিকে সীমান্তে **আমির খাঁর** কাছ থেকে বিপদের আশঙ্কা, আর শত্রুভাবাপন্ন **মারাঠা** রাজারা সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত। সন্ধি করে **আমির খাঁর** বিরুদ্ধে **হেস্টিংস'এর** শক্তিশালী সমামেল গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ (২০৬)।

১৮১৫, ১৪ই অক্টোবর পিণ্ডারীদের একটি বড়ো দল নিজামের এলাকা আক্রমণ করে লুঠ করে।

১৮১৬, ফেব্রুয়ারী পিণ্ডারী দলের প্রায় অর্ধেক **গুণ্টুর সরকার** (কোম্পানির এলাকা) চড়াও করে সে অঞ্চল বিধ্বস্ত করল, মাদ্রাজ সৈন্যবাহিনী দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে পাকাপাকি আক্রমণ করার আগেই তারা উধাও।

বেরারের রাজা রাঘোজী ভোঁসলার মৃত্যু; তাঁর সন্তানকে হত্যা করে তাঁর খুল্লতাত ভ্রাতা **আপ্পা সাহেব** সিংহাসনে এসে **একটি চুক্তি করে কোম্পানিকে তুষ্ট করলেন।** এ [চুক্তি] অনুসারে **নাগপুরে আট হাজার ইংরাজের একটি অতিরিক্ত সৈন্যদলকে রাখতে হবে।**

১৮১৬, নভেম্বরে কোম্পানির এলাকায় পিণ্ডারীদের নূতন হামলা; নাগপুরের বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াতে তারা নানা দলে ভাগ হয়ে নিজেদের এলাকায় উধাও হয়ে গেল।

১৮১৭ বছরের প্রথম দিকে ১,২০,০০০ লোকের একটি বাহিনী (ব্রিটিশ পতাকার নীচে জমায়েত [ভারতের] বৃহত্তম বাহিনী) নিয়ে স্বয়ং হেস্টিংস যুদ্ধে নামলেন। **বুঁদি, যোধপুর, উদয়পুর, জয়পুর এবং কোটার** রাজাদের সঙ্গে মিত্রতা পাতালেন তিনি, **নিরপেক্ষতা চুক্তি** সই করতে বাধ্য করা হল **সিন্ধিয়াকে।**

মারাঠা শক্তির অবসান। কারাগার থেকে পালিয়ে **ত্রিম্বকজী দাঙ্গলিয়া** আবার **পুনায় বাজী রাও'এর** প্রধান পরামর্শদাতা হলেন; 'পিণ্ডারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার' ওজুহাতে শেষোক্তটি ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি চালালেন। বোম্বাই থেকে সৈন্য আনিয়ে **এলফিনস্টোন** তাঁকে দৃঢ়ভাবে **বললেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ বা শান্তি বেছে নিতে** হবে আর **তিনটি প্রধান দুর্গ এবং ত্রিম্বকজী দাঙ্গলিয়াকে দিয়ে দিতে হবে**। বাজী রাও দোমনা; বোম্বাই সৈন্যদের আবির্ভাব; **নতি স্বীকার করে পেশোয়া সমস্ত দুর্গ দিয়ে দিলেন কোম্পানিকে,** কথা দিলেন যে, দাঙ্গলিয়াকে **ধরে** দেবেন। এবার একটি **চুক্তি স্বাক্ষরিত** হল, সেটা অনুসারে **পেশোয়া কথা দিলেন যে, দরবারে আর কখনো কোন শক্তির, মারাঠা বা বিদেশী ভকীল*** তিনি **রাখবেন না, ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের হুকুম সম্পূর্ণ মেনে চলবেন। মারাঠা সার্বভৌম ক্ষমতার অবসান** [ঘটল] এভাবে, **পুনার দরবার** নেমে এল নাগপুর বা ইন্দোরের দরবারের স্তরে। তা ছাড়া কোম্পানিকে তাঁর [পেশোয়ার] দিয়ে দিতে হল **সাগর, বুন্দেলখণ্ড** এবং অন্যান্য জায়গা। এবার নিরাপত্তার জন্য **এলফিনস্টোন** (পুনা থেকে) দু'মাইল দূরে ব্রিটিশ শিবিরে সরে গেলেন, সৈন্যরা রয়ে গেল সেখানে। **মাসখানেক পরে** ধরা পড়ল যে, ইংরাজদের বিরুদ্ধে ঘোড়সওয়ার ও সৈন্য জোটাচ্ছেন পেশোয়া।

১৮১৭, ৫ই নভেম্বর; ব্রিটিশ রেজিমেণ্টগুলির কাছাকাছি বড়ো গোছের একটি দেশীয় সৈন্যদল মোতায়েন করে পুনায় (ব্রিটিশ) **রেসিডেন্সি** আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেওয়া হল। এর পরে যে যুদ্ধ হল তাতে **পেশোয়ার অনভিজ্ঞ সৈন্যরা** পরাজিত হয়: **বাজী রাও** নিজে —

১৮১৭, ১৭ই নভেম্বর — আত্মসমর্পণ করলেন। শিবাজীর সঙ্গে ১৬৬৯-এ যে মারাঠা রাষ্ট্রের সূত্রপাত **তার সার্বভৌম ক্ষমতার বিলোপ।**

নাগপুরের রাজার পতন। ঠিক বাজী রাও'এর পথে **আপ্পা সাহেবও**

* রাষ্ট্রদূত।

এগিয়েছিলেন অর্থাৎ সৈন্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি; **ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মিঃ জেনকিন্সের** কাছে তা ফাঁস হয়ে যায়।

১৮১৭, সেপ্টেম্বর দরবারে প্রকাশ্যে **একটি পিণ্ডারী প্রতিনিধিকে** অভ্যর্থনা করলেন **আপ্পা সাহেব।**

১৮১৭, নভেম্বর জেনকিন্সকে তিনি জানালেন যে, পেশোয়া তাঁকে (আপ্পা সাহেবকে) **মারাঠা সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক** নিযুক্ত করেছেন; উত্তরে জেনকিন্স বললেন, যে হেতু কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধ চলেছে পেশোয়ার সে হেতু এ নিয়োগের ফলে কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধবে নাগপুরের। এর পর **আপ্পা সাহেব** (ব্রিটিশ) **রেসিডেন্সি** আক্রমণ করেন। — **সীতাবল্দি পাহাড়ে** যুদ্ধ। যুদ্ধের শুরুটা [ইংরেজদের পক্ষে] খারাপ যায়, পরে **ইংরাজরা জেতে। নাগপুর দখল; আপ্পা সাহেব সিংহাসনচ্যুত, যোধপুরে পলাতক হিসেবে** তাঁর মৃত্যু হয়। এ রাজ্য ইংরাজরা শাসন করে **১৮২৬** পর্যন্ত, তখন বয়ঃপ্রাপ্তির পর একটি পূর্ব মনোনীত **তরুণকে ব্রিটিশ আশ্রয়ে** তারা সিংহাসনে বসায়।

হোলকার বংশের পতন: তুলসী বাই তাঁর প্রেমাস্পদ পাঠান নেতা এবং কোম্পানির জাতশত্রু **গফুর খাঁকে** আসল শাসনকর্তা করে দিয়েছিলেন। তাঁকে সরাবার দাবী জানালেন **স্যার জন ম্যালকম** এবং **স্যার টমাস হিসলপ।** যুদ্ধের প্রস্তুতি চালালেন রাণী, কিন্তু একদিন রাত্রিবেলায় তাঁর বিরোধী একটি দল ইন্দোরে তাঁকে ধরে মুণ্ডচ্ছেদ করে দেহ ফেলে দিল নদীতে।

১৮১৭ নবীন **মলহার রাও হোলকারকে** সঙ্গে সঙ্গে রাজা বলে ঘোষণা করে, নামে মাত্র তাঁর নেতৃত্বে, কিন্তু আসলে **গফুর খাঁর** পরিচালনায় সৈন্যবাহিনী বেরিয়ে পড়ল।

১৮১৭, ২১শে ডিসেম্বর ভীষণ গোলাবর্ষণের মুখে ইংরাজরা **শিপ্রা** নদী পার হয়ে মারাঠাদের কামান সব দখল করে নিল। **মাহিদপুরে চূড়ান্ত যুদ্ধ:** কঠিন সংগ্রামের পর **ইংরাজরা বিজয়ী।** মলহার রাও'এর বোন **বুনা বাইকে** গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দেওয়া হল ভাই'এর কাছে। — কিছুকাল

পরে **সন্ধি**: যশোবন্ত রাও'এর পুত্র **মলহার রাও হোলকারকে রাজা বলে মানা হল** বটে, কিন্তু **তাঁর ক্ষমতা** এবং **এলাকার আয়তনের হ্রাস হল।**

১৮১৭-র প্রায় শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত যুদ্ধে না নেমে পিণ্ডারীরা কাছাকাছি ঘোরে। বন্ধু মারাঠা রাজাদের পতনের পর পিণ্ডারীদের **তিন জন সর্দার — করিম খাঁ, চিতু** এবং **ওয়াসিল মহম্মদ** — ঠিক করলেন এবারে কোমর বেঁধে লাগতে হবে; তারা নিজেদের সৈন্য **জমায়েৎ করলেন** — ঠিক এটিই চাইছিলেন হেস্টিংস; **প্রেসিডেন্সির নানা বাহিনীকে** তিনি আদেশ করলেন **মালবে দস্যুদলের সমস্ত ঘাঁটির কাছে এগিয়ে যেন পাকাপাকি ঘেরাও** করে ফেলে; সর্দার তিন জনে পালালেন, তাঁদের **তিনটি বাহিনীও তাঁদের পদানুসরণ করতে গিয়ে পলায়নের সময়** [ইংরাজ দ্বারা] **আক্রান্ত হয়।** করিম খাঁ'র দল **জেনারেল ডন্কনের** হাতে বিনষ্ট হল; **জেনারেল ব্রাউন চিতুর দলকে** ছত্রভঙ্গ করে দিলেন; **তৃতীয় দলটি** আক্রান্ত হবার আগেই ইতস্তত পালায়; তাদের সর্দার, **ওয়াসিল মহম্মদ, আত্মহত্যা** করলেন; যুদ্ধের পর জঙ্গলে **চিতুর** মৃতদেহ পাওয়া যায়; শান্তিভঙ্গ না করার প্রতিশ্রুতিতে **করিম খাঁকে** ছোটখাটো একটা জায়গীরে অবসর গ্রহণ করে থাকতে দেওয়া হল। **পিণ্ডারীদের দল ভেঙ্গে দেওয়া** হল, আর কখনো তারা একত্র হতে পারেনি; **আমির খাঁ** এবং **গফুর খাঁর** দলের **পাঠানরাও** একইভাবে দমিত।

সিন্ধিয়া এখন একমাত্র **নেতা যার একটা সৈন্যবাহিনী** অর্থাৎ স্বাধীনতার খানিকটা ঠাট আছে; কিন্তু **কোম্পানির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল** [তিনি]। -- **ভারত এখন ইংরাজদেরই।**

১৮১৭, অগস্ট মহামারী কলেরার প্রথম ও প্রচণ্ড প্রকোপ; প্রথম দেখা দেয় কলিকাতার কাছে **যশোহর জেলায়,** সেখান থেকে এশিয়া হয়ে আসে **ইউরোপীয় ভূখণ্ডে,** সেখানে প্রচণ্ড লোকসান করে যায় **ইংলণ্ডে,** এবং **সেখান থেকে আমেরিকায়। ১৮১৭-র নভেম্বর মাসে হেস্টিংস'এর বাহিনীতে** এটা দেখা দিল, **কলিকাতা থেকে আগত একটি নূতন দলের** মারফতে সংক্রমণ আসে, **বুন্দেলখণ্ডের নিম্নভূমি হয়ে যাবার সময়ে**

হেস্টিংস'এর বাহিনীতে রোগের চণ্ডমূর্তি, মৃত এবং মরণাপন্নে পথ ছেয়ে থাকে কয়েক সপ্তাহ।

১৮১৮, ১লা জানুয়ারী পেশোয়ার সঙ্গে (পুনা থেকে তিনি পালিয়েছিলেন দক্ষিণ দিকে) যোগ দিলেন ত্রিম্বকজী দাঙ্গলিয়া। **২০,০০০ লোক নিয়ে তাঁরা ক্যাপ্টেন স্টানটনের অধীনে একটি ইংরাজ দলের সঙ্গে লড়াই চালান;** ভীষণ লড়াই'এর পর শেষোক্তের জয় হয়; ছত্রভঙ্গ মারাঠাদের পলায়ন। তখন **জেনারেল স্মিথ** সৈন্য চালনার ভার নিয়ে অভিযান করেন **সাতারায়,** সঙ্গে সঙ্গে সাতারা আত্মসমর্পণ করল। পালিয়ে গিয়ে **বাজী রাও** শেষ পর্যন্ত **স্যার জন ম্যালকমের** কাছে আত্মসমর্পণ করেন, স্যার জন ম্যালকম তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ঘোষণা করলেন। লর্ড **হেস্টিংস** সত্যকার মারাঠা রাজাদের অন্যতম (যাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁদের মন্ত্রিরা, **পেশোয়ারা**), **শিবাজীর বংশোদ্ভূত সাতারার রাজাকে** বৈধ রাজা বলে ঘোষণা করলেন, **সরকারের বৃত্তিভোগী** হলেন **পেশোয়া; ১৭০৮-এ** সাতারার রাজা **শাহু বালাজী বিশ্বনাথকে** নিজের পেশোয়া করেছিলেন, এইভাবে ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন ঘটল। (১৮৫৭-এর অভ্যুত্থানের **নানা সাহেব ছিলেন বাজী রাও'এর পালিত পুত্র,** বাজী রাও'এর **মৃত্যুর পর তাঁকে দেয় বৃত্তি বন্ধ করে ইংরাজরা।**) তা ছাড়া এই শেষ যুদ্ধাভিনয়ে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ — তালনীর, মালিগাওঁ ও আসিরগড় অধিকার করা হল।

ভারতে **সংবাদপত্রের স্বাধীনতা** ঘোষণা করলেন **লর্ড হেস্টিংস।**

১৮১৯ জোহোরের ভুমাঙ্গয় অর্থাৎ **শাসনকর্তাকে** দিয়ে **সিঙ্গাপুর** সমর্পণ করালেন **স্যার স্টামফোর্ড রাফেল্‌স্‌।**

১৮২০ হায়দরাবাদে **অবস্থিত সৈন্যদলের খোরপোষ দিয়ে** এবং মন্ত্রী **চন্দের লালের** ভয়ংকর কুব্যবস্থার ফলে **নিজাম** ভীষণ **ঋণগ্রস্ত। মেজারস্‌ পামার এণ্ড কো'র** হৌস সাগ্রহে তিনি যত চান তত ধার দেয়, শেষ **পর্যন্ত ঋণের** অঙ্ক অসম্ভব মোটা টাকায় দাঁড়াল। পামার হৌসের অংশীদাররা হায়দরাবাদে কুপ্রভাব অর্জন করে; তখন সেখানকার রেসিডেণ্ট **মিঃ**

মেটকাফ হেস্টিংসকে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানালেন; শেষোক্তটি **পামার এণ্ড কোম্পানিকে হুকুম দিলেন যেন আর ধার না দেয়** এবং বিনা বিলম্বে **উত্তর সরকারের কর** যেন মূলধনে পরিণত করা হয়; এ ভাবে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে ধার শোধ করার ব্যবস্থা হল। কিছুকাল পরে **পামার এণ্ড কো লাটে ওঠে**; এ হৌসের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলে **হেস্টিংসের** নিন্দা হয় (লোকে বলে, একটি সদস্যের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য), **এদের আগেকার অনেক সন্দেহজনক কারবার তিনি মঞ্জুর করে** শেষে হস্তক্ষেপ করেন শুধু তখনি যখন মেটকাফের ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ব্যাপারটি এত জানাজানি হয়ে যায় যে, পামারদের আর 'প্রশ্রয়' দেওয়া হেস্টিংস'এর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

১৮২২-র শেষের দিক; হেস্টিংস পদত্যাগ করেন। ১৮২৩-র ১লা জানুয়ারী তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যান। ভারতে তিনি এসেছিলেন রাজ্যগ্রাস না করার প্রতিশ্রুতিতে!

. . . .

শেষ যুগ, ১৮২৩ — ১৮৫৮
(ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবসান)

(১) লর্ড আমহার্স্টের প্রশাসন, ১৮২৩ — ১৮২৮

১৮২৩, জানুয়ারী হেস্টিংস'এর বিদায়গ্রহণের পর অন্তর্বর্তীকালের জন্য [গভর্নর-জেনারেল হন] কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ সদস্য **মিঃ এ্যাডম। —** লর্ড আমহার্স্টকে বড়োলাট নিয়োগ করল কণ্ট্রোল বোর্ড।

১৮২৩, অগস্ট আমহার্স্ট কলিকাতায়; কিছুদিনের মধ্যে **বর্মার সঙ্গে যুদ্ধে** জড়িয়ে পড়লেন। — **আভার বর্মীরা** প্রথম দিকে পিগু **রাজ্যের তাঁবেদার মাত্র** ছিল; পরে স্বাধীন হয় তারা; তাদের নেতা [ছিলেন] ভাগ্যান্বেষী আলোমপ্রা যিনি সৈন্যদলকে পরিচালনা করে সর্বদাই জয়লাভ করেছেন; শ্যামের **তেনেসারিম** তারা দখল করে, কয়েকবার চীনাদের হারায়, **সমগ্র আরাকান** অধিকার করে **পিগুতে নিজেদের সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের অধীনে এনে** সমস্ত উপদ্বীপের রাজা হল, **রাজধানী** হল **আভা। বর্মার রাজা** নিজেকে অভিহিত করলেন **'শ্বেত হস্তীর প্রভু, সমুদ্র ও পৃথিবীর অধিপতি'** বলে।

১৮১৮-তেই আভার দরবারে সবায়ের বিশ্বাস যে, হীনবল হিন্দুদের উপর বিজেতা ইংরাজরা অপরাজেয় বর্মীদের কাছে নির্ঘাৎ হেরে যাবে, তাদের রাজা কলিকাতায় পত্র লিখে **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির** কাছে দাবী করেন যে, **চট্টগ্রাম** ও **আরো কয়েকটি জেলা ছেড়ে দিতে হবে,** কেননা, তাঁর মতে, এগুলি তাঁর অধীনস্থ **আরাকান এলাকার** অংশ। যাহোক, উত্তরে

তাঁর 'ভুল' **হেস্টিংস** ভদ্রভাবে জানিয়ে দেওয়াতে তিনি আর উচ্চবাচ্য করেননি।

১৮২২ **মহা বান্দুলার** (সেনানায়ক) অধীনে বর্মী সৈন্য **আসাম জয় করে আত্মসাৎ করে নিল।**

১৮২৩ **আরাকান উপকূলে** ইংরাজদের **শাহপুরী** দ্বীপ **দখল করে** তারা সেখানকার অল্পসংখ্যক রক্ষী সৈন্যকে হত্যা করে। বর্মীদের হটাবার জন্য একটি দল পাঠিয়ে **আমহার্স্ট** আভায় রাজাকে ভদ্রভাবে চিঠি লিখে অনুরোধ জানালেন যেন তিনি অপরাধীদের শাস্তি দেন, এদের তিনি নেহাৎ **জলদস্যু** বলে বিবেচনা করেন।

১৮২৪, **জানুয়ারী** এটা দুর্বলতার লক্ষণ ধরে নিয়ে বর্মীরা ব্রিটিশ আশ্রিত **কাছার** জেলা আক্রমণ করল; তাদের হারিয়ে ইংরাজরা হটিয়ে দিল **মণিপুরে।** — এবার কলিকাতা থেকে দুটি অভিযান পাঠানো হল, একটি **আসাম** দখল করবার জন্য আর অন্যটি রেঙ্গুন এবং **বর্মার অন্যান্য সমুদ্র বন্দর** অধিকারের জন্য।

১৮২৪ বিনা যুদ্ধে **রেঙ্গুন** দখল, রক্ষী সেনাদল পালিয়ে গেল দেশের অভ্যন্তরে। এই অভিযানের নায়ক **স্যার আর্চিবল্ড ক্যামবেল** একই রকম বিনা যুদ্ধে আশেপাশের আরো কয়েকটি ঘাঁটি, এবং দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিরোধের পর **কেমেণ্ডিন** (রেঙ্গুন থেকে চার মাইল দূরে) দখল করলেন; তারপর গরম পড়াতে তাঁর সৈন্যরা রেঙ্গুনের সেনানিবাসে রয়ে গেল; **রসদ এল ফুরিয়ে,** সৈন্যদের মধ্যে **দেখা দিল কলেরা।**

১৮২৪, **ডিসেম্বর;** ৬০,০০০ সৈন্য নিয়ে ক্যামবেলের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করলেন **মহা বান্দুলা;** ইংরাজদের হাতে দুবার তাঁর পরাজয়; তিনি ফিরে গেলেন **দোনাবতে,** ইংরাজরা পিছু তাড়া করে সহর চেপে ঘেরাও করল।

১৮২৫, **এপ্রিল** সঙ্কেত-রকেটে **মহা বান্দুলার মৃত্যু। দোনাবর রক্ষী সেনাদলের আত্মসমর্পণ।** এগিয়ে গিয়ে বিনা যুদ্ধে ক্যামবেল **প্রোম** (ওরফে প্রি) সহর দখল করলেন; **আসামে** অভিযানের কী ফল তার প্রতীক্ষায়

সেখানে বিশ্রাম করতে লাগলেন; **কর্ণেল রিচার্ডস্'এর** অধীনে আসামে প্রেরিত অভিযান **রংপুর** এবং **শ্রীহট্ট** দখলে এনে আসাম থেকে বর্মীদের বিতাড়িত করে জেনারেল ম্যাকবিনের পরিচালনায় এগিয়ে গেল —

১৮২৫, মার্চ — আরাকানে, সেখানে বীরত্বের সঙ্গে রক্ষিত সব পাহাড় তারা অতিক্রম করে; বিজয়ী ইংরাজরা সমভূমিতে নেমে **আরাকানের রাজধানীর** সামনে আবির্ভূত হল। আভার দরবারের সঙ্গে আলোচনায় কোনো ফল হল না।

১৮২৫, নভেম্বর; আভায় এগোলেন ক্যামবেল; তিনি আসাতে শত্রুপক্ষের পলায়ন।

১৮২৬, ফেব্রুয়ারী; দুটি চূড়ান্ত লড়াই, বর্মীদের পরাজয়; আভা থেকে দু'দিনের পথ **ইয়ান্দাবোয়** পেঁছিল ইংরাজরা; **বর্মার রাজা নতি স্বীকার করলেন।**

১৮২৬ বর্মার সঙ্গে সন্ধি: বর্মার রাজা **কোম্পানিকে ছেড়ে দিলেন আসাম, ইয়ে** (তেনেসারিমের একটি প্রদেশ), **তেনেসারিম আর আরাকানের একাংশ; কাছার প্রদেশে হস্তক্ষেপ না করার,** যুদ্ধের খরচা **বাবদ ১০ লক্ষ পাউণ্ড** দেবার এবং আভায় **ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে** রাখবার কথা দিলেন।

এই প্রথম বর্মা যুদ্ধের জন্য **(১৮২৪-১৮২৬)** ইংরাজ সরকারের এক কোটি তিরিশ লক্ষ পাউণ্ড খরচা হয়, ইংলণ্ডে জনপ্রিয় হয়নি এ লড়াই।

১৮২৪, অক্টোবর (যুদ্ধের সময়) রেঙ্গুনে যাবার হুকুম প্রাপ্ত **ব্যারাকপুরে** অবস্থিত **৪৭ নং বেঙ্গল দেশীয় পদাতিক বাহিনী** প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে (২১৮ পৃঃ তুলনীয়)।

১৮২৬ যুদ্ধের শেষে একই জায়গায় **আর একটি বিদ্রোহ** (২১৮ পৃঃ তুলনীয়)।

১৮২৬, ১৮ই জানুয়ারী লর্ড কম্বেরমেয়ারের নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী **ভরতপুর** প্রচণ্ড আক্রমণে দখল করে, **এটিকে মনে করা হত দুর্ভেদ্য। মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের সময় ভরতপুর রাজ্যের** প্রতিষ্ঠা করে এ অঞ্চলের আদিবাসী **জাঠেরা।** এ সময়ে [১৮২৬-এ] সেখানকার রাজা ছিলেন **দুর্জন সাল;** ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী (শিশু) বলদেও সিংহের

কাছ থেকে ইনি 'রাজত্ব' কেড়ে নিয়েছিলেন বলে বলদেও সিংহের দলের লোকেরা ইংরাজদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে; এজন্য তাঁর **বিরুদ্ধে** পাঠানো হয় কম্বেরমেয়ারকে, ইত্যাদি ভরতপুরের পতনের পর ব্রিটিশের বন্দী হিসেবে **দুর্জন সালকে** পাঠানো হল বারাণসীতে, ব্রিটিশ আশ্রয়ে সিংহাসনে বসানো হল বলদেও সিংহকে।

১৮২৭ বর্মা যুদ্ধের জন্য পার্লামেণ্ট ধন্যবাদ জানাল **আমহার্স্টকে,** তাঁকে আর্ল করা হল, **১৮২৮-এর ফেব্রুয়ারীতে** তিনি ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন।

. . . .

(২) লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রশাসন, ১৮২৮—১৮৩৫

(কোম্পানির ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেণ্টিঙ্কের নিয়োগ বিষয়ে ২১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

১৮২৮, ৪ঠা জুলাই বেণ্টিঙ্ক কলিকাতায়। -- যোধপুরের রাজপুত **রাজ্যে** বিদ্রোহী সর্দারদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে **রাজা মান সিংহকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করল ইংরাজরা।**

গোয়ালিয়র, ১৮২৭ কোনো সন্তান বা পালিত পুত্র না রেখেই **দৌলত রাও সিন্ধিয়ার মৃত্যু।** তাঁর স্ত্রীকে **পোষ্য নিতে** আদেশ করেন বেণ্টিঙ্ক, সবচেয়ে নিকট আত্মীয় **আলি জা জাঙ্কোজী সিন্ধিয়াকে** তিনি গ্রহণ করেন; শেষোক্তটি **রাণীর** সঙ্গে লড়াই লাগান **১৮৩৩-এ;** তাঁর হাতে **শাসনভার সম্পূর্ণ** ছেড়ে দেবার আদেশ রাণীকে দিলেন বেণ্টিঙ্ক।

জয়পুরে রাজা এবং তাঁর মা'কে, রাণীকে, বিষ প্রয়োগ করে উজীর শাসনভার দখল করে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ **রেসিডেণ্ট** [এ ব্যাপারে] **হস্তক্ষেপ করে** রাজবংশের একমাত্র প্রতিভূ একটি **শিশুকে** সিংহাসনে বসান। **শিশুটি** যতদিন নাবালক ততদিন রাজ্যের শাসনভার রেসিডেণ্ট নিজের হাতে নিলেন।

অযোধ্যা, ১৮৩৪ অযোধ্যার রাজা সমস্ত রাজস্ব নিঃশেষ করে দেওয়াতে

তাঁর কুশাসন নিয়ে তদন্ত চালালেন **মিঃ ম্যাডক**; রাজাকে **কঠোরভাবে সাবধান করলেন** গভর্নর-জেনারেল।

ভূপাল, ১৮২০ ভূপালের রাজার মৃত্যু, তাঁর বিধবা **সিকন্দর বেগমের** হাতে পড়ে রাজ্যের শাসনভার; তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, বৈধ উত্তরাধিকারী যিনি, **১৮৩৫-এ** ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করাতে বেণ্টিঙ্ক **হস্তক্ষেপ** করলেন, **সিংহাসনে বসালেন তাঁকে** (উপরোক্ত রাজার কন্যা এখন **শাসন** করছেন)।

কুর্গ, ১৮৩৪ বেণ্টিঙ্ক **কুর্গ** আত্মসাৎ করে নিলেন (দক্ষিণ মালাবার উপকূলে)।

১৮২০-এ বীর রাজা সিংহাসনে আরোহণ করে আত্মীয়স্বজনদের নির্বিচারে হত্যা শুরু করেন।

১৮৩৪-এ বীর রাজা কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাতে মাদ্রাজ বাহিনী তাঁর রাজধানী দখল করে নেয়, তিনি সমস্ত কিছু ছেড়ে দিলেন; অন্য কোনো রাজবংশীয় লোক না থাকাতে [রাজ্যটিকে] **আত্মসাৎ করা হল।**

কাছার: ১৮৩০-এ আত্মসাৎ করা হল; বর্মা যুদ্ধের সময়ে এটি **ইংরাজদের আশ্রিত** ছিল; কিন্তু **১৮৩০-এ** অপুত্রক **রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের মৃত্যু** হয়।

মহীশূর, ১৮১১ নবীন রাজা (**প্রাচীন** রাজবংশের, যাঁকে **ওয়েলেসলি ১৭৯৯-এ** — পাঁচ বছর বয়সে — সিংহাসন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, নাবালক অবস্থায় **পূর্ণায়ার** পরিচালনায়) সাবালক হয়ে পূর্ণায়াকে পদচ্যুত করলেন, কোষাগার তছনছ করে ঋনগ্রস্ত হয়ে রাইয়তদের উপর নিষ্ঠুর নিপীড়ন চালালেন, ফলে **১৮৩০-এ রাজ্যের অর্ধেক অংশে বিদ্রোহের অবস্থা**; ব্রিটিশ সৈন্যদল বিদ্রোহ দমন করে; **মহীশূর আত্মসাৎ করে নিলেন বেণ্টিঙ্ক; বছরে ৪০,০০০ পাউণ্ড** বৃত্তি এবং **রাজস্বের এক পঞ্চমাংশ** রাজাকে দিয়ে তাঁকে অবসর গ্রহণ করানো হল; রাজস্ব-বৃদ্ধি হওয়াতে শেষোক্ত 'দাঁওটি' অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। (এভাবে রাজ্য আত্মসাৎ করে নেবার সময়ে বৃত্তিদানের জন্য ইংরাজরা অধিকারবঞ্চিত রাজা ও ক্ষুদে রাজাদের খাতিরে দুর্ভাগ্য হিন্দুদের উপর বোঝা চাপাত।)

নানা বিদ্রোহ — বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে বন্য উপজাতি **কোল, ধাঙ্গড়, সাঁওতালদের** মধ্যে, **রামগিরি, পালামৌ** ও **ছোটনাগপুর এলাকায়** এবং **বাঁকুড়ার** কাছের অঞ্চলে **চোয়াড়দের** মধ্যে — অনেককে হত্যা করে দমিত। — তাছাড়া, **কলিকাতার কাছে বারাসতে ভীষণ গণ্ডগোল,** সেখানে **তিতু মীরের** নেতৃত্বে ধর্মান্ধ মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে রক্তাক্ত দাঙ্গা বাঁধে। **ব্রিটিশ রেজিমেণ্ট** দাঙ্গার অবসান ঘটায়।

১৮২৭ রনজিৎ সিংহের ('লাহোর কেশরী') সঙ্গে লর্ড আমহার্স্টের মধুর শিয়রা ব্যবহার; **১৮৩১-এ লর্ড বেণ্টিঙ্কের** অনুরূপ **(শতদ্রুতে দরবার)** [ব্যবহার] (২২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৮৩২ সিন্ধুর আমীরদের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত চুক্তি, এ চুক্তি অনুসারে রনজিৎ সিংহের সহযোগিতায় এই প্রথম **শতদ্রু** ও **সিন্ধু নদী পরিবহনের জন্য উন্মুক্ত** হল।

'পুরো' থেকে **'আধা-ভাতায়'** বোনাস কমিয়ে দেওয়াতে (২২৩ পৃষ্ঠা) **বেণ্টিঙ্ক** এবং **কলিকাতায় অফিসারদের মধ্যে বিবাদ।** সতীদাহপ্রথার নিরোধ (একই পৃষ্ঠা)। **আইন সংক্রান্ত সংস্কার, ঠগী দমন** (২২৪ পৃষ্ঠা)। — **বিধান** ও **বিচার** (২২৩ — ২২৪)। **১৮৩৫-এ** দেশীয় লোকদের জন্য **কলিকাতায় বেণ্টিঙ্ক** একটি **মেডিক্যাল কলেজের** প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৩৩ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিকে একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সিতে পরিণত করা হল; **এলাহাবাদে** তাদের জন্য নতুন [সদর] **আদালত** এবং **রাজস্ব পর্ষদের** সৃষ্টি। **এ সব প্রদেশে তিরিশ বছরের জন্য ভূমির বন্দোবস্ত** (এর স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক **রবার্ট বার্ড**)।

পেনিনসুলার এণ্ড ওরিয়েণ্টাল কোম্পানি লোহিত সাগর পথে বাষ্পচালিত যানবাহনের ব্যবস্থা করাতে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াতের সময় দুমাস কমে গেল; ১৮৪২-এ প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানি ইংলণ্ড এবং কলিকাতার সরকারের **সমর্থন** পায়।

১৮৩৩ (পার্লামেণ্টারি কার্যবাহ।) সনদের মেয়াদ আবার শেষ, **একই কথা** নিয়ে সেই একই বিতর্ক আবার, কিন্তু [এবার] অবাধ বাণিজ্যের

পক্ষপাতীদের জোর বেশী। **চীনের সঙ্গে বাণিজ্য অবারিত করে দেওয়া হল ব্যবসায়ী নির্বিশেষে;** ব্যক্তিগত ব্যবসার বিরুদ্ধে **কোম্পানির শেষ একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের** অবসান এভাবে ঘটল। — **পার্লামেণ্টের এ্যাক্টে নূতন চতুর্থ প্রেসিডেন্সির** — উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি — সৃষ্টি। — **আর একটি এ্যাক্টে কয়েকটি প্রদেশের স্থানীয় শাসনকার্যে হস্তক্ষেপের বর্ধিত ক্ষমতা** দেওয়া হল **সপরিষদ গভর্নর-জেনারেলকে; স্থানীয় গভর্নরদের কোনো পরিষদ** আর **বিধানিক ক্ষমতা থাকবে না।** সমস্ত লোকদের জন্য, কি ইউরোপীয় কি দেশীয়, এবং সমস্ত আদালতের জন্য আইনপ্রণয়ন করবেন **গভর্নর-জেনারেল। সমগ্র ভারতের জন্য একটিমাত্র আইনসংহিতার** সম্ভাব্যতা বিবেচনা করার জন্য **কমিশন নিযুক্ত হল।**

. . . .

(৩) স্যার চার্লস মেটকাফ,

অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেল, ১৮৩৫ — ১৮৩৬

আগ্রার গভর্নর ছিলেন ইনি, অন্তর্বর্তী গভর্নর-জেনারেল করা **হল** [এঁকে]। **ডিরেক্টরদের কোর্ট** চেয়েছিল পার্লামেণ্ট যেন তাঁকে **পাকা গভর্নর-জেনারেল** করে, কিন্তু নিয়োগের ভার **সম্পূর্ণভাবে** নিজেদের হাতে রাখার ইচ্ছা ছিল মন্ত্রিসভার; লর্ড **হেটস্বেরিকে** এ পদ দিলেন তাঁরা, কিন্তু তিনি রওনা হবার আগে টোরিদের হটিয়ে দিল **হুইগরা;** এবং **কণ্ট্রোল বোর্ডে তাঁদের নূতন সভাপতি স্যার জন হবহাউজ** হেটসবেরির নিয়োগ প্রত্যাহার করে **লর্ড অকল্যাণ্ডকে** মনোনীত করলেন।

১৮৩৫ ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন মেটকাফ। লণ্ডনে **ইণ্ডিয়া হাউজের ডিরেক্টররা (কোর্ট)** এতে ক্ষেপে গিয়ে ভারতের সেরা কর্মচারীদের অন্যতম মেটকাফের সঙ্গে এত রূঢ় ব্যবহার করল যে, **অকল্যাণ্ড পেঁছিতেই** তিনি **সিভিল সার্ভিস** থেকে পদত্যাগ করে ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন।

. . . .

(৪) লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রশাসন, ১৮৩৬ — ১৮৪২

১৮৩৬, ২০শে মার্চ কলিকাতায় **অকল্যাণ্ডের** শাসনভার গ্রহণ। তিনি **আফগান যুদ্ধ শুরু করলেন** (পামারস্টোনের প্ররোচনায়)।

আফগান রাজবংশাবলী। ১৭৫৭-এ আহমেদ শাহ দুরানী দিল্লী জয় করেন; **১৭৬১-তে** মারাঠাদের বিরুদ্ধে **পাণিপথে** ভীষণ **যুদ্ধ** [তিনি] চালান। **(আবদালি বা দুরানী নামক আফগান উপজাতির** সর্দার ছিলেন তিনি।) **১৭৬১-তে** আফগানিস্তানে ফিরে এসে **কাবুলে*** শাসন চালান **আহমেদ শাহ দুরানী**। তাঁর মৃত্যুর পর (**১৭৭৩**) সিংহাসনে বসেন তাঁর **পুত্র** তৈমুর শাহ (**১৭৭৩—১৭৯২****); তাঁর আমলে **বারাকজাই** বংশের উত্থান, এদের প্রধান **পায়েন্দা খাঁ** [ছিলেন] দুর্বল তৈমুরের উজীর; একবার রাগের মাথায় তৈমুর **বারাকজাইদের** অত্যন্ত অপমান করেন; এরা **বিদ্রোহ করে** তৈমুর **পায়েন্দা খাঁকে** ধরে নিহত করেন; **সাদোজাইদের** (রাজবংশের নাম)*** বিরুদ্ধে চরম প্রতিশোধের শপথ নিল **বারাকজাইরা**; সিংহাসন পেলেন **তৈমুরের পুত্র** —

১৭৯২ — ১৮০২ — জামান শাহ। ভারত সীমান্তে যুদ্ধের আস্ফালনে তিনি **কোম্পানিকে** বেশ বিরক্ত করেন; **হিন্দুস্থান নিয়ে** তাঁর যা **মৎলব** তা **বারাকজাই** এবং **নিজেদের ভাইদের** জন্য সফল হয়নি, ভাইদের **মধ্যে** ভূমিকা [কিছু] ছিল চারজনের: **সুজা-উল-মুলক, মামুদ, ফিরোজ এবং**

* মার্কস যে বই ব্যবহার করেন তাতে এখানে ভুল আছে, কেননা আহমেদ **শাহ** কান্দাহারে শাসন করেন এবং মারা যান।

** ১৭৯৩, The Cambridge History of India অনুসারে, পঞ্চম খণ্ড, ১৯২৯।

*** মার্কস যে বই ব্যবহার করেন তাতে এই ক্ষেত্রে একটা ভুল আছে। **তৈমুরের** মৃত্যুর পর পায়েন্দা খাঁ জামানকে সিংহাসনে বসান এবং জামান কর্তৃক নিহত **হন, এত** প্রতিপত্তিশালী উজীরের হাত থেকে নিষ্কৃতি চেয়েছিলেন জামান। তখন বারাকজাই **এবং** সাদোজাইদের মধ্যে উগ্র শত্রুতা বাধে। Ferrier, History of the Afghans; The Cambridge History of India, পঞ্চম খণ্ড, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

কাইজারের। — **বারাকজাই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে পায়েন্দা খাঁর** পর আসেন তাঁর সন্তান **ফতে খাঁ।**

১৮০১ হিন্দুস্থানের পথে বিরাট অভিযান নিয়ে জামান [শাহ] যখন **পেশোয়ারে,** তখন জামানের ভ্রাতা **মামুদকে ফতে খাঁ** দলে ভিড়িয়ে তাঁর সঙ্গে চক্রান্ত চালিয়ে তাঁর পতাকা তুলে **কান্দাহার** দখল করলেন; তাড়াতাড়ি ফিরে এসে **জামান ধরা** পড়লেন, [তাঁকে] **অন্ধ করে কারাগারে রাখা হল,** দুঃস্থ পরাধীন হিসেবে [তিনি] **বেঁচে ছিলেন বহুদিন।** বৈধ উত্তরাধিকারী **সুজা-উল-মুলক** বিনা বিলম্বে কাবুলে যাত্রা করলেন, কিন্তু ফতে তাঁকে হারিয়ে সিংহাসনে বসালেন —

১৮০২* — ১৮১৮ — **মামুদ শাহকে,** এদিকে **সাদোজাইদের হিরাট** দখল করলেন **ফিরোজ** আর কান্দাহার নিলেন **কাইজার।**

১৮০৮** কাবুলে অনেক দুরানী ওমরাহের প্ররোচনায় **শাহ সুজা** ফিরে এসে বেদখলকারীদের পরাজিত করে সকলকে মার্জনা করলেন, ভাইদের রেখে দিলেন হিরাট এবং কান্দাহারের শাসনকর্তা হিসেবে। **ফতে খাঁ** পালিয়ে গিয়ে **চক্রান্ত করলেন প্রথমে কাইজারের সঙ্গে,** তাঁর নামে **নূতন বিদ্রোহ** বাধালেন, হেরে গেলেন, **কাইজারকে** মার্জনা করা হল। — এবার শাহ মামুদের জ্যেষ্ঠ পুত্র **কামরানের** নামে **ফতে খাঁ** বিদ্রোহ বাধিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে কাইজারের কাছ থেকে **কান্দাহার** ছিনিয়ে নিলেন। আবার বিদ্রোহ দমন, আবার বিদ্রোহীদের মাফ করলেন **শাহ সুজা।** — ফতে খাঁ **কাইজারকে** বুঝিয়ে আবার তাঁকে দিয়ে বিদ্রোহ করিয়ে পেশোয়ার দখল করলেন। বিদ্রোহীরা আবার পরাজিত, আবার তাদের মাফ করা হল। — **ফতে খাঁর** নেতৃত্বে নূতন বিদ্রোহ, এবার তিনি **সফল** হলেন, পালিয়ে যেতে হল **শাহ সুজাকে** [১৮১০-এ]; **কাশ্মীরে** [তিনি] ধরা পড়েন, সেখানকার শাসনকর্তা তাঁর কাছ থেকে **কোহিনুর**

* ১৮০০, Burgess অনুসারে।

** ১৮০৩, Burgess অনুসারে।

হীরক নেবার চেষ্টা করেন; সুজা পালিয়ে গেলেন **লাহোরে রনজিৎ সিংহের** কাছে, তিনি প্রথমে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান দেখিয়ে পরে দুর্ব্যবহার করলেন, ছিনিয়ে নিলেন **কোহিনুর; সুজা** পালালেন **লুধিয়ানায়,** সেখানে তাঁর নূতন বন্ধু হলেন **রাজা কিস্তয়ার।** বিফলে **কাশ্মীর** আক্রমণ করার পর সুজা ফিরে এলেন লুধিয়ানায়।

১৮১৬ শাসক হিসেবে দুর্বল ও অপটু [ছিলেন] **মামুদ শাহ;** সত্যকার ক্ষমতার সমস্তটা ছিল **ফতে খাঁ এবং বারাকজাইদের** হাতে। **ফতে খাঁ'র** কনিষ্ঠ **ভ্রাতা দোস্ত মহম্মদ** বারাকজাইদের সিংহাসনে বসানোর জন্য তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলেন, কিন্তু তাঁরা প্রথমে চাইলেন **সমগ্র আফগানিস্তানকে** একটি লোকের অধীনে আনতে: তাঁরা সসৈন্যে গেলেন **হিরাটে (ফিরোজ** কর্তৃক শাসিত); হিরাট দখল, **ফিরোজের** পলায়ন, এদিকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র **কুমার কামরান** বারাকজাইদের, বিশেষ করে ফতে খাঁকে দেখে নেবার **শপথ** নিলেন; **কাবুলে** গিয়ে অর্ধ-নির্বোধ পিতা **শাহ মামুদকে** বোঝালেন যে, **ফতে খাঁর** গতিবিধি বিদ্রোহের নামান্তর, তাঁকে ধরে কাবুলে আনার অনুমতি পেলেন; তাই করা হল; **মামুদ এবং তাঁর পুত্র কামরানের সামনে ফতে খাঁকে** জঘন্য নৃশংসভাবে **জবাই করা** হল (২৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এরপর বৃহৎ বাহিনী নিয়ে **দোস্ত মহম্মদ** এগিয়ে এলেন, **বারাকজাইদের সবাই** তাঁকে সাহায্য করল, [তিনি] **কাবুল অধিকার করে** মামুদ এবং কামরানকে পাঠালেন নির্বাসনে: তাঁরা পালিয়ে গেলেন হিরাটে **ফিরোজের** কাছে। — আফগানিস্তানের রাজ দখল করল **বারাকজাইরা। দোস্ত মহম্মদ** ছাড়া ফতে খাঁর ভাই ছিলেন নিম্নোক্তেরা: **মহম্মদ,** যিনি **পেশোয়ার** দখল করেন; **আজিম খাঁ** (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা), যিনি **কাবুলে** যাত্রা করে দাবি করেন, দোস্ত মহম্মদের পরিবারের মাথা হিসেবে এটি তাঁর প্রাপ্য; এদিকে **পুর দিল খাঁ, কোহান দিল খাঁ** এবং **শের আলি খাঁ কান্দাহার** এবং **খিলজীদের দেশ** অধিকার করলেন। **কাবুল আজিম খাঁকে** সমর্পণ করে দোস্ত মহম্মদ **গজনীতে** চলে গেলেন। — প্রাচীন **সাদোজাই** রাজবংশের প্রতিনিধি **সাক্ষীগোপাল**

কুমার আইয়ুবকে আজিম খাঁ কাবুলে নামে মাত্র শাহ হিসেবে বসালেন; কিন্তু [এ বংশেরি] আর একজনকে, **সুলতান আলিকে সমর্থন** করেন **দোস্ত মহম্মদ,** সুলতান আলি নিহত হন **আইয়ুবের** কাছে। এর কিছুদিন পরে, যখন **শিখদের** বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন **দোস্ত মহম্মদ এবং আজিম খাঁ,** তখন আজিম খাঁ জানতে পারলেন যে, **তাঁর ভাই দোস্ত** তাঁর বিরুদ্ধে **রনজিৎ সিংহের** সঙ্গে জোট বেঁধেছেন, ভয়ে [তিনি] পালিয়ে যান **জালালাবাদে,** সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় ১৮২৩-এ; **দোস্ত মহম্মদকে পেশোয়ার** দিলেন রনজিৎ সিংহ, আফগানিস্তানের প্রকৃত নেতা হয়ে দাঁড়ালেন দোস্ত; একবার বিশৃংখলার সময়ে **কান্দাহারের বারাকজাইরা কাবুল** দখল করে নেয়, এবং এই অবস্থা চলে --

১৮২৬ — পর্যন্ত, যখন অন্যান্য দাবীদারদের তাড়িয়ে দিয়ে **দোস্ত মহম্মদ কাবুলের মালিক** [হলেন]। ভালোই শাসন চালান তিনি, সংযত ভাবেই, দুরানী উপজাতিদের উৎসন্নে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

১৮৩৪ সিন্ধুতে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলে **শাহ সুজা** নিজের রাজত্ব পুনরাধিকারের নতুন প্রয়াস করলেন, দোস্তের নানা ভ্রাতা দোস্তের প্রতি ঈর্ষাবশে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

১৮৩৪ লর্ড বেণ্টিঙ্কের কাছে প্রত্যাশিত সাহায্য মিলল না **সুজার** আর **রনজিৎ সিংহ** সাহায্যের জন্য এত চড়া দাম হাঁকলেন যে সুজা তা প্রত্যাখ্যান করেন; আফগানিস্তানে সসৈন্যে গিয়ে **কান্দাহার অবরোধ** করলেন **সুজা,** কিন্তু সহরটার রক্ষা চলল অতিশয় সাহসে; কাবুল থেকে সৈন্যদল নিয়ে **সুজার** পিছনে আবির্ভাব হলেন **দোস্ত মহম্মদ,** সুজা অল্প লড়ে ভারতে পালিয়ে গেলেন। — এই উপলক্ষ্যে **পেশোয়ার আত্মসাৎ করে নিলেন রনজিৎ সিংহ; শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ** ঘোষণা করে **দোস্ত মহম্মদ** বিরাট বাহিনী নিয়ে গেলেন **পাঞ্জাবে;** কিন্তু তাঁর অভিযান ব্যর্থ হল **রনজিৎ সিংহের বেতনভুক্ত** জনৈক **আমেরিকান জেনারেল হার্লানের** জন্য, তিনি দূত হিসেবে **আফগান শিবিরে** প্রবেশ করে এত সফল চক্রান্ত চালান যে বাহিনীতে অসন্তোষ দেখা দিল,

বাহিনীর অর্ধেক দল ভেঙে বিভিন্ন পথে ফিরে চলে গেল; কাবুলে প্রত্যাবর্তন করলেন **দোস্ত**।

১৮৩৭* রনজিৎ সিংহ কাশ্মীর এবং **মুলতান** দখল করলেন; তার বিরুদ্ধে বিফল অভিযানে দোস্তের পুত্র **আকবর খাঁ** সুনাম অর্জন করেন।

পারস্য। আগা মহম্মদ এবং তাঁর [ভ্রাতুষ্পুত্র] **ফতে আলি পরপর শাহ** হিসেবে পারস্য দেশের উন্নতি করেন। **ফতে আলির** দুই পুত্র: **শাহজাদা আব্বাস মির্জা** এবং **মহম্মদ**।

১৮৩৪ হিরাটের** বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে বৃদ্ধ **ফতে আলিকে** রাজী করালেন **আব্বাস মির্জা,** কিন্তু **ফতে** মারা গেলেন এ বছরে [১৮৩৪]; **আব্বাস মির্জা** [নিহত]; সিংহাসনে আরোহণ করে **মহম্মদ তেহেরানে** রুশ রাষ্ট্রদূত **কাউণ্ট সিমোনিচের** প্ররোচনায় **ইংরাজদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে** —

১৮৩৭ — **হিরাট অবরোধ** করলেন। অজুহাত: **মহম্মদ শাহ** কর চাওয়াতে **কামরান,** যিনি তখন **হিরাটের শাহ** বলে পরিচিত, প্রত্যাখ্যান করেন।

১৮৩৮, সেপ্টেম্বর; পারসীকরা হটে গেল, বাহ্যত **ইংরাজদের অনুরোধে,** কিন্তু আসলে **হিরাটের আফগান রক্ষী বাহিনীর** বিরুদ্ধে তারা কিছু করতে পারেনি। অবরোধের সময়ে জনৈক **এলড্রেড পটিংগার,** যিনি তখনো নবীন লেফটেনাণ্ট শুধু, হিরাটের রক্ষিদলের মধ্যে নাম কিনেছিলেন।

১৮৩৬ পারস্য দরবারে ব্রিটিশ মন্ত্রী **অকল্যাণ্ডকে** এই বলে সাবধান করে দেন যে, **হিরাটের বিরুদ্ধে পারসীক অভিযান** হল রুশদের চাল, ইত্যাদি; সেজন্য —

১৮৩৭ — **অকল্যাণ্ড বাণিজ্য চুক্তি** এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের জন্য **ক্যাপ্টেন আলেকজান্দার বার্নস'কে** পাঠান **কাবুলে;** সেখানে পৌঁছিয়ে [বার্নস] দেখলেন যে, **কান্দাহারের প্রধানরা রনজিৎ**

* The Cambridge History of India, পঞ্চম খণ্ড অনুসারে কাশ্মীর অধিকৃত হয় ১৮১৯-এ এবং মুলতান ১৮১৮-এ।

** ১৮৩৩, Sykes অনুসারে, A History of Persia, দ্বিতীয় খণ্ড, লণ্ডন, ১৯২১।

সিংহের বিরুদ্ধে **রুশদের কাছে** সাহায্য চেয়েছে এবং (!?) **দোস্ত মহম্মদ যেন** তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য হেলেছেন। **কাবুলে বার্নসের থাকার সময়ে বারাকজাইরা** সত্য সত্যই **রুশদের নির্দেশে পারস্যের সঙ্গে একটি চুক্তি** করে; এবং **তেহেরানে ইংরাজ রাষ্ট্রদূত মিঃ ম্যাকনিলের** সঙ্গে 'অপমানকর' ব্যবহার করা হয়। বার্নসের দৌত্য ব্যর্থ হল, **দোস্ত মহম্মদ** দাবী করলেন, যে দলের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক স্থাপন করবেন সে দলকে **রনজিৎ সিংহের কাছ থেকে পেশোয়ার নিয়ে তাঁকে দিতে** হবে। রুশ রাষ্ট্রদূত এর প্রতিশ্রুতি দিলেন, **বার্নস** সেটা দিতে পারেননি; **ফলে দোস্ত মহম্মদ** রাশিয়ার পক্ষে নিজেকে ঘোষণা করলেন, **বার্নস** চলে গেলেন আফগানিস্তান থেকে।

১৮৩৮, ২৬শে জুন লর্ড অকল্যাণ্ড, রনজিৎ সিংহ এবং **শাহ সুজার** মধ্যে **লাহোর ত্রিপক্ষীয় চুক্তি; পেশোয়ার** এবং **সিন্ধুনদীকূলে** রাজ্যগুলিকে সম্পূর্ণভাবে **রনজিং সিংহের** কাছে ছেড়ে দিতে হবে শাহ সুজাকে; আফগান ও শিখদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য; **সুজাকে আফগানিস্তানের সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া হবে, গভর্নর-জেনারেল দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থের** বিনিময়ে [তাঁকে] **সিন্ধুর উপর সমস্ত দাবীদাওয়া** ত্যাগ করতে হবে, **তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কামরানের** দখলী **হিরাটে** হাত দেওয়া চলবে না, **ব্রিটিশ বা শিখ এলাকায় অন্য সব বিদেশী আক্রমণ রোধ করতে হবে।**

১৮৩৮, ১লা অক্টোবর ইংরাজদের মিত্র **সুজাকে** সিংহাসন ফিরিয়ে দেবার জন্য **আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে** অকল্যাণ্ডের **যুদ্ধ ঘোষণার সিমলা বিবৃতি। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে নিষ্ফল বিরোধিতা পণ্ড করেন পাম***, যিনি **স্পষ্টত 'রুশ-বিরোধী'** এই **প্রহসনের** আসল স্রষ্টা। (ইতিমধ্যে — তেহেরান দরবারে রুশ সিমোনিচের সঙ্গে তখন তাঁর অত্যন্ত হৃদ্যতা, — **'পারস্যকে ভয় দেখাবার জন্য'** পাম **পারস্য উপসাগরে কারাক দ্বীপ** দখল করে নিয়েছিলেন।) **অকল্যাণ্ডের** নেতৃত্বে **যুদ্ধ সভা: ফিরোজপুরে রনজিৎ**

* পামারস্টোন।

সিংহের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে **প্রধান** [ইংরাজ] **সৈন্যদল; সিন্ধুনদের মুখে** সমুদ্রপথে যাত্রা করল **বোম্বাইয়ের সৈন্যদল; সিন্ধুর শিকারপুরে** তিনটি ডিভিসন মিলিত হয়ে **একযোগে** যাবে **আফগানিস্তানে।** এ জন্য **সিন্ধুর আমীরদের সহযোগিতা** প্রয়োজন।

১৭৮৬ এই আমীরেরা — **তালপুরা** উপজাতির **বালুচি সর্দাররা** আফগানদের কাছ থেকে **সিন্ধু** জয়ের পর জায়গাটা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে **সামন্ত প্রথার** প্রবর্তন করে।

১৮৩১ ([উপহারস্বরূপ] গাড়ি-টানা-ঘোড়ার দল নিয়ে রনজিৎ সিংহের দরবারে যাত্রার পথে) **ক্যাপ্টেন বার্নস আমীরদের** সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যান এবং ১৮৩২-এ **লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক** তাদের সঙ্গে একটি **আনুষ্ঠানিক চুক্তি** করেন, যার ফলে **সিন্ধুনদের ব্যবসা বাণিজ্য** ইংরাজ বণিকদের কাছে অবারিত হয়।

১৮৩৫ আমীরদের সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন **রনজিৎ সিংহ,** কিন্তু **(ইস্ট ইণ্ডিয়া) কোম্পানি** বিরত করল তাঁকে।

১৮৩৮ ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুসারে সিন্ধুর আমীরদের বিনা ঝঞ্ঝাটে [নিজেদের এলাকা] দখলে রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল এই সর্তে যে, **গভর্নর-জেনারেল** কর্তৃক নির্দিষ্ট **টাকা** তাদের দিতে হবে শাহ **সুজাকে।**

১৮৩৯-এর গোড়ার দিক; পটিংগারকে পাঠানো হল [সিন্ধুতে] আমীরদের **কাছ থেকে একটা মোটা টাকা দাবী করার** জন্য এই অসম্ভব নির্লজ্জ অজুহাতে যে, **আফগানিস্তানের শাহ** হিসেবে এটা তাদের **কাছ থেকে সামন্ততান্ত্রিক নজরানারূপে সুজার** প্রাপ্য। তারা আবেদন জানিয়ে বলল: নির্বাসনে থাকার সময় সুজা থোক টাকার বিনিময়ে **এ নজরানা থেকে** তাদের **রেহাই** দিয়েছিলেন, সে টাকাটা তাঁরা তাঁকে দেন **১৮৩৩-এ,** [কিন্তু] **পটিংগার 'টাকাটা'র** জন্য জেদ করে বলেন যে, অন্যথায় তাদের [আমীরদের] সরিয়ে দেওয়া হবে; ন্যায্য ক্রোধের সঙ্গে **তারা টাকাটা দিল।**

১৮৩৮, নভেম্বর; বেঙ্গল আর্মি এসে পৌঁছল **শতদ্রুতে,** সেখানে রনজিৎ সিংহের সৈন্যদল যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

১৮৩৮, ১০ই ডিসেম্বর; স্যার উইলোবি কটনের নেতৃত্বে **সম্মিলিত বাহিনীগুলি ফিরোজপুর** থেকে রওনা হল **শিকারপুরে (সিন্ধু)** মেলবার জন্য (**সমস্ত ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে** সেনানায়ক **স্যার হেনরি ফেনের পদত্যাগের পর**); তারা —

১৮৩৯, ১৪ই জানুয়ারী — **সিন্ধুতে** পৌঁছিয়ে শুনল যে, **স্যার জন কীন** নিরাপদে নিজের সৈন্যদল নিয়ে বোম্বাই থেকে **তাত্তাতে** এসে পড়েছেন।

১৮৩৯, ২৯শে জানুয়ারী; ব্রিটিশ সৈন্যদলের ঘাঁটি হিসেবে সিন্ধু নদী তীরস্থ **বাকর দুর্গ ছেড়ে দেবার** দাবী **আমীরদের** (সিন্ধুর) জানাতে পাঠানো হল **স্যার আলেকজান্দার বার্নসকে।** ছেড়ে দিতে বাধ্য হল তারা। **সিন্ধুনদের বাঁ** (পূবের) **তীর** হয়ে **বাহিনী** গেল **হায়দরাবাদে;** একই সঙ্গে দক্ষিণ তীর হয়ে গিয়ে **বোম্বাই দল** হায়দরাবাদের বিপরীত দিকে থামল, এবং কিছু রিজার্ভ সৈন্যের একটি ব্রিটিশ জাহাজ **করাচি** দখল করল, করাচি একটি **ব্রিটিশ দুর্গে** পরিণত করা হল। সব ব্যাপারেই আমীররা কোম্পানির দাবী মেনে নিল, এবং প্রধান বাহিনী চলল **শিকারপুরে,** সেখানে তারা **পৌঁছল** —

১৮৩৯, ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি; স্যার জন কীনের নেতৃত্বে বোম্বাই দল এবং তাঁর সঙ্গে **শাহ সুজার** অপেক্ষা না করেই **স্যার উইলোবি কটন** এগিয়ে গেলেন **বোলান গিরিসঙ্কটে; ১৪৬ মাইল লম্বা** একটি **ধুধু মরুভূমি** অতিক্রম করতে হল তাঁকে, অনেক লোকসান, দলে দলে ভারবাহী পশুর মৃত্যু।

১৮৩৯, ১০ই মার্চ, দলটি গিরিসঙ্কটের মুখে **দাদরে** পৌঁছল; কয়েক দিন বিশ্রামের পর **কটন** দেখলেন যে, **খেলাতের মেহরাব খাঁ** শত্রুভাবাপন্ন; কোনো রসদ মিলবে না।

১৮৩৯, মার্চ, ছ'দিনে বিনা বাধায় **বোলান গিরিসঙ্কট** অতিক্রম; স্যার জন কীনের আগমন প্রত্যাশায় **কোয়েটায় রয়ে গেলেন কটন, মেহরাব খাঁর** সঙ্গে অনুকূল চুক্তি করলেন।

১৮৩৯, এপ্রিল; স্টাফ সমেত **কোয়েটায়** এসে যোগ দিলেন **স্যার জন কীন**, সেখানে সমস্ত অভিযান জমায়েৎ করা হল, **শাহ সুজা** তখন শিবিরে। এর পরে এগোবার সময়ে অনেক কষ্ট ও পীড়া, মিত্ররা অল্পদিনের মধ্যে পোঁছলেন **কান্দাহারে**, বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করল সহরটা।

১৮৩৯, মে'র গোড়ার দিক; মুজাকে আফগানিস্তানের রাজা হিসেবে কান্দাহারে অভিষেক করা হল।

১৮৩৯, জুনের শেষাশেষি সৈন্যবাহিনী গেল **গজনীতে**; মজবুত দুর্গ বটে, কিন্তু ক্যাপ্টেন টমসনের পরিচালনায় ইঞ্জিনিয়াররা দুর্গদ্বার সব উড়িয়ে দিল এবং একদিন সকালের মধ্যেই **দুর্গ দখল করা হল, রক্ষিসেনাদল গেল পালিয়ে।** কাবুলের দিকে আসছিল ইংরাজরা, সেখান থেকে **হিন্দুকুশে** পলায়ন করলেন **দোস্ত মহম্মদ**; বিনা যুদ্ধে কাবুলের পতন এবং —

৭ই অগস্ট — অতিশয় শক্তিশালী **বালা হিসারে**, পিতার **প্রাসাদে**, কাবুলে **শাহ সুজাকে** বসানো হল। — **সুজার পুত্র**, রাজকুমার **তৈমুর** এবং একটি **নূতন শিখ দল** খাইবার গিরিসঙ্কট হয়ে কিছুদিন পরে **কাবুলে প্রধান সৈন্যবাহিনীর** সঙ্গে মিলিত হল।

(**২৭শে জুন, রনজিৎ সিংহের মৃত্যু**; তিনি তাঁর শিখ রাজত্ব দিয়ে গেলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র **খড়গ সিংহ'কে** আর বলে গেলেন **জগন্নাথের মন্দিরে কোহিনূর দিয়ে দিতে**।) ঠিক করা হল তখনকার মতো **বৃহৎ একটি ব্রিটিশ বাহিনী এবং শিখদের কাবুলে** রেখে যাওয়া হবে, সেখানে তারা **১৮৩৯ থেকে ১৮৪১ পর্যন্ত** বিনা ঝামেলায় রইল; এত নিরাপদ তারা বোধ করত যে, রাজনৈতিক এজেণ্ট **স্যার উইলিয়ম ম্যাকনটন** তাঁর **স্ত্রী** ও কন্যাকে এবং বাহিনীর অফিসারদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়াদের হিন্দুস্থান থেকে কাবুলে আনালেন, কেননা আফগানিস্তানের **আবহাওয়া তাজা ও সরেস।**

১৮৩৯, ১৫ই অক্টোবর সিন্ধুতে প্রত্যাবর্তনের সময় দক্ষিণে যাত্রাকালে **বোম্বাই দল খেলাত** অধিকার এবং **মেহরাব খাঁকে হত্যা করে তাঁর অধিরাজ্য** ছারখার করে দিল।

১৮৪০-এর গোড়ার দিক, ম্যাক্‌নটন এবং কটন এত নির্বোধ যে কাবুলের দুর্ভেদ্য দুর্গ **বালা হিসারকে** তাঁরা **শাহ সুজার হারেমের** (!) জন্য ছেড়ে দিলেন, **সেখান থেকে সৈন্যদল সরিয়ে দিলেন সেনানিবাসে। এই** ভাবে **দেশের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ পরিণত হল জেনানা মহলে।** এরপর খাস কাবুলেই **শাহ সুজার বিরুদ্ধে একটার পর একটা বিদ্রোহের** শুরু: গোটা **১৮৪০** ধরে চলল এগুলি।

১৮৪০, নভেম্বর ঘোড়সওয়ারদের ছোট একটা দল নিয়ে **দোস্ত মহম্মদ** এলেন কাবুলে আত্মসমর্পণের জন্য। -- (আগে তিনি পালিয়েছিলেন বুখারায়, সেখানে খাতির মেলেনি একেবারে, আফগানিস্তানে ফেরাতে বহুসংখ্যক **উজবেক ও আফগান** তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়, তারপর ব্রিগেডিয়র ডেনির হাতে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান।)

১৮৪০-এর বাকি সময়ে এবং ১৮৪১-এর গ্রীষ্মকালে কান্দাহারে কয়েকটি গুরুতর বিদ্রোহ, দমন করা হয় কঠোরভাবে; **হিরাটের লোকেরা প্রকাশ্যে ব্রিটিশের বিরোধিতা ঘোষণা করে। 'ব্রিটিশ বেদখলকারীদের'** উপর সারা দেশ ক্ষিপ্ত।

১৮৪১, অক্টোবর বিখ্যাত খাইবার গিরিসঙ্কটের খিলজী উপজাতির মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর বিদ্রোহ; এ গিরিসঙ্কট হয়ে যে সব সৈন্যরা হিন্দুস্থানে ফিরছিল তাদের অনেকে মারা যায়; অতি কষ্টে [বিদ্রোহ] দমন।

১৮৪১, ২রা নভেম্বর কাবুলে গোপন চক্রান্তের পর বিদ্রোহীরা **বার্নসের বাসগৃহ** আক্রমণ করে তাঁকে এবং অন্যান্য অনেক অফিসারকে **জঘন্যভাবে হত্যা করে।** বিদ্রোহ দমনের 'জন্য কয়েকটি রেজিমেণ্ট পাঠানো হয়, কিন্তু ভুলক্রমে তারা কাবুলের সংকীর্ণ রাস্তাগুলোয় **আটকা পড়ে;** কয়েক দিন উন্মত্ত জনতাকে বাধা দেবার কেউ থাকে না; **কমিসারিয়েটের রসদ রাখার জন্য ব্যবহৃত একটি দুর্গ** তারা আক্রমণ করল, জায়গাটি রক্ষার্থে এত অল্প সাহায্য দেন **জেনারেল এলফিনস্টোন (কটনের পরিবর্তে** তখন তিনি আফগানিস্তানে **সেনানায়ক)** যে, অল্পসংখ্যক রক্ষিসেনাদলের ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি দুর্গ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।—**কাবুলে**

রক্ষিসেনাদলকে উদ্ধার করার জন্য **ম্যাক্‌নটন** তখন খাইবার গিরিসংকটের কাছে অবস্থিত **জেনারেল সেল** এবং **কান্দাহারে জেনারেল নটকে** জরুরী বার্তা পাঠালেন, কিন্তু মাটিতে **বরফ** তখন এত পুরু যে যোগাযোগ অসম্ভব; **দু'দলে বিভক্ত ছিল বাহিনী**, একটি দল **বালা হিসারে** কার্যপটু **ব্রিগেডিয়র শেল্টনের** অধীনে আর অন্যটি সেনানিবাসে, **জেনারেল এলফিনস্টোনের** পরিচালনায়। দু'জনের মধ্যে কলহের জন্য কিছুই করা হল না।

১৮৪১, নভেম্বর রীতিমত আক্রমণ শুরু করে **আফগানরা কাছাকাছি কয়েকটি পাহাড়** দখলে আনল; তাদের হটাবার ব্যর্থ চেষ্টা।

১৮৪১, ২৩শে নভেম্বর চূড়ান্ত লড়াই, ইংরাজরা সম্পূর্ণ পরাজিত, সেনানিবাসে প্রত্যাবর্তন; নিষ্ফল আপোষ আলোচনা; কিছুদিন পর দোস্তের তেজী পুত্র **আকবর খাঁ** পেঁছিলেন [কাবুলে]।

১৮৪১. ১১ই ডিসেম্বর রসদ শেষ; চতুষ্পার্শ্বের অধিবাসীরা সবাই একযোগে রসদ জোগাতে অস্বীকার করল; **অভ্যুত্থানীদের সঙ্গে সন্ধি** করতে বাধ্য হলেন **ম্যাক্‌নটন: ব্রিটিশ ও শিখ সৈন্যদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে; ছেড়ে দিতে হবে দোস্ত মহম্মদকে; শাহ সুজা** ভারতে বা আফগানিস্তানে থাকবেন **রাজ্যচ্যুত** হয়ে, তাঁকে কিন্তু কেউ উৎপীড়ন করবে না; **টাকা, রসদ এবং সাহায্য দিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি** দিল **আফগানরা।** এরপর **১৫,০০০ ব্রিটিশ সৈন্য** শুরু করল **আফগানিস্তান থেকে** তাদের দুর্ভাগা **প্রত্যাবর্তন;** সুযোগ পেলেই **আফগানরা সৈন্যদের লুঠে** (ঠিক তাই!) **তাদের রসদ কেড়ে নিতে** লাগল; কাবুল ছাড়ার আগে **আকবর খাঁ ম্যাক্‌নটনের** কাছে নূতন একটি চুক্তি পাঠিয়ে **গোপন আলোচনার** জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করেন।

১৮৪১, ২৩শে ডিসেম্বর সৈন্যদলের জন্য সুবিধাজনক সর্তের আশায় [আমন্ত্রণ] **গ্রহণ করলেন ম্যাক্‌নটন; আকবর তাঁর বুকে পিস্তলের গুলি চালান।**

১৮৪২, জানুয়ারী ম্যাক্‌নটনের জায়গায় এলেন **মেজর পটিংগার; হতাশ** জেনারেলদের দিয়ে কোনো একটা সঠিক পন্থা অবলম্বন করাতে তিনি পারলেন না; নিরাপদে সৈন্যদলের প্রত্যাবর্তনের জন্য **শেষ চুক্তি** একটা করে তিনি কাবুল ছাড়লেন, কিন্তু ব্রিটিশদের ধ্বংস করার কসম নিয়েছিলেন **আকবর খাঁ**। সেনানিবাস সৈন্যরা ছাড়তে না ছাড়তে ভীষণ বরফপাত; তাদের অসহ্য দুর্ভোগ; **তিনদিন যাত্রার পর সৈন্যদলের আগের ভাগ একটি গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করে;** ঘোড়সওয়ারী দল নিয়ে **আকবর খাঁ** আবির্ভূত হয়ে দাবী করলেন যে, **বাহিনীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য সমস্ত মহিলা ও শিশুদের** (লেডি ম্যাক্‌নটন এবং লেডি সেল সুদ্ধ) এবং কয়েকটি অফিসারকে **সমর্পণ করতে হবে জামিন হিসেবে;** তাঁদের সমর্পণ করা হল। **গিরিসঙ্কটে দেশীয় লোকেরা পাহাড় চূড়া** থেকে 'ব্রিটিশ কুত্তাদের' গুলি করে মারতে লাগল, প্রাণ গেল শত শত লোকের, যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত **গিরিসঙ্কট অতিক্রম করা হল;** প্রত্যাবর্তনের জন্য রইল শুধু **পাঁচ-ছয় শ'** ক্ষুধার্ত ও আহত সৈন্য। দুরবস্থায় সীমান্ত পর্যন্ত পেঁৗছতে পেঁৗছতে তাদেরও **ভেড়ার মতো হত্যা করা** হয়।

১৮৪২, ১৩ই জানুয়ারী জালালাবাদের (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, **শাহজাহানপুরের** কাছে) প্রাচীরে সান্ত্রীরা দেখল **ছিন্নভিন্ন ইংরাজি ইউনিফর্ম পরিহিত একটি লোক** কাহিল ঘোড়ায় চেপে আসছে ঘোড়া এবং সওয়ার দুজনেই ভীষণ জখম; ইনি হলেন **ডাঃ ব্রাইডন,** তিন সপ্তাহ আগে যে **১৫,০০০ লোক** কাবুল ছেড়েছিল তাদের শেষ **জন।** ক্ষুধায় মরণাপন্ন তিনি।

জালালাবাদে আফগান কর্তৃক উত্ত্যক্ত জেনারেল সেলের ব্রিগেডকে সাহায্য করার জন্য **নূতন ব্রিগেড পাঠানোর** হুকুম দিলেন **লর্ড অকল্যাণ্ড।** কুখ্যাতি নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন অকল্যাণ্ড; তাঁর জায়গায় এলেন বাক্যবাগীশ গজ **লর্ড এলেনবরো,** তাঁকে পাঠানো হয় **শান্তিনীতির**

প্রতিশ্রুতিতে, কিন্তু **তাঁর দু'বছর মেয়াদের** মধ্যে তরবারি **কখনো কোষে** ঢোকেনি (duce Pam*)।

. . . .

(৫) লর্ড এলেনবরোর (গজের) প্রশাসন, ১৮৪২—১৮৪৪

১৮৪২-এর গোড়ার দিক; [ভারতে] পদার্পণ করে **'গজের'** কানে এল যে, জালালাবাদের সাহায্যে **অকল্যাণ্ড কর্তৃক প্রেরিত জেনারেল ওয়াইল্ড** পরিচালিত **ব্রিগেডটি খাইবার গিরিসঙ্কটে ভীষণভাবে পরাজিত** হয়েছে; **শিখ বাহিনী** ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগিতায় আর রাজী নয়, আর ওয়াইল্ডের ব্রিগেডের **সিপাহীরাও** ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে।

রনজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর (**২৭শে জুন, ১৮৩৯**) পাঞ্জাবের শাসক হন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র **খড়গ সিংহ;** জনৈক **চৈৎ সিংহকে** তিনি উজীর করেন, চৈৎ সিংহকে হত্যা করলেন পূর্বতন উজীর **দয়ান সিংহ,** তিনি **খড়গকেও** সিংহাসনচ্যুত করে সে জায়গায় বসালেন তাঁর পুত্র, **নাও নিহালকে।**

১৮৪০-এ কারাগারে **খড়গ সিংহের** মৃত্যু হল, দুর্ঘটনায় মারা গেলেন **নাও নিহাল; রনজিৎ সিংহের** বীর পুত্র **শের সিংহকে** ডেকে পাঠালেন **দয়ান;** মনে হল শের সিংহের ভাবগতিক ইংরাজদের দিকে।

১৮৪২ ওয়াইল্ডের সাহায্যার্থে **জেনারেল পলকের** অধীনে নূতন ব্রিগেড প্রেরণ; ওয়াইল্ডকে উদ্ধার করে **খাইবার গিরিসঙ্কট** প্রবেশ করে **জালালাবাদে** জেনারেল **সেলের** জায়গা নেবার কথা এ ব্রিগেডের।

১৮৪২, ৫ই এপ্রিল প্রধান বাহিনীর অগ্রগতির পথ যাতে পরিষ্কার হয় তার জন্য **পলক** দুটি ব্রিগেডকে পাঠালেন্ **(খাইবার) গিরিসঙ্কটের** দু'ধারের

পামের নির্দেশে।

পাহাড়ের উপরে; করা হল এটা; **নিজেদের খাস এলাকায় পরাজিত হয়ে খাইবারীরা** পালাল গিরিসংকটের আফগান দিকটায়। **বিনা বাধায়** গিরিসংকট পার হয়ে বাহিনী **১০ দিনের মধ্যে জালালাবাদে** পেঁাছিয়ে (১৫ই এপ্রিল?) শুনল যে, **আকবর খাঁ'র** ব্যক্তিগত পরিচালনায় সহর যে অবরোধ করা হয়েছিল তা হামলায় হটিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফিরে গেছেন **আকবর খাঁ।**

১৮৪২, জানুয়ারীতে জেনারেল নট তাঁর ছোট দলকে **কান্দাহারে** সংহত করে কয়েকবার আফগানদের হারিয়েছিলেন; পরে **অবরুদ্ধ** হয়ে অত্যন্ত সক্ষমভাবে সহরটিকে রক্ষা করেন; কিন্তু **গজনী আত্মসমর্পণ করল** শত্রুপক্ষের কাছে আর **নটের দলের সঙ্গে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে কোয়েটা** থেকে **জেনারেল ইংলণ্ডের** নেতৃত্বে যে দলটি আসছিল সেটি হটে ফিরে যেতে বাধ্য হল।

গজ এলেনবরো — এবারে মুখ চুপসে গেছে — **অক্টোবর পর্যন্ত জালালাবাদে থাকতে** হুকুম দিলেন পলককে, তারপর আফগানিস্তান ছেড়ে একেবারে চলে আসতে [হবে]; **কান্দাহার ধ্বংস করে সিন্ধুনদে** ফিরে আসতে হবে **নটকেও**। — **এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ভীষণ ক্রোধের সাড়া** [পড়ে গেল]; অতএব —

১৮৪২, জুলাই — আফগানিস্তানে সামরিক বাহিনীকে কাবুল অধিকারের অনুমতি দিলেন গজ। ইংরাজরা হটে যাবার পর **শাহ সুজা** বর্বরভাবে নিহত হন, **কাবুলে আকবর খাঁ আফগানিস্তানের শাহ** রূপে গদিতে বসেন। **ইংরাজ মহিলা,** অফিসার এবং অন্যান্য বন্দীদের **আকবর তেগিনের দুর্গে** পাঠিয়ে দেন, সেখানে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার **করা** হয়। **জেনারেল এলফিনস্টোনের মৃত্যু ঘটে** সেখানে।

১৮৪২, অগস্ট; কান্দাহার এবং জালালাবাদের বাহিনী দুটি বিভিন্ন **দিক** থেকে অগ্রসর হল কাবুলের উদ্দেশ্যে, পলকের হাতে খিলজীরা পরাজিত **হল করেকবার।**

১৮৪২, সেপ্টেম্বর দুটি বাহিনী **মিলল তেগিনে (তেজিন, জালালাবাদের** কাছে); **আকবর খাঁর পরাজয়।**

১৮৪২, ১৫ই সেপ্টেম্বর কাবুল আবার ইংরাজদের হাতে। পলক এগোচ্ছেন, **ব্রিটিশ বন্দীদের** পাঠানো হল **হিন্দুকুশের বামিয়ানে সালাহ মহম্মদ** নামক অফিসারের অধীনে; ইনি আকবরের পরাজয়ের কথা শুনে পটিংগারকে প্রস্তাব দিলেন যে, **ব্যক্তিগত নিরাপত্তা** এবং **আর্থিক পুরস্কারের** কথা দিলে [তিনি] সমস্ত দলকে ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে করে কাবুল নিয়ে যাবেন; পটিংগার কথা দিলেন অতএব —

২০শে সেপ্টেম্বর — বন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়া হল কাবুলে তাদের স্বজাতীয়দের কাছে।

১৮৪২, অক্টোবর; কাবুলের বেশীর ভাগ দুর্গাদি ভেঙে দিয়ে ব্রিটিশ বাহিনী বিনা বাধায় **খাইবার গিরিসঙ্কট** পার হয়ে এল **পেশোয়ার অঞ্চলে; ফিরোজপুরে** শিখ সেনানায়ক পটিংগারকে আপ্যায়ন করলেন।

১৮৪২-এর শেষাশেষি; স্যার চার্লস নেপিয়ারের অধীনে সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হল **সিন্ধুর আমীরদের বিরুদ্ধে** (কিছুটা কান্দাহার রেজিমেণ্ট এবং কিছুটা **বঙ্গ ও বোম্বাই থেকে প্রেরিত নূতন সৈন্য** নিয়ে এ বাহিনী গঠিত)। **ঘাঁটি হল সিন্ধুনদের উপরে** (সিন্ধুতে) **সুক্কুর। — হায়দরাবাদে রাজনৈতিক প্রতিনিধি কর্ণেল উটরামের বাসগৃহের উপর বালুচি ঘোড়সওয়ারদের** মরিয়া আক্রমণ; কোনোক্রমে উটরাম পালালেন **নেপিয়ারের** শিবিরে, তিনি ততদিনে **হাল্লা পর্যন্ত** এগিয়েছিলেন।

১৮৪৩, ১৭ই ফেব্রুয়ারী হায়দরাবাদের কাছে **মিয়ানির যুদ্ধ**। আমীরদের দলে ২০,০০০ লোক, নেপিয়ারের দলে আনুমানিক ৩,০০০; প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী **ভীষণ যুদ্ধের** পর নেপিয়ারের জয়, শত্রুপক্ষের ছত্রভঙ্গ পলায়ন, ছ'জন আমীর বন্দী হিসেবে আত্মসমর্পণ করেন, **হায়দরাবাদ সঙ্গে সঙ্গে দখলীকৃত** এবং **লুণ্ঠিত(!), সহরে বসানো হল ইংরাজ রক্ষিসেনাদল।**

১৮৪৩, মার্চ; ব্রিটিশ রক্ষিসেনাদলের **শক্তিবৃদ্ধি** করল বঙ্গ থেকে আগত কয়েকটি 'দেশীয়' রেজিমেণ্ট, এর ফলে নেপিয়ারের কাছে রইল প্রায় ৬,০০০ লোক।

১৮৪৩, ২৪শে মার্চ রাজধানীর কাছে যুদ্ধে **নেপিয়ার মীরপুরের অমীর শের মহম্মদকে হারালেন**; তারপর **মীরপুর নগর** অধিকৃত এবং **লুণ্ঠিত!** এর পরে মরুভূমিতে একটি জবরদস্ত ঘাঁটি **অমরকোটের** পতন; বিনা যুদ্ধে সহরটি ছেড়ে দেয় (বালুচি) রক্ষিসেনাদল।

১৮৪৩, জুন সিন্ধু ঘোড়সওয়ারদের **কর্ণেল জেকব শের মহম্মদকে** পরাজিত করল্লেন, এর ফলে **সিন্ধু বিজয় সম্পূর্ণ** হল। **তখন থেকে সিন্ধু ব্রিটিশ প্রদেশ, এর দরুন আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয় হয় সরকারের প্রতি বছর।**

গোয়ালিয়র, ১৮৪৩, ডিসেম্বর। এখানে পুরাতন শত্রুদের সঙ্গে ইংরাজ সৈন্যদের লড়াই চলেছিল। ঘটনাটা ঘটে এভাবে:

১৮২৭ লর্ড হেস্টিংসের সঙ্গে সুবিধাজনক চুক্তির (১৮১৪) পর অপুত্রক **দৌলত রাও সিন্ধিয়ার মৃত্যু** ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর **সিংহাসনে বসেন** —

১৮২৭—১৮৪৩ (তাঁর মৃত্যুর বৎসর) — একমাত্র উত্তরাধিকারী যাঁকে পাওয়া গেল, সেই **মুগত রাও, 'আলি জা জাঙ্কোজী সিন্ধিয়া'** এই পদবীতে; মৃত্যুকালে তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিল না, [ছিলেন] শুধু **তেরো বছর বয়সের বিধবা — তারা বাই**; আট বছর বয়সের একটি শিশু, **ভগীরত রাওকে** তিনি উত্তরাধিকারী হিসেবে পোষ্য নেন, তাঁর পদবী হল **'আলি জা জিয়াজী সিন্ধিয়া'; জাঙ্কোজী সিন্ধিয়া,** যাঁকে ডাকা হত **মামা সাহেব** বলে, (২৪৫ পৃষ্ঠায় **নোট** দ্রষ্টব্য; **মামা** — মাতুল, **সাহেব** — প্রভু) এবং **পরিবারের সরকার, ওয়ালা** (মৃত **মহারাজার** দূর সম্পর্কের আত্মীয়), যাঁকে ডাকা হত **দাদা খাসজী** নামে (**দাদা** — ঠাকুর্দাদা বা **জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা** — russice* **дядя**** — খুড়ো — এবং **খাসজী** — **বাড়ির** সরকার),

* রুশীতে।

** শব্দটা রুশীতে লিখেছিলেন মার্কস।

রাজপ্রতিনিধির পদ নিয়ে এই দু'জন দাবীদারের মধ্যে **এলেনবরো** রেসিডেণ্টকে দিয়ে **মামা সাহেবকে** [রাজপ্রতিনিধি] নিয়োগ করালেন, এদিকে **তারা বাই** ছিলেন **দাদার** পক্ষে; ফলে দরবারে দুটি দলের সৃষ্টি; অনেক গণ্ডগোল আর কিছু রক্তপাতের পর **মামাকে** পদচ্যুত করা হল, এবং **মহারাণী** তারা বাই নিয়োগ করলেন **দাদাকে; কিন্তু গজ** তাঁর **মামাকে** ছাড়তে চাইলেন না, তিনি রেসিডেণ্টকে গোয়ালিয়র ত্যাগের আদেশ দিলেন। **গজের** বিরোধিতার জন্য **দাদা** সৈন্যসামন্ত ঠিক করতে লাগলেন। এলেনবরো (গজ) **স্যার হিউ গো'কে** গোয়ালিয়র অভিযানের ভার নিতে আর —

১৮৪৩ — চম্বল নদী পার হয়ে সিন্ধিয়ার ভূমিতে যেতে আদেশ দিলেন; রাণী এবং **দাদা** তখন বশ্যতা মানতে চাইলেন, কিন্তু তাঁদের **৬০,০০০ লোক এবং ২০০ কামানের বাহিনী** বেরিয়ে এসে **ইংরাজদের তাড়িয়ে দিল চম্বল নদীর ওপারে।**

১৮৪৩, ২৯শে ডিসেম্বর মহারাজপুরের (গোয়ালিয়রে) কাছে **স্যার হিউ গো** অত্যন্ত নিখুঁতভাবে চালিত বহু কামান সমেত **১৪,০০০** বাছাই-করা (মারাঠা) সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হলেন; চরম সাহসে লড়ছিল মারাঠারা; **অনেক লোকক্ষয়ের পর ইংরাজদের জয়লাভ।**

১৮৪৩, ৩১শে ডিসেম্বর মহারাণী এবং **তরুণ সিন্ধিয়া** ব্রিটিশ শিবিরে এসে বিনীতভাবে বশ্যতা মানলেন; গোয়ালিয়র রাজ্য **সিন্ধিয়ার** জন্য রেখে দেওয়া হল, বৃত্তি দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হল **রাণীকে, মারাঠা বাহিনীর আয়তন কমানো হল ৬,০০০ লোকে,** [গোয়ালিয়র] **পোষিত ব্রিটিশ দল বাড়িয়ে ১০,০০০-এ পরিণত করা হল; সাবালক** হলে ক্ষমতা পাবেন সিন্ধিয়া; ততদিন রাষ্ট্র চালনের জন্য **নিয়োগ করা হল একটি পরিষদকে।**

কিছুকাল পরে, ১৮৪৪-এর গোড়ার দিকে, 'যুদ্ধলিপ্সার' জন্য **ডিরেক্টরদের কোর্ট** — তাঁর মেয়াদ শেষ হবার আগেই — গজকে ফিরিয়ে নিল; **গজের** জায়গায় **পাঠানো হল স্যার হেনরি হার্ডিংকে।**

. . . .

(৬) লর্ড হার্ডিং'এর প্রশাসন, ১৮৪৪—১৮৪৮

১৮৪৪, জুন কলিকাতায় হার্ডিং'এর আগমন। (তিনি আসেন 'লর্ড' রূপে নন, **স্যার হেনরি হার্ডিং** হিসেবে।)

১৮৪২ রনজিৎ সিংহের একটি পুত্র **শের সিংহ পাঞ্জাবের অধিপতি;** জনৈক **অজিত সিংহকে** প্ররোচনা দিয়ে **শের সিংহকে** হত্যা করালেন তাঁর উজীর **দয়ান সিংহ;** কিন্তু **অজিত** শেরের জ্যেষ্ঠ পুত্র **প্রতাপ সিংহকেও** হত্যা করলেন এবং **স্বয়ং দয়ান সিংহকে;** শেষোক্তটির ভাই **সুচেৎ** এবং [পুত্র] **হিরা সিংহ** সৈন্য নিয়ে লাহোর ঘেরাও করে বিদ্রোহীদের (অজিত সিংহ যাদের পাণ্ডা) ধরে সবাইকে মেরে ফেললেন। তারপর **হিরা সিংহ,** নিজেকে উজীর বানিয়ে শের সিংহের একমাত্র জীবিত পুত্র **দলীপ সিংহকে** (বয়স দশ বছর, গুণবান, **লাহোরের** শেষ **মহারাজা**) [রাজা বলে] ঘোষণা করলেন। **হিরা সিংহের** সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল রাজ্যের মধ্যে বাস্তবিকপক্ষে যা **সবচেয়ে প্রধান শক্তি** সেই **শিখ বা খালসা* সৈন্যবাহিনীর** হয় আয়তন কমানো নয় ক্ষমতা দাবানো; অফিসারদের ষড়যন্ত্রের ফলে **হিরার** পতন, (**সাবাড় করা হয়** [তাঁকে])। —**রাণীর** প্রিয়পাত্র ব্রাহ্মণ **লাল সিংহ** উজীর হলেন; কয়েকটি ছোটখাটো সামরিক অভিযানের পর তিনি দেখলেন যে, খালসাদের তুষ্ট করার **একমাত্র উপায়** হল **ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।**

১৮৪৫-এর বসন্তকাল লাহোরে যুদ্ধ প্রস্তুতি এত স্পষ্ট যে, **স্যার হেনরি হার্ডিং** শতদ্রুর পূর্বপারে ৫০,০০০ সৈন্য জমায়েৎ করলেন।

প্রথম শিখ যুদ্ধ, ১৮৪৫—১৮৪৬; নভেম্বরের শেষে ৬০,০০০ শিখ শতদ্রু পার হয়ে **ফিরোজপুরের** কাছে ইংরাজ এলাকায় শিবির গাড়ল। **গভর্নর-**

* 'সমাজ', আদিতে এটি হল শিখ সম্প্রদায়ের নাম, পরে শিখ রাজ্য এবং সৈন্য সংগঠনগুলি এই নামে চলে, এরা শিখ সরকারের কার্যাবলীর উপর গণতান্ত্রিক প্রভাব বিস্তার করত। এজন্য শিখদের সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা খালসার শক্তি ভাঙার একান্ত চেষ্টা করত।

জেনারেল হার্ডিং এবং তাঁর সেনানায়ক **স্যার হিউ গো সঙ্গে সঙ্গে** তাদের রুখতে এগোলেন। লক্ষণীয় যে, ইংরাজদের দুর্বিপাকের **প্রধান কারণ,** শিখদের বীরত্ব ছাড়া, **গো'র** গর্দভসুলভ নির্বুদ্ধিতা, তিনি **ভেবেছিলেন, দক্ষিণের সহজে ভীত হিন্দুদের** যেমন করেছিলেন ঠিক তেমনি করে **শিখদের সঙ্গে যা খুসি করা চলে, বেয়োনেট বাগিয়ে আক্রমণ করলেই** [হল]।

১৮৪৫, ১৮ই ডিসেম্বর ফিরোজপুর থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে **মুড়কী** গ্রামে যুদ্ধ। **ইংরাজদের জয়** (তাদের কয়েকটি 'দেশীয় রেজিমেণ্ট' ইতিমধ্যেই হার মেনেছিল [তা সত্ত্বেও]), রাত্রিবেলায় সৈন্যবাহিনী নিয়ে **লাল সিংহ হটে গেলেন।**

১৮৪৫, ২১শে ডিসেম্বর ফরুকশার যুদ্ধ, সেখানে শিখেরা শিবির গেড়েছিল। চারিদিকে ইংরাজদের পরাজয়, অনেক লোকসান।

১৮৪৫, ২২শে ডিসেম্বর আবার যুদ্ধ। ইংরাজদের জয়, অবশ্য অনেক লোকসানের পর, কেননা **শিখেরা** আশা করেনি যে, **তাদের 'পরাজয়ের'** পর ইংরাজরা পরের দিন সকালে আবার আক্রমণ করবে, প্রাচ্য জাতির কাছে পরাজয়ের মানে তো আতঙ্ক ও সকলের পলায়ন। **পিছু হটল শিখেরা,** ইংরাজরা এত অবসন্ন যে, তাদের পিছু ধাওয়া করতে পারেনি। **লাহোর আক্রমণের জন্য অবরোধী কামানের অপেক্ষায় রইল ইংরাজরা;** খবর পাওয়া যায়, যে **ডিসেম্বরের মাঝামাঝি** সেটা আসছে, লুধিয়ানার কাছে ছোট গ্রাম **আলিওয়ালে** শিবির গাড়া শিখেরা প্যাছে রক্ষিদল আক্রমণ করে. তাই তা আগে থেকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে —

১৮৪৬, ২৮শে জানুয়ারী — আলিওয়ালের যুদ্ধ; দৃঢ় প্রতিরোধের পর শিখেরা নদীতে বিতাড়িত হল। — কয়েকদিন পর দিল্লী থেকে ইংরাজদের শিবিরে রক্ষিদল এসে পেঁছিল। — ইতিমধ্যে লাহোর রক্ষার জন্য **শিখেরা** অত্যন্ত **সুদৃঢ় ঘাঁটি** বানায় **সোবরাওঁতে,** সেখানে রক্ষিসেনাদলের **সংখ্যা** প্রায় ৪০,০০০, ইত্যাদি।

১৮৪৬, ১০ই ফেব্রুয়ারী সোবরাওঁ'র যুদ্ধ। অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে চমৎকার প্রতিরোধের পর শিখ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ, **ইংরাজদের প্রচুর লোকসান। (হাতাহাতি লড়াই** বিস্তর হয়, ইংরাজদের কঠিনতম লড়াই'এর অন্যতম এটি।)

বিনা বাধায় শতদ্রু পার হয়ে ইংরাজরা **কসুরের** (লাহোর থেকে বেশী দূরে নয়) সুকঠিন দুর্গ দখল করার পর **দলীপ সিংহ** (নবীন রাজা) হার স্বীকারের জন্য এলেন শেষোক্ত জায়গাটিতে, তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রভাবাপন্ন নানা সর্দার, তাঁদের নেতা হলেন **গুলাব সিংহ (এ ব্যক্তি রাজপুত,** ইংরাজরা জানত যে, মনে মনে ইনি শিখদের মহাশত্রু)। **সন্ধি** সর্তানুসারে **বিপাশা ও শতদ্রু নদীর মাঝেকার এলাকা** ছেড়ে দিতে হবে কোম্পানিকে ; ১৫,০০,০০০ পাউণ্ড খেসারত দিতে হবে ; তখনকার মতো **লাহোরে** থেকে যাবে ইংরাজ রক্ষিসেনাদল।

১৮৪৬, ২০শে ফেব্রুয়ারী বিজয়োল্লাসে **লাহোরে ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর প্রবেশ।** ১৫,০০,০০০ পাউণ্ড দেবার মতো টাকা কোষাগারে ছিল না বলে **হার্ডিং** ঘোষণা করলেন যে, **কাশ্মীর কোম্পানির,** কিন্তু **গুলাব সিংহ** টাকা দেওয়াতে **কাশ্মীর** তাঁকে দিয়ে দেওয়া হল। যুদ্ধের খরচ এভাবে আদায় করলেন হার্ডিং। **খালসা বাহিনীর সৈন্যদের** টাকা দিয়ে দল ভেঙে দেওয়া হল ; **দলীপ সিংহ** স্বাধীন বলে স্বীকৃত হলেন। ইংরাজ **রক্ষি-সেনাদল নিয়ে মেজর হেনরি লরেন্স** লাহোরে রয়ে গেলেন ; যুদ্ধে দখল করা কামান নিয়ে প্রধান সৈন্যবাহিনী ফিরে গেল লুধিয়ানায়। – **হার্ডিং** ও **গোকে** ধন্যবাদ জানাল পার্লামেণ্ট, তাদের পিয়ব করা হল। — **১৮৪৮-এর মার্চে** হার্ডিং ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন, **গভর্নর-জেনারেল** হিসেবে তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন **লর্ড ডালহৌসী।**

. . . .

(৭) লর্ড ডালহৌসীর প্রশাসন, ১৮৪৮—১৮৫৬

১৮৪৮, এপ্রিল; পিতার (**সাওয়ান**) উত্তরাধিকার সূত্রে **১৮৪৪-এ মুলতানের শাসনকর্তা**, সেই **মুলরাজকে দলীপ সিংহ** পদচ্যুত করলেন, তাঁর জায়গা নিতে পাঠান হল **সর্দার খাঁকে**, তাঁর সঙ্গে ছিলেন **ভ্যানস এ্যানিউ** (একটি সিভিলিয়ান) এবং **লেফটেনাণ্ট এ্যাণ্ডারসন**।

১৮৪৮, ২০শে এপ্রিল সহরের চাবি দিয়ে দিলেন **মুলরাজ**; তিনদিন পর রক্ষিসেনাদল সহরদ্বার খুলে দেওয়াতে শিখেরা দ্রুতবেগে প্রবেশ করে **এ্যাণ্ডারসন ও ভ্যানস এ্যানিউকে** হত্যা করল। — একটি **শিখ রেজিমেণ্ট,** যা থেকে লোক ছেড়ে যেতে শুরু করেছিল, তা নিয়ে **লাহোরের কাছে** ছিলেন নবীন **লেফটেনাণ্ট এডওয়ার্ড্‌স,** তিনি **বাহাওলপুরের রাজার** কাছে সাহায্য চেয়ে পেলেন।

১৮৪৮, ২০শে মে সিন্ধুনদের তীরে **ডেরা গাজী খাঁ'এ** তিনি মিলিত হলেন কর্ণেল কোর্টল্যাণ্ডের সঙ্গে; কোর্টল্যাণ্ডের দলে ৪,০০০ লোক; তাদের সঙ্গে যোগ দিল **বালুচিদের দুটি দল,** সবসুদ্ধ ৭,০০০ লোক হওয়াতে তাঁরা **মুলতান** দখলের সংকল্প করলেন; কয়েকটি সফল যুদ্ধের পর [তাঁরা] মুলতানের সামনে রয়ে গেলেন **১৮৪৮-এর সেপ্টেম্বর** পর্যন্ত যতদিন না **জেনারেল হুইশের অধীনে** একটি বৃহৎ **ইংরাজ দল** যোগ দিল তাঁদের সঙ্গে; **মুলতান** সমর্পণের দাবি করলেন তাঁরা, কিন্তু [সেটা] অগ্রাহ্য হল; এ সময়ে **শের সিংহ** (মিত্র হিসেবে লাহোর থেকে দু'মাস আগে তিনি এসেছিলেন) গিয়ে যোগ দিলেন শত্রুপক্ষে। **সারা পাঞ্জাবে তখন বিদ্রোহের অবস্থা। লাহোরের মন্ত্রিসভা পেশোয়ার দানের প্রতিশ্রুতিতে দোস্ত মহম্মদের সহযোগিতা পেল।** স্যার হেনরির ভাই, **স্যার জর্জ লরেন্স পেশোয়ারে রেসিডেণ্ট; ১৮৪৮-এর ২৪শে অক্টোবর** শিখরা রেসিডেন্সি অধিকার করে ইংরাজদের বন্দী অবস্থায় রাখল কড়া পাহারায়।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ, ১৮৪৮, অক্টোবর; ফিরোজপুরে জমায়েৎ বাহিনীর সঙ্গে

যোগ দিলেন ডালহৌসী। **অক্টোবরের শেষ, গো** শতদ্রু পার হলেন, **জলন্ধরে** তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন জেনারেল হুইলার। **রবি ও চিনাব নদীর মাঝখানে দোয়াবে** শিখ সৈন্যরা জড়ো হল।

১৮৪৮, ২২শে নভেম্বর রামনগরে যুদ্ধ। (শের সিংহের পরিচালনায় শিখরা।) **চিনাবের** ওদিকে হটে গেলেন শিখরা; পার হবার সময় শিখদের কামান এড়িয়ে যাবার জন্য **গো** চললেন উত্তরমুখো।

১৮৪৮, ২রা ডিসেম্বর সাদুল্লাপুর গ্রামে যুদ্ধ। শের সিংহের অধীনে শিখরা **ঝিলম** নদীর দিকে হটে গিয়ে সেখানে দৃঢ় ঘাঁটি গেড়ে রইল; ছ'সপ্তাহ ইংরাজ বাহিনী নিষ্ক্রিয়।

১৮৪৯, ১৪ই* জানুয়ারী ঝিলমের কাছে **চিলিয়ানওয়ালা** গ্রামে যুদ্ধ; ইংরাজদের দুর্দশা, তাদের ২,৩০০ সৈন্য নিহত, **পতাকা হারাল তিনটি রেজিমেণ্ট**; চিলিয়ানওয়ালায় তারা বিশ্রাম করতে লাগল, পিছু হটে শিখরা নূতন জায়গায় আস্তানা গাড়ল।

১৮৪৯, ২২শে জানুয়ারী জেনারেল হুইশ ও লেফটেনাণ্ট এডওয়ার্ডস কাছে মুলতানের পতন (মুলরাজকে চলে যেতে দেওয়া হল)। **গো'র** সঙ্গে মিলতে গেল ইংরাজ সৈন্যবাহিনী, এদিকে ব্রিটিশ রক্ষিসেনাদল নিয়ে মুলতানে রয়ে গেলেন লেফটেনাণ্ট এডওয়ার্ডস।

১৮৪৯, ২৬শে জানুয়ারী **মুলতান অধিকারের** খবর পেঁাছল **গো'র** সৈন্যবাহিনীর কাছে; কয়েক দিন পর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পেশ করল **শের সিংহ**, কিন্তু অগ্রাহ্য হল [ইংরাজ কর্তৃক]।

১৮৪৯, ১২ই ফেব্রুয়ারী সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী উত্তরে থাকতেই লাহোরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য শের সিংহ **চতুর ফ্ল্যাঙ্ক অভিযান** করলেন। **চিনাবের কাছে গুজরাট** গ্রামে তাঁকে ধরে ফেললেন **গো**।

* ১৩ই জানুয়ারী, Smith অনুসারে, The Oxford History of India.

১৮৪৯, ২০শে ফেব্রুয়ারী গুজরাটের যুদ্ধ (ব্রিটিশ দলে ২৪,০০০ সৈন্য)। **অপেক্ষাকৃত কম রক্তপাতে** ইংরাজদের জয়।

১৮৪৯, ১২ই মার্চ শের সিংহ এবং তাঁর সেনাপতিরা হার মানলেন — লাহোর দখল করে **পাঞ্জাব আত্মসাৎ করলেন ডালহৌসী**। ব্রিটিশের আশ্রিত হতে হল **দলীপ সিংহকে**; খালসা বাহিনী ভেঙ্গে দিতে হবে; কোহিনুর (হীরা, পৃঃ ২৫৬, নোট ১ তুলনীয়) দিয়ে দিতে হবে মাননীয়া ভিক্টোরিয়াকে; **শিখ নেতাদের ব্যক্তিগত জায়গাজমি বাজেয়াপ্ত**; নিজেদের বাসস্থানের চার মাইল এলাকার মধ্যে বন্দীর সামিল বলে নিজেদের গণ্য করতে হবে তাঁদের। **মুলরাজের** যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। — **পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপনার** ভার দেওয়া হল **স্যার হেনরি লরেন্সের** নেতৃত্বে একটি কমিশনকে, তাঁকে সাহায্য করবেন তাঁর ভ্রাতা **স্যার জন লরেন্স** (পরে **গভর্নর-জেনারেল**)।— সিপাহী বাহিনীর রীতিতে ইংরাজ অফিসারদের অধীনে একটি **ছোট শিখ বাহিনী** গড়া হল; **তৈরী** হল **রাস্তাঘাট**।

১৮৪৯, মে; গো'র জায়গায় এলেন **স্যার চার্লস নেপিয়ার**। ডালহৌসীর সঙ্গে তাঁর বিবাদ, পরিণামে তাঁর পদত্যাগ।

১৮৪৮, সাতারা অধিকার। যাঁকে **১৮১৮-এ** সিংহাসনে বসিয়েছিলেন **হেস্টিংস**, শিবাজী বংশের সেই **রাজার** মৃত্যু; তিনি অপুত্রক ছিলেন, মৃত্যুশয্যায় একটি **দত্তকপুত্র** গ্রহণ করে তাঁকে উত্তরাধিকারী করে যান। এঁকে স্বীকার করতে নারাজ ছিলেন ডালহৌসী; [সাতারা] **আত্মসাৎ**।

১৮৪৯—১৮৫১ পাহাড়ি কয়েকটি উপজাতির বিদ্রোহ দমন করলেন **স্যার কলিন ক্যামবেল, কর্ণেল ক্যামবেল, মিঃ স্ট্রেঞ্জ**, ইত্যাদিরা (২৫৭ পৃষ্ঠা)। —**ডাকাতি, ঠগী, শিশু হত্যা, নরবলি, সতীদাহ ইত্যাদির** বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা।

দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ, ১৮৫২ — ১৮৫৩ (১৮৫২-র ১২ই এপ্রিলে শুরু, **দোনাবতে ১৮৫৩-র ১৭ই এবং ১৮ই মার্চের** লড়াই'এ শেষ)। **১৮৫৩-র ২০শে ডিসেম্বরের ঘোষণায় পিগু আত্মসাৎ**।

১৮৫৩ বেরার আত্মসাৎ, সেখানে **নাগপুরের রাজা — অকল্যাণ্ড** তাঁকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন (১৮৪০) — স্বাভাবিক পুত্র বা কোনো দত্তকপুত্র না রেখে মারা যান।

কর্ণাটক চূড়ান্তভাবে অধিকারভুক্ত। ১৮০১-এ 'কোম্পানিকা নবাব' সরকারি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। **১৮১৯-এ** তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসানো হয়, তিনি মারা যান **১৮২৫-এ;** তাঁর শিশু সন্তানকে তখন নবাব বলে ঘোষণা করা হল, [এ'র] মৃত্যু হয় ১৮৫৩-এ*, তখন তাঁর খুল্লতাত **আজিম জা** এ পদবী দাবী করেন, তাঁকে বৃত্তি দিয়ে বসিয়ে রাখা হল মাদ্রাজে, আর সব ওমরাহদের চেয়ে তাঁর মানক্রম ছিল বেশী, ভিক্টোরিয়া পরে তাঁকে **আর্কটের কুমার** পদবী দিয়েছিলেন। এই ব্যক্তিটি মাদ্রাজে নিজের প্রাসাদে মহা আরামে বাস করতে লাগলেন।

১৮৫৪** **ঝাঁসি (বুন্দেলখণ্ডে) আত্মসাৎ। ঝাঁসির রাজা** প্রথমে পেশোয়ার করদ ছিলেন, **১৮৩২-এ স্বাধীন রাজা বলে** তাঁকে **স্বীকার করা** হয়, [তিনি] অপুত্রক **মারা যান,** কিন্তু তাঁর **দত্তকপুত্র** জীবিত ছিলেন। মঁসিয়ে ডালহৌসী এঁকেও স্বীকার করতে রাজী হলেন না; এ জন্য ক্ষমতাচ্যুত **রাণীর** ক্রোধ, ইনি পরে **সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে সবচেয়ে খ্যাত নেত্রী হন।**

ধুন্ধু পন্থ ওরফে **নানা সাহেব** ছিলেন **পদচ্যুত ও বৃত্তিভোগী পেশোয়া বাজী রাও'এর দত্তকপুত্র,** যে পেশোয়ার **মৃত্যু** হয় **১৮৫৩-এ; পালক পিতার বার্ষিক বৃত্তি** — ১,০০,০০০ পাউণ্ড — দাবী করেন নানা সাহেব; প্রত্যাখ্যান। নানা মেনে নিয়ে পরে **'ইংরাজ কুত্তাদের'** উপর শোধ তুলেছিলেন।

---

* ১৮৫৫, Burgess অনুসারে।

** ১৮৫৩, Burgess অনুসারে।

১৮৫৫—১৮৫৬ বঙ্গে **রাজমহল পর্বতমালায়** অর্ধবন্য **সাঁওতালদের বিদ্রোহ; সাত মাসব্যাপী গরিলা যুদ্ধের** পর **১৮৫৬-এর ফেব্রুয়ারীতে** দমন।

১৮৫৬-এর গোড়ার দিকে; নিজের প্রাক্তন শাসনভার ফিরে পাবার জন্য **সিংহাসনচ্যুত মহীশূর রাজার** 'সবিনয়' অনুরোধ **ডালহৌসী প্রত্যাখ্যান করেন।**

১৮৫৬ নবাবের কুশাসনের জন্য **অযোধ্যা আত্মসাৎ।** — **পাঞ্জাবের মহারাজা দলীপ সিংহ খৃীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। অহংকারপূর্ণ** একটি **'বিদায়কালীন কার্যবৃত্তি'** লিখে **ডালহৌসীর** প্রত্যাবর্তন; অন্যান্য জিনিসের মধ্যে **খাল, রেলপথ, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ** নির্মাণ; অধিকারভুক্ত অযোধ্যার আয় বাদ দিয়েও **রাজস্বে ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের বৃদ্ধি;** কলিকাতায় বাণিজ্যকারী **জাহাজের** বাহিত মালের পরিমাণ **প্রায় দ্বিগুণ বেশী;** বস্তুত **সরকারী খাতে ঘাটতি,** কিন্তু তার কারণ বাস্তু কর্মে (public works) মোটা খরচ। — **এ জাঁকজমকের জবাব এল সিপাহী বিপ্লব** (১৮৫৭ — ১৮৫৯)।

. . . .

(৮) লর্ড ক্যানিং'এর প্রশাসন, ১৮৫৬—১৮৫৮

১৮৫৬, ২৯শে ফেব্রুয়ারী ক্যানিং'এর শাসনভার গ্রহণ। (**হিন্দু, মুসলিম ও ইউরোপীয়** নির্বিশেষে **প্রযোজ্য** তাঁর **দণ্ডবিধি ১৮৬১-র** আগে সমাপ্ত হয়নি।)

১৮৫৬, অগস্ট, কলেরা; মধ্য ভারতে ভীষণ প্রকোপ; একমাত্র **আগ্রায়** ১৫,০০০ লোকের মৃত্যু।

পারস্য যুদ্ধ, ১৮৫৬—১৮৫৭ (পাম!)! **১৮৫৫-এ** তাঁর সঙ্গে 'অবজ্ঞাভরে ব্যবহারের' জন্য ব্রিটিশ কমিশনার **তেহেরান** ছেড়ে চলে যান।

১৮৫৬ আফগান ইসা খাঁ'র কাছ থেকে **হিরাট** কেড়ে নিল **পারস্য সরকার।**

১৮৫৬, ১লা নভেম্বর ক্যানিং যুদ্ধ ঘোষণা করলেন; **১৩ই নভেম্বর মস্কট** আক্রমণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি জাহাজ **বোম্বাই** ছাড়ল।

১৮৫৬, ডিসেম্বরের গোড়ায় পারস্য উপসাগরে **বুশায়ার** (আবু-শাহার) অধিকৃত।

> ইতিমধ্যে **স্যার জন লরেন্স** (এখন তাঁর ভ্রাতা, স্যার হেনরির জায়গায় পাঞ্জাবের চিফ কমিশনার) এবং কাবুলের আমীর **দোস্ত মহম্মদের** মধ্যে **আপোষ আলোচনার শুরু। ১৮৫৭-র গোড়ার দিকে মিটমাট, চুক্তি**, [সে চুক্তি] **রক্ষিত।**

১৮৫৭, জানুয়ারী অভিযানের অধিনায়ক হিসেবে **বুশায়ারে বাহিনীর সঙ্গে** যোগ দিলেন **স্যার জেম্‌স্‌ উটরাম।**

১৮৫৭, ৭ই ফেব্রুয়ারী কুশাবের যুদ্ধ; উটরামের দল **প্রায় ৮,০০০ পারসীককে** সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে।

১৮৫৭, ৮ই ফেব্রুয়ারী বুশায়ারে প্রধান ঘাঁটিতে সদলে **উটরামের** প্রত্যাবর্তন।

১৮৫৭, এপ্রিল মহামেরা অধিকৃত। — এর পর শান্তি চুক্তি: হিরাট ও আফগানিস্তান ছেড়ে পারসীকদের চলে যেতে হবে চিরতরে; তেহেরানে ব্রিটিশ কমিশনারের সঙ্গে 'সসম্মানে' ব্যবহার করতে হবে।

. . . .

১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহ। কয়েক বছর হল সিপাহী বাহিনী অত্যন্ত বিশৃংখল; **অযোধ্যার ৪০,০০০ সৈন্য** এতে ছিল, বর্ণ ও জাতির সূত্রে তারা বদ্ধ; সে বাহিনীতে একই নাড়ীর টান সবায়ের মধ্যে, উপরওয়ালারা কোনো রেজিমেণ্টকে অপমান করলে সে অপমান লাগত সবায়ের গায়ে: অফিসাররা ক্ষমতাবিহীন: শৃংখলার অভাব; **প্রকাশ্য বিদ্রোহ প্রায় ঘটত,** কোনোক্রমে তার দমন চলত; **রেঙ্গুন আক্রমণে সমুদ্র পাড়ি দিতে সরাসরি অস্বীকার করল বঙ্গ বাহিনী,** ফলে **তাদের জায়গায় আনতে** হয় **শিখ রেজিমেণ্টগুলিকে (১৮৫২)।** (এ সমস্ত [ঘটে] **পাঞ্জাব আত্মসাৎ করার** পর — ১৮৪৯-এ — এবং ১৮৫৬-এ **অযোধ্যা গ্রাসের** পর [অবস্থা] আরো খারাপ হয়।) **স্বেচ্ছাচারী কাজ** করে **লর্ড ক্যানিং** প্রশাসন শুরু করেন; তখন পর্যন্ত **মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে সিপাহীদের** রেগুলেশন মাফিক **ভর্তি করা হত পৃথিবীর যে কোনো স্থানে কাজের** জন্য, আর **বাঙ্গালীদের**

শুধু **ভারতে কাজের জন্য; ক্যানিং 'কর্মস্থান নির্বিশেষে সৈন্যশ্রেণীভুক্তি ব্যবস্থা' চালু** করলেন **বঙ্গে**। এটিকে জাতিপ্রথা অবসানের প্রয়াস ইত্যাদি বলে নিন্দা করে 'ফকিরেরা'।

১৮৫৭-র গোড়ার দিকে সেইমাত্র প্রচলিত শুয়র ও গরুর চর্বি মাখানো টোটার (পামের **প্রবর্তন, ফকিররা** বলতে লাগল, ইচ্ছে করে করা হয়েছে **যাতে প্রত্যেক সিপাহী জাত খোয়ায়।**

সুতরাং **ব্যারাকপুরে** (কলিকাতার কাছে) এবং **রানিগঞ্জে (বাঁকুড়ার** কাছে) **সিপাহী বিদ্রোহ।**

২৬শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে, **হুগলীর উপরে)** সিপাহী বিদ্রোহ; **মার্চে** ব্যারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ; এ সমস্তই [ঘটে] **বঙ্গে** (বলপূর্বক দমিত)।

মার্চ ও এপ্রিল আম্বালা ও মিরাটের সিপাহীরা বারবার গোপনে **নিজেদের ব্যারাকে আগুন লাগাত; অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিমের জেলাগুলিতে** ইংলন্ডের বিরুদ্ধে লোকেদের ওসকাতে লাগল ফকিররা। **বিথুরের** (গঙ্গাকূলে) **রাজা নানা সাহেব রাশিয়া, পারস্য, দিল্লীর রাজন্য** এবং **অযোধ্যার ভূতপূর্ব রাজার** সঙ্গে চক্রান্ত করছিলেন, চর্বি-মাখানো টোটার দরুন **সিপাহীদের মধ্যে গন্ডগোলের** সুবিধা নিলেন।

২৪শে এপ্রিল* **লক্ষ্ণৌ'এ ৪৮নং বাঙ্গালী** (রেজিমেন্ট), **৩নং দেশীয় ঘোড়সওয়ার বাহিনী, ৭নং অযোধ্যা ইরেগুলার্সের বিদ্রোহ** ইংরাজ সৈন্য আনিয়ে **দমন করলেন স্যার হেনরি লরেন্স।**

মিরাটে (দিল্লীর উত্তর-পূর্বে) **১১নং এবং ২০নং দেশীয় পদাতিক বাহিনী** ইংরাজদের আক্রমণ করে নিজেদের অফিসারদের গুলি করে মেরে **সহরে** আগুন লাগিয়ে সমস্ত ইংরাজ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করে **চলে গেল দিল্লীতে।**

দিল্লীতে রাত্রিবেলায় **কিছু বিদ্রোহী** ঘোড়ায় চেপে ঢুকল, সেখানকার

* ৩রা মে, Kaye and Malleson অনুসারে, History of the Indian Mutiny, তৃতীয় খন্ড, লন্ডন, ১৮৮৯—১৮৯২।

সিপাহীরা (৫৪নং, ৭৪নং, ৩৮নং দেশীয় পদাতিক বাহিনী) বিদ্রোহ করল; **ইংরাজ কমিশনার, পাদরি, অফিসারবর্গ নিহত**; ন'জন ইংরাজ অফিসার অস্ত্রাগার রক্ষা করে তা উড়িয়ে দিল (দু' জনের* মৃত্যু); **সহরের** অন্যান্য **ইংরাজরা** পালিয়ে গেল জঙ্গলে, বেশীর ভাগ মারা গেল হয় দেশীয় লোকের হাতে নয় ভয়ঙ্কর আবহাওয়ার দরুন; কয়েকজন নিরাপদে **পেঁাছল মিরাটে,** সেখানে তখন সৈন্য নেই। **দিল্লী** কিন্তু **অভ্যুত্থানীদের হাতে।**

ফিরোজপুরে ৪৫নং এবং ৫৭নং দেশীয় [পদাতিক বাহিনী] **দুর্গ দখলের** চেষ্টা করে বিতাড়িত হল **৬১নং ইংরাজ** দলের হাতে; কিন্তু তারা সহর লুঠ করে আগুন লাগাল, পরের দিন দুর্গ থেকে বেরিয়ে ঘোড়সওয়াররা তাদের তাড়িয়ে দিল।

লাহোরে মিরাট এবং দিল্লীর খবর আসাতে জেনারেল **করবেটের** আদেশে **সিপাহীদের সাধারণ প্যারেডে** ডেকে তাদের **নিরস্ত্র করা হল (কামান-সমেত ইংরাজ** সৈন্য তাদের ঘেরাও করে)।

২০শে **মে; ৬৪নং, ৫৫নং, ৩৯নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীকে** নিরস্ত্র করা হল **পেশোয়ারে** (লাহোরের মতন); তারপর অবশিষ্ট ইংরাজ ও বিশ্বস্ত শিখরা **নৌশেরা ও মর্দানের** অবরুদ্ধ স্টেশন বাঁচাল, এবং **মে মাসের শেষে** কাছাকাছি স্টেশন থেকে জমায়েৎ করা **কয়েকটি ইউরোপীয় রেজিমেণ্ট** কর্তৃক রক্ষিত **আম্বালা'র স্টেশন**; এখানে **জেনারেল অ্যানসনের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনীর সার ভাগটা জড় হল... পাহাড় স্টেশন সিমলাকে আক্রমণ করা হয়নি,** সেখানে গ্রীষ্মকালের দরুন বিস্তর ইংরাজ পরিবার।

২৫শে মে ছোট বাহিনী নিয়ে অ্যানসন **দিল্লী** রওনা হলেন; **২৭শে মে** তাঁর **মৃত্যু ঘটে,** তাঁর জায়গা নিলেন **স্যার হেনরি বার্নাড; জেনারেল উইলসনের** অধীনে **ইংরাজ সৈন্যদল** তাঁর সঙ্গে মিলিত হয় **৭ই জুন** (এরা আসে **মিরাট থেকে;** পথে সিপাহীদের সঙ্গে কিছু লড়াই হয়)।

* পাঁচজন, Kaye and Malleson অনুসারে, দ্বিতীয় খণ্ড।

সারা হিন্দুস্থানে বিদ্রোহের প্রসার; বিশটি বিভিন্ন জায়গায় একসঙ্গে সিপাহীদের বিদ্রোহ এবং ইংরাজদের হত্যা; প্রধান ঘটনাস্থল: **আগ্রা, বেরিলি, মোরাদাবাদ।** 'ইংরাজ কুত্তাদের' বিশ্বাস রক্ষা করলেন **সিন্ধিয়া,** কিন্তু তাঁর **'সৈন্যরা'** নয়; **পাতিয়ালার রাজা** — ধিক! — ইংরাজদের সাহায্যার্থে বড়ো সৈন্যদল পাঠালেন! **মৈনপুরে** (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে) একটি নবীন জানোয়ার লেফটেনাণ্ট **দ্য কাণ্টজো** কোষাগার ও দুর্গ বাঁচালেন।

কানপুরে ১৮৫৭-র ৬ই জুনে স্যার হিউ হুইলারকে অবরোধ করলেন নানা সাহেব (কানপুরে বিদ্রোহী **তিনটি সিপাহী রেজিমেণ্ট** এবং **দেশীয় ঘোড়সওয়ারদের তিনটি রেজিমেণ্টের ভার** তিনি নিয়েছিলেন, এদিকে কানপুর সৈন্যদলের সেনাপতি **স্যার হিউ হুইলারের** কাছে ছিল **ইউরোপীয় পদাতিকের একটিমাত্র ব্যাটালিয়ন,** আর বাইরে থেকে **সামান্য কিছু সৈন্য** পেয়েছিলেন [তিনি]; **দুর্গ এবং ব্যারাক** তিনি রক্ষা করছিলেন, সেখানে সমস্ত ইংরাজরা, নারী ও শিশুরা আশ্রয় নিয়েছিল)।

১৮৫৭, ২৬শে জুন কানপুর ছেড়ে দিলে ইউরোপীয়দের সবাইকে নিরাপদে ফিরে যেতে দেবার প্রস্তাব করলেন **নানা সাহেব; ২৭শে জুন** (হুইলার [এ প্রস্তাব] মেনে নেওয়াতে) জীবিতদের ৪০০ জনকে নৌকায় চেপে গঙ্গা হয়ে যেতে দেওয়া হল; দু'তীর থেকে তাদের উপর গুলিবর্ষণ করেন নানা; একটি নৌকা রেহাই পায়, আরো কিছু দূর ভাটির দিকে সেটিকে আক্রমণ করা হল, [নৌকা] ডুবিয়ে দেওয়া হল, রক্ষিসৈন্যদলের মাত্র চারজন পুরুষ পালাতে পারে। বালুচরে লেগে যাওয়া **নারী ও শিশু** বোঝাই **একটি নৌকা** ধরা পড়ে, লোকেদের কানপুরে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাদের বন্দী হিসেবে কড়া পাহারায় রাখা হয়; **চোদ্দ দিন পর (জুলাই মাসে) ফতেগড়** (ফরাক্কাবাদ থেকে তিন মাইল দূরে সামরিক স্টেশন) থেকে আরো ইংরাজ বন্দীদের সেখানে টেনে আনল বিদ্রোহী সিপাহীরা।

ক্যানিং'এর আদেশে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও সিংহল থেকে সৈন্য আনয়ন। **২৩শে মে নীলের** নেতৃত্বে **মাদ্রাজের অতিরিক্ত দল** তীরে অবতরণ করল এবং **বোম্বাই'এর দল সিন্ধুনদের** উজান হয়ে যাত্রা করল লাহোরে।

১৭ই জুন স্যার প্যাট্রিক গ্রাণ্ট (বঙ্গে অধিনায়কের পদে তিনি এসেছিলেন **অ্যানসনের** জায়গায়) এবং এ্যাডজুটাণ্ট-জেনারেল **জেনারেল হ্যাভলক কলিকাতায় পৌঁছিয়েই** সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে রওনা হলেন।

৬ই জুন এলাহাবাদে সিপাহীদের বিদ্রোহ, তারা (ইংরাজ) **অফিসারদের স্ত্রী** ও শিশুসুদ্ধ হত্যা করে **দুর্গ দখলের** চেষ্টা করল, দুর্গ রক্ষা করছিলেন **কর্ণেল সিম্পসন,** তিনি **১১ই জুন কলিকাতা থেকে মাদ্রাজ ফুজিলিয়রস সহ আগত কর্ণেল নীলের** সাহায্য পেলেন; শেষোক্তটি **সমস্ত শিখদের বের করে দিয়ে দুর্গ দখলে এনে শুধু ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করেন সেখানে।** (পথে তিনি **বারাণসী** দখল এবং সবে অভ্যুত্থিত ৩৭নং দেশীয় পদাতিক দলকে পরাজিত করেন; **সিপাহীরা** পালায়); (ইংরাজ) **সৈন্যরা** চারিদিক থেকে পালিয়ে আসে এলাহাবাদে।

৩০শে জুন এলাহাবাদে এসে জেনারেল **হ্যাভলক** সেনাপতিত্ব নিলেন, **প্রায় ১,০০০** ব্রিটিশ সৈন্য সঙ্গে তিনি **কানপুর** অভিযান করেন; **১২ই জুলাই ফতেপুরে** সিপাহীরা প্রতিহত ইত্যাদি, **আরো কয়েকটি লড়াই।**

১৬ই জুলাই হ্যাভলকের বাহিনী কানপুরের উপকণ্ঠে; ভারতীয়দের পরাজয়, কিন্তু **সহরের দুর্গে প্রবেশ করতে** তাঁর অনেক দেরী হয়ে যায়; **রাত্রে নানা সমস্ত ইংরাজ বন্দীদের — অফিসার, নারী, শিশু সবাইকে হত্যা করেন;** তারপর অস্ত্রাগার উড়িয়ে দিয়ে **সহর ছেড়ে যান। ১৭ই জুলাই** সহরে ইংরাজ সৈন্যদের প্রবেশ। — নানার আস্তানা বিথুরে গিয়ে **হ্যাভলক** বিনাবাধায় অধিকার করে **প্রাসাদ ধ্বংস করলেন, উড়িয়ে দিলেন দুর্গ,** তারপর ফিরে গেলেন **কানপুরে;** সেখানে স্টেশন **রক্ষার** ভার **নীলকে** দিয়ে **লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের** জন্য গেলেন; সেখানে **স্যার হেনরি লরেন্সের** প্রয়াস সত্ত্বেও **রেসিডেন্সি বাদ দিয়ে** সমস্ত সহর **বিদ্রোহীদের হাতে** চলে যায়।

৩০শে জুন আশেপাশের বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে **রক্ষিসেনাদলের সবাই** বেরিয়ে আসে; প্রতিহত হয়; **আবার রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ; রেসিডেন্সি অবরুদ্ধ।**

৪ঠা জুলাই স্যার হেনরি লরেন্সের মৃত্যু (২রা জুলাই একটি **গোলার বিস্ফোরণে** আঘাতের ফলে); **ভার নিলেন কর্ণেল ইঙ্গলিস;** বিদ্রোহীদের মাঝে মাঝে ছোটখাটো আক্রমণ করে **তিন মাস** তারা আত্মরক্ষা করে রইল। — **হ্যাভলক কর্তৃক লড়াই** (২৭১ পৃষ্ঠা)। তিনি **কানপুরে** ফিরে গেলে অনেক সৈন্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে মিললেন **স্যার জেমস উটরাম,** হ্যাভলকও বিভিন্ন বিদ্রোহী জেলা থেকে এমন **অনেক রেজিমেণ্ট** আনিয়ে নিলেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর হ্যাভলক, উটরাম ও নীলের অধীনে গোটা দল গঙ্গা পার হল। ২৩শে এরা লক্ষ্ণৌ থেকে আট মাইল দূরে **অযোধ্যার গ্রীষ্মকালীন রাজপ্রাসাদ আলমবাগ** আক্রমণ করে দখল করে।

২৫শে সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌ'এর উপর চূড়ান্ত আক্রমণ চালিয়ে এরা পৌঁছল **রেসিডেন্সিতে,** এখানে **অবরুদ্ধ অবস্থায় আরো দু'মাস** থাকতে হল মিলিত দলটিকে। (সহরে লড়াই'এর সময়ে **জেনারেল নীলের** মৃত্যু; **উটরামের** হাতে ভীষণ চোট লাগে)।

২০শে সেপ্টেম্বর জেনারেল উইলসনের পরিচালনায় ছ'দিন সত্যকার যুদ্ধের পর **দিল্লী অধিকৃত** (বিস্তৃত বিবরণের জন্য ২৭২, ২৭৩ পৃষ্ঠা তুলনীয়।) ঘোড়সওয়ারী দল নিয়ে হডসন **রাজপ্রাসাদে** ঢুকে পড়ে **বৃদ্ধ বাদশা ও বেগমকে (জিনাত মহল)** ধরেন; দু'জনকে কারাগারে বন্দী করা হয়, এদিকে হডসন **নিজের হাতে** (গুলি করে) **রাজকুমারদের হত্যা করলেন। দিল্লীতে রক্ষিসেনাদল রেখে ঠাণ্ডা করা হল।** ঠিক তার পর **কর্ণেল গ্রেটহেড** দিল্লী থেকে গেলেন **আগ্রায়,** তার কাছাকাছি হোলকারের রাজধানী **ইন্দোর** থেকে [আগত] একটি **বড়ো বিদ্রোহী দলকে** তিনি পরাজিত করেন;

১০ই অক্টোবর আগ্রা অধিকার করে তিনি **কানপুরে** রওনা হলেন, সেখানে পৌঁছন **২৬শে অক্টোবর; ইতিমধ্যে** বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটে **আজমগড়, ছাতরা (হাজারিবাগের** কাছে), **খাজোয়া** এবং দিল্লীর আশেপাশের এলাকায় **ক্যাপ্টেন বোআলো, মেজর ইঙ্গলিস, পিলের** (শেষোক্তটির সঙ্গে

ছিল **নৌবাহিনীর ব্রিগেড**; তাছাড়া তখন লড়াই'এ নামো-নামো হয়েছে ইংলণ্ড থেকে প্রেরিত **প্রবিন** ও **ফেন'এর ঘোড়সওয়ারী** দল; **ভলাণ্টিয়র রেজিমেণ্টও** গড়ে তোলা হয়েছে) এবং **সাওয়ার্সের** কাছে। **অগস্টে** কলিকাতার ভার গ্রহণ করে **স্যার কলিন ক্যামবেল** ব্যাপকতর আকারে লড়াই'এর জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

১৮৫৭, ১৯শে নভেম্বর লক্ষ্ণৌ'এর রেসিডেন্সিতে অবরুদ্ধ দলকে উদ্ধার করলেন **স্যার কলিন ক্যামবেল**। (**২৪শে নভেম্বর স্যার হেনরি হ্যাভলকের মৃত্যু ঘটে**); **লক্ষ্ণৌ** থেকে —

১৮৫৭, ২৫শে নভেম্বর — কলিন ক্যামবেল রওনা হলেন **কানপুরে**, জায়গাটি **বিদ্রোহীরা** আবার **দখল করেছিল**।

১৮৫৭, ৬ই ডিসেম্বর কানপুরে কলিন ক্যামবেলের বিজয়ী যুদ্ধ, সহর ফাঁকা করে ফেলে রেখে বিদ্রোহীদের পলায়ন, পিছু ধাওয়া করে **স্যার হোপ গ্রাণ্ট** তাদের খণ্ডবিখণ্ড করেন। **পাতিয়ালা** এবং **মৈনপুরে** বিদ্রোহীদের পরাজয় যথাক্রমে **কর্ণেল সিটন এবং মেজর হডসনের** কাছে; এবং অন্যান্য অনেক স্থানে।

১৮৫৮, ২৭শে জানুয়ারী ডৌস্ ইত্যাদির পরিচালনায় দিল্লীর বাদশার কোর্ট-মার্শাল; 'অপরাধী' (১৫২৬-এ প্রতিষ্ঠিত মুঘল রাজবংশের প্রতিনিধি!) হিসেবে প্রাণদণ্ড; **রেঙ্গুনে আজীবন কারাবাসে** এ দণ্ডের লাঘব। **বছরের** শেষে তা **করা হয়**।

১৮৫৮-এ স্যার কলিন ক্যামবেলের অভিযান। ২রা জানুয়ারী ফরাক্কাবাদ এবং **ফতেগড়** জয় করে তিনি **কানপুরে** আস্তানা গাড়লেন এবং চারিদিক থেকে যাতে সেখানে সৈন্য রসদ ও কামান যা আছে পাঠানো হয় তার আদেশ দিলেন। **বিদ্রোহীরা লক্ষ্ণৌ'এর কাছাকাছি দল বেঁধে জমায়েৎ হল**, তাদের ঠেকিয়ে রাখেন **স্যার জেমস উটরাম**। — অন্যান্য অনেক ঘটনার পর (২৭৬, ২৭৭ পৃষ্ঠা তুলনীয়) — **১৫ই* মার্চ লক্ষ্ণৌ পুনরায় অধিকৃত** (কলিন ক্যামবেল, **স্যার জেমস উটরাম** ইত্যাদির

* ১৪ই মার্চ, Kaye and Malleson অনুসারে, চতুর্থ খণ্ড।

পরিচালনায়); সহর **লুণ্ঠিত**, এখানে **প্রাচ্য শিল্পকলার বহুমূল্য বস্তুর আগার ছিল; ২১শে মার্চ** যুদ্ধ শেষ; ২৩শে শেষ কামান **ছোঁড়া** হয়। — **দিল্লীর** শাহের [পুত্র] **শাহজাদা ফিরোজ, বিথুরের নানা সাহেব, ফৈজাবাদের মৌলভি** এবং **অযোধ্যার বেগম হজরৎ মহলের** নেতৃত্বে **বিদ্রোহীদের বেরিলিতে পলায়ন।**

১৮৫৮, ২৫শে এপ্রিল* **শাহজাহানপুর** দখল করেন **ক্যামবেল; বেরিলির কাছে** বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করলেন **মগ্‌স; ৬ই মে অবরোধের কামান ছোঁড়া শুরু হল বেরিলির উপর**, এদিকে **মোরাদাবাদ অধিকার করার পর জেনারেল জোনস** কথামতো এসে পেঁছিলেন; **নানা** এবং তাঁর অনুচরদের পলায়ন, **বিনা বাধায় বেরিলি দখল।** ইতিমধ্যে বিদ্রোহীগণ কর্তৃক নিবিড়ভাবে অবরুদ্ধ **শাহজাহানপুরকে** উদ্ধার করলেন **জেনারেল জোনস**; লক্ষ্ণৌ থেকে আগত **লুগার্ড'এর ডিভিসন কানোয়ার সিংহ'এর** অধীনে বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ভীষণভাবে পরাজিত হল; কিছু দিন পর **ফৈজাবাদের মৌলভি** নিহত, এর আগে **স্যার হোপ গ্রাণ্ট** পরাজিত করেন **বেগমকে,** তিনি নূতন দল গড়ার জন্য পালিয়ে যান **গোগরা নদীতে।**

১৮৫৮, জুনের মাঝামাঝি সর্বত্র বিদ্রোহীদের পরাজয়; সম্মিলিত সংগ্রামে অসমর্থ, **লুঠেরা দলে** ভেঙে গিয়ে এরা ইংরাজদের বিচ্ছিন্ন নানা দলকে অত্যন্ত চাপ দিতে লাগল। [এদের] **কার্যকলাপের কেন্দ্র: বেগম,** দিল্লীর শাহজাদা এবং নানা সাহেবের **পতাকার নিচে।**

মধ্য ভারতে দু'মাসব্যাপী (মে এবং জুন) অভিযানে স্যার হিউ রোজ বিদ্রোহীদের শেষ আঘাত দেন।

১৮৫৮, জানুয়ারী রথগড় দখল করেন রোজ, **ফেব্রুয়ারীতে সাগুর এবং গাররাকোটা,** তারপর **অভিযান করেন ঝাঁসিতে,** সেখানে রাণী প্রতিরোধের জন্য **প্রস্তুত ছিলেন।**

* ৩০শে এপ্রিল, **Kaye and Malleson** অনুসারে, চতুর্থ খণ্ড।

১৮৫৮, ১লা এপ্রিল ঝাঁসি রক্ষার জন্য **কল্পি** থেকে আগত **নানা সাহেবের** খুল্লতাত ভ্রাতা **তাঁতিয়া টোপির** বিরুদ্ধে ঘোর সংগ্রাম; তাঁতিয়ার পরাজয়।

৪ঠা এপ্রিল* ঝাঁসী দখল; রাণী এবং তাঁতিয়া টোপি সেখান থেকে সরে গিয়ে **কল্পিতে** ইংরাজদের প্রতীক্ষায় রইলেন; **সেখানে যাবার সময়** —

১৮৫৮, ৭ই মে — **কানিয়া সহরে** শত্রুপক্ষের একটি জোরালো দল কর্তৃক **রোজ** আক্রান্ত; দলটির সম্পূর্ণ পরাজয়।

১৮৫৮, ১৬ই মে কল্পির কয়েক মাইলের মধ্যে এসে পড়লেন **রোজ**; বিদ্রোহীদের কঠিনভাবে অবরোধ করলেন।

১৮৫৮, ২২শে মে কল্পি থেকে মরিয়া হয়ে বেরিয়ে এসে **ছোটখাটো আক্রমণ** করল বিদ্রোহীরা; পরাজিত হয়ে পলায়ন;

১৮৫৮, ২৩শে মে কল্পি অধিকার করলেন রোজ। [যুদ্ধে] এবং গরমে শ্রান্তক্লান্ত সৈন্যদের জিরিয়ে নিতে দেবার জন্য সেখানে কয়েকদিন থেকে গেলেন তিনি।

২রা জুন নবীন সিন্ধিয়া (ইংরাজদের পোষা কুকুর) কঠিন লড়াই'এর পর নিজের সৈন্যদল কর্তৃক **গোয়ালিয়র** থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রাণভয়ে পালালেন আগ্রায়; **গোয়ালিয়র** যাত্রা করলেন রোজ; বিদ্রোহীদের পরিচালনা করে **ঝাঁসির রাণী** এবং **তাঁতিয়া টোপি** তাঁর সঙ্গে —

১৯শে জুন — **লড়াই করলেন লস্কর পাহাড়ে (গোয়ালিয়রের সামনে)**; **রাণী** নিহত, ঘোর লড়াই'এর পর তাঁর সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ; **গোয়ালিয়র ইংরাজদের হাতে।**

১৮৫৮, জুলাই, অগস্ট এবং সেপ্টেম্বর স্যার কলিন ক্যামবেল, স্যার হোপ গ্রাণ্ট এবং জেনারেল ওয়ালপোল বিদ্রোহীদের পাণ্ডাদের খুঁজে পেতে তাড়া করার এবং যে **সব দুর্গের** মালিকানা নিয়ে বিরোধ আছে সেগুলি দখল করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন; **বেগম কয়েকবার শেষ**

* ৫ই এপ্রিল, Kaye and Malleson অনুসারে, চতুর্থ খণ্ড।

প্রতিরোধের জন্য দাঁড়ান, তার পর **নানা সাহেবের সঙ্গে রাপ্তি নদী পার হয়ে** ইংরাজদের পোষা কুকুর **নেপালের জঙ্গ বাহাদুরের** এলাকায় পালিয়ে গেলেন: নিজের এলাকায় বিদ্রোহীদের পিছু ধাওয়ার অনুমতি তিনি ইংরাজদের দেন, এভাবে 'শেষ বস্বেটে' দলগুলি ছত্রভঙ্গ হল'; **নানা** এবং **বেগম পালিয়ে গেলেন পাহাড়ে,** তাঁদের অনুচররা অস্ত্র সমর্পণ করল।

১৮৫৯-র গোড়ার দিক, তাঁতিয়া টোপির লুক্কায়ন-স্থল ধরা পড়ে গেল, তাঁর বিচার এবং প্রাণদণ্ড। — লোকে বলে **নানা সাহেবের** মৃত্যু ঘটে নেপালে। **বেরিলির খাঁ** ধৃত, গুলি করে মারা হল তাঁকে; **লক্ষ্ণৌ'এর মাম্মু খাঁ'র** আজীবন কারাবাস; অন্যরা নির্বাসিত বা বন্দী হল বিভিন্ন মেয়াদে; **বিদ্রোহীদের মূল ভাগ** — তাদের রেজিমেণ্ট ভেঙ্গে দেওয়া হয় — অস্ত্র ত্যাগ করে **রাইয়ত হয়ে গেল। অযোধ্যার বেগম নেপালে কাঠমণ্ডুতে** বাস করতে লাগলেন।

অযোধ্যাভূমি বাজেয়াপ্ত, ক্যানিং ঘোষণা করলেন এটা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সরকারের সম্পত্তি! স্যার জেমস উটরামের জায়গায় **স্যার রবার্ট মণ্টগোমারিকে অযোধ্যার চিফ কমিশনার** করা হল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবলোপ। যুদ্ধ শেষ [হবার] আগেই এটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

১৮৫৭, ডিসেম্বর; পামারস্টোনের ভারত বিল; ১৮৫৮, ফেব্রুয়ারীতে ডিরেক্টরদের বোর্ডের সবিশেষ প্রতিবাদ সত্ত্বেও **প্রথম পাঠ অনুমোদিত,** কিন্তু লিবেরাল মন্ত্রিসভার জায়গায় এল টোরিরা।

১৮৫৮, ১৯শে ফেব্রুয়ারী ডিজরেইলির ভারত বিল (২৮১ পৃষ্ঠা তুলনীয়) পাশ হল না।

১৮৫৮, ২রা অগস্ট লর্ড স্টানলির ভারত বিল পাশ, এতে করে **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবসান** [ঘটল]। **'মহারাণী' ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হল** ভারত!

নামসূচী

অ

আ

ই

ঘ

চ

ত

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

হ

স্থানসূচী

অ

আ

ই

উ

এ

ও

ঔ

ক

খ

গ

ঘ

চ

দ

ন

প

ভ

ম

য

র

ল

শ

স